মহম্মদ-চরিত

ও

মান ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র

প্রণীত।

কলিকাতা,

১৪৫ নং বেণেটোলা লেন সাম্য যন্ত্রে,

রিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৩

মূল্য এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

হিন্দু ও মুসলমান বঙ্গের প্রধান অধিবাসী। দুঃখের কথা হিন্দু মুসলমানে তেমন সদ্ভাব নাই। হিন্দু মুসলমানকে যবন বলিয়া ঘৃণা করেন। হিন্দু যদি জানিতেন বেদান্ত যে এক পরব্রহ্মকে মানবের উপাস্য বলিয়া গিয়াছেন, কোরাণও সেই পরব্রহ্মকে মানবের একমাত্র উপাস্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তবে এত অসদ্ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতে হইত না। ধর্ম্মবীর মহম্মদের জীবনের অপূর্ব্ব কথা হিন্দুর সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। ইহার পর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য খৃষ্টান লেখকগণ মহম্মদের বিকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মহম্মদের জীবন ধর্ম্মোচ্ছাসের, জ্বলন্ত বিশ্বাসের জীবন্ত ছবি। সে জীবন আলোচনা করিলে আত্মার কল্যাণ হয়, মুসলমানদিগের প্রতি হিন্দুর যে আজন্ম সিদ্ধ অশ্রদ্ধা আছে তাহা তিরোহিত হয়। পক্ষপাতশূন্য হইয়া মহম্মদের জীবন অনুশীলনে আমি উপকৃত হইয়াছি, আমার স্বদেশবাসী নরনারীগণ তাহা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন, এই আশাতেই এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

৪৫৩ বেনেটোলা লেন,
৩১শে শ্রাবণ। ১২৯৩।

ENG. BY T. N. DEB

মহম্মদ-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

আরব ও আরবজাতি।

আরব দেশ* প্রকৃতির ভীষণ লীলাক্ষেত্র। চতুর্দ্দিকে দিগন্ত প্রসারিত অনন্ত বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে তরুলতা বিহীন, ভীম-দর্শন পর্ব্বত-শৃঙ্গ প্রান্তর হইতে উত্থিত হইয়া পথিকের মনে আতঙ্ক জন্মাইতেছে, মার্ত্তণ্ড মেঘচ্ছায়া বিরহিত আকাশ হইতে প্রখর রশ্মিজাল বিস্তৃত করিয়া অকূল মরুসাগর অনল সমুদ্রে পরিণত করিতেছে, বাত্যা সন্তাড়িত বালুকারাশি আন্দোলিত হইয়া গগনমণ্ডল মহা তমসে আচ্ছন্ন করিতেছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, চতুর্দ্দিকে মরুক্ষেত্র—সে শ্মশানসম মরু-ক্ষেত্রে খর্জ্জুর বৃক্ষগুলি আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সে মরুক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে সজলা সফলা শ্যামল

* হিব্রু ভাষায় আরব অর্থ প্রান্তর।

তৃণাচ্ছাদিতা উর্ব্বরভূমি তুলনায় চতুর্দ্দিকের দৃশ্য আরও ভীষণ করিতেছে। পর্ব্বত পদ প্রান্ত হইতে সুনির্ম্মলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে, কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে মহাতৃষ্ণার্থ মরুক্ষেত্র তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কোথাও বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, এক বিন্দু বারিধারা আকাশ হইতে পতিত হইতেছে না। সমুদ্রের বেলা ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত জনপদ ব্যতীত আরব দেশের সর্ব্বত্র এই ভীষণ দৃশ্য।

এই ভীষণ দেশে তিন শ্রেণীর লোক বাস করিত। এক শ্রেণীর লোক নগরে বাস করিয়া আফ্রিকা, পারস্য ও ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিত; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক উষ্ট্রের সহায়ে মরুভূমির মধ্য দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহন করিয়া মিসর, পালেস্তাইন ও সিরিয়া দেশে যাতায়াত করিত। তৃতীয় শ্রেণীর লোক অশ্ব, উষ্ট্র, ও মেষপাল লইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের বাস করিবার গৃহ ছিল না, দশ দিন অবস্থিতি করিবার স্থান ছিল না, নির্জ্জন প্রান্তরে মনুষ্যের দুরবগম্য মরুভূমিতে পরিভ্রমণ করিয়া জীবন যাপন করিত। ইহারা বেদুইন নামে বিখ্যাত। কত রাজার রাজ্য পাট ধ্বংস হইয়া গেল, পৃথিবীময় কত পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইল কিন্তু আজও বেদুইন জাতির কোন পরিবর্ত্তন হইল না। বেদুইন জাতিই আরবের প্রধান অধিবাসী। ইহারা স্বাধী-

ন্তাকে প্রিয়জ্ঞান করিয়া শিলাময় পর্ব্বত ও নির্জ্জন প্রান্তরে বাস করিতে ভালবাসে। ইহারা বলে পরমেশ্বর আমাদিগকে মুকুটের পরিবর্ত্তে উষ্ণীষ, দুর্গের পরিবর্ত্তে খড়্গ, গৃহের পরিবর্ত্তে তাঁবু ও আইনের পরিবর্ত্তে কবিতা দান করিয়াছেন।—ইহারা কাহারও শাসন মানেনা, আকাশের বিহঙ্গের ন্যায়, মরুভূমির সর্ব্বত্র সঞ্চরমাণ বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। ইহারা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত—অহর্নিশি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও যুদ্ধানল জ্বলিয়া রহিয়াছে। বৎসরের মধ্যে চারি মাস পুণ্যমাস মনে করিয়া যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকিত; ঐ কয়েক মাস তাহারা অস্ত্র হইতে ফলক খুলিয়া রাখিত। এই পুণ্যমাসে যদি তাহারা পিতৃঘাতক কি মাতৃঘাতকের দেখা পাইত, তথাপি তাহার শত্রুতা করিত না।

ইহাদের কোন প্রকার সামাজিক শাসন ছিল না। ইচ্ছা হইলে একবারে বহুস্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিত, অসুবিধা দেখিলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অকূলে ভাসাইয়া দিতেও ইতস্ততঃ করিত না। কন্যা জন্মিলে অমঙ্গল জ্ঞান করিয়া জীবিতাবস্থায় তাহাদিগকে সমাধিস্থ করিত। ইহারা চৌর্য্য ব্যবসায়ে জীবনোপায় করিত। মরুভূমির মধ্যে বণিক দেখিলে সুদূর স্থান হইতে অকস্মাৎ ঝড়বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া চক্ষের নিমিষে কোথায় চলিয়া যাইত কিন্তু আতিথেয় ধর্ম্ম পাল-

নেও ত্রুটী করিত না। অতিথিকে আপন তাঁবুতে আশ্রয় দিবার জন্য ইহারা পরস্পরের শোণিত পাত করিতেও ভ্রূক্ষেপ করিত না। রাত্রিকালে পথভ্রান্ত পথিকগণ যাহাতে তাহাদের তাঁবু দর্শন করিতে পারে তজ্জন্য পর্ব্বত শিখরে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিত। যে একবার ইহাদের সঙ্গে আহার করিতে পারিত তাহার আর শত্রুভয় ছিল না।

প্রান্তরবাসী আরবগণ উষাকালে পূর্ব্বদিকে তরুণ তপনের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইত। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের প্রখর কিরণে দগ্ধ হইয়া তাহার অপরিসীম ক্ষমতা অনুভব করিত। দিবাবসানে সে সূর্য্য পশ্চিমে ডুবিয়া যাইত, অন্ধকার অনন্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিত, ধীরে ধীরে একটী দুইটি করিয়া অগণ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিত, দেখিয়া দুর্দ্দান্ত আরব হৃদয় স্তম্ভিত হইত; হস্ত দুইটী উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিয়া জানুদ্বয় অবনত করিয়া, বিস্ময়ে ভক্তিভরে তাহাদের স্তুতি করিত। নির্ম্মল নীলাকাশে যখন চন্দ্রমা বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া উদিত হইতেন, সে শোভা দর্শনে বর্ব্বর আরব মন বিহ্বল হইয়া ভক্তিভরে তাহার পূজা করিত। নীরব রজনীতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী উদয় হইতেছে, অস্ত যাইতেছে, সজীব পদার্থের ন্যায় অনন্ত আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের পরিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা হইতেছে, পাষাণ ভেদ করিয়া তৃণ গুচ্ছ দেখা দিতেছে,

বৃক্ষ ফল ফুল প্রসব করিতেছে, ইহাদিগকেই জগতের নিয়ন্তা মনে করিয়া তাহাদের উপাসনা করিত।

অশ্ব, উষ্ট্র, প্রভৃতি জন্তু ও নানাপ্রকার বৃক্ষ, পর্ব্বত, প্রস্তর প্রভৃতির পূজাও বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক বংশের ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট দেবতা ও তাহার মন্দির ছিল;—উপাসকগণ দেবতার তুষ্টির জন্য নরবলি দিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। মক্কা নগরে কাবা নামক দেব মন্দির * আরবদেশবাসী সর্ব্ব জাতির সম্ভজনীয়

---

* কাবা মন্দির গোলাকার ও ২৭ হাত উচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিকে অতি মনোহর দুই সারি স্তম্ভ। অসংখ্য আলোক মালা এই মন্দিরের শোভা সম্পাদন করে। ইহাই মুসলমানদিগের কেব্‌লা। পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমান প্রতি দিন পাঁচ বার এই মন্দিরের দিকে চাহিয়া নমাজ করিয়া থাকেন। কাবা মন্দিরের নিম্নে জম জম নামক পবিত্র কূপ। ইহার জলে মুসলমান তীর্থ যাত্রীগণ স্নান করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র জ্ঞান করে। যাত্রীগণ এই কূপের জল, ভাণ্ড পূরিয়া দেশ বিদেশে লইয়া যায়। কাবা সম্বন্ধে জন প্রবাদ এই যে, আদি পুরুষ আদম স্বর্গচ্যুত হইয়া সিংহলে এবং ইভ আরব দেশে বাস করিতেছিলেন। আদমের অনুতাপে ও প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া পরমেশ্বর এক স্বর্গীয় দূতকে সিংহলে প্রেরণ করিলেন। দূত আদমকে লইয়া মক্কার নিকটবর্ত্তী আরাফৎ নামক পর্ব্বতে গমন করিল। এই পর্ব্বতে ইভের সহিত আদমের মিলন হইল। দূতের উপদেশে আদম বর্ত্তমান মক্কা নগরের স্থানে এক উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে এই মন্দির দর্শন করিতে যাইতেন। যখন জল-প্লাবন হইয়া সমুদয় পৃথিবী ডুবিয়া যায়, সেই

ছিল। খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেও এই মন্দির আরব দেশে প্রসিদ্ধ ছিল। কাবা মন্দিরে ৩৬০টি দেব প্রতিমা ছিল। আরবগণ বৎসরের এক এক দিন তাহার এক এক প্রতিমার পূজা করিত।

মহম্মদের জন্মের বহু পূর্ব্বে য়িহুদীগণ আরব দেশের নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যখন রোমকগণ

সঙ্গে কাবা মন্দির ধ্বংস হয়। ইহার বহু কাল পরে এব্রাহামের পরিত্যক্তা স্ত্রী হাগার ও তাহার সন্তান ইসমাইল একদা আরব দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জলের অনুসন্ধান করিতে করিতে এক প্রস্রবণ ধারা দেখিতে পাইলেন এবং সেই বারি পান করিয়া তাহার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় আমালেক জাতীয় কয়েকটী লোক তৃষ্ণা নিবারণার্থ জলের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইল। এই আমালেকগণ কূপের অজস্র জল দেখিয়া তাহারই নিকট বাস স্থান নির্ম্মাণ করিল। এই স্থান কালে মক্কা নামে প্রসিদ্ধ হইল। ইসমাইল প্রথমতঃ আমালেক বংশীয়া এক কন্যার পানিগ্রহণ করেন, অবশেষে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া জোরাম বংশীয়া এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার পর এব্রাহামের সহিত মিলিত হইয়া কাবা মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করেন। কাবা মন্দিরের পূর্ব্ব প্রাচীরের বহির্ভাগে দুই ইঞ্চ উচ্চ ও আট ইঞ্চ প্রশস্ত একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রস্তর নিবদ্ধ আছে। এই প্রস্তর মুসলমানগণের অতি পূজনীয়। কথিত আছে এই প্রস্তর আদমের সহিত স্বর্গ হইতে পতিত এবং জলপ্লাবনে ডুবিয়া যায়। অনেকে বিশ্বাস করেন এই কৃষ্ণ প্রস্তর ইডেন উদ্যানে আদমের রক্ষক ছিল, নিষিদ্ধ ফলাহারে আদমের স্বর্গচ্যুতি হওয়াতে রক্ষক স্বীয় কার্য্যে অবহেলা করণাপরাধে প্রস্তর হইয়া যায়। কাবা পুনর্নির্ম্মাণ সময়ে গেব্রিয়েল নামক স্বর্গীয় দূত এই প্রস্তরখণ্ড এব্রাহাম

প্যালেস্তাইন জয় করিয়া য়িহুদীদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল, যখন জেরুজালেম নগর ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বহু সংখ্যক য়িহুদী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া জন্মের মত আরব দেশে বাস স্থান নির্ম্মাণ করিল। এই রূপে তাহাদের দ্বারা য়িহুদী ধর্ম্ম আরব দেশে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু য়িহুদীগণও পৈতৃক ধর্ম্ম একেশ্বরবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত। তাহারা আরবগণকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইতে সক্ষম হয় নাই।

খৃষ্টান ধর্ম্মও আরব দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। স্বয়ং সেণ্ট পল আরব দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্বদেশে নিগৃহীত হইয়া খৃষ্টসন্ন্যাসীগণ আরব দেশের গিরি গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাহাদের দ্বারাই খৃষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব ঐ দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্টানগণও ঘোর পৌত্তলিক হইয়া গিয়াছিল। মেরী ও যীশুর প্রতিমা পূজাই তাহাদের ধর্ম্মের সারতত্ত্ব ছিল। তাহারাও ধর্ম্মবিষয়ে আরবদিগকে কোন উচ্চ আদর্শ দেখাইতে পারিল না। খৃষ্টধর্ম্ম আরব হৃদয়ে স্থান পাইল না।

ও ইসমাইলের নিকট উপস্থিত করেন। তাঁহারা এই প্রস্তর সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া কাবার প্রাচীরে গ্রথিত করেন। মুসলমানগণ ভক্তির সহিত সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণকালে সাতবার এই প্রস্তর চুম্বন করেন। কথিত আছে, এই প্রস্তর পূর্ব্বে অমল ধবল বর্ণ ছিল, পাপী লোকের চুম্বনে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এসিয়ার আর সর্ব্বত্রই ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয় পতাকা লইয়া নির্ব্বাণমুক্ত উদাসীন ভিক্ষু-গণ এসিয়ার সকল দেশেই বুদ্ধদেবের করুণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি বেদুইন জাতির নিকট সে ধর্ম্ম পঁহুছিতে পারিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম যাহাদিগকে জয় করিতে পারিল না, য়িহুদী বা খৃষ্টধর্ম্ম যাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাই-লনা, সেই দুর্দ্দান্ত জাতিকে অজ্ঞানতার মহান্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, বর্ব্বর আরব ক্ষেত্রে জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার জন্য, অবিশ্রান্ত যুদ্ধ নিমগ্ন যাযাবরদিগকে ঐক্য-মন্ত্রে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া প্রবলপরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত করিবার জন্য, কুসংস্কারান্ধ জাতি সমূহের মধ্যে একমাত্র পরমেশ্বরের সিংহাসন স্থাপন করিবার জন্য এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন কাহিনী।

যে উপত্যকায় মক্কা নগর নির্ম্মিত, খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে সে স্থানে অষ্টাদশ ক্রোশব্যাপী হারাম নামক এক পবিত্র অরণ্য ছিল। এই অরণ্যে কেহ বাস করিতে পারিত না, ঘোর অপরাধীও এস্থানে প্রবেশ করিলে এথান-কার পুণ্য মাহাত্ম্যে সকল দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইত।

পবিত্র তীর্থস্থান মনে করিয়া প্রান্তরবাসী দুর্দ্দান্ত আরবগণ এই অরণ্যে মিলিত হইত, অর্থদানে বন্দীদিগকে শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত করিত, তেজ ব্যঞ্জক কবিতাতে আপন বংশের গুণাবলী ও যোদ্ধাগণের কীর্ত্তি কলাপ গান করিত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত জাতি এই অরণ্য রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইত। পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে এব্রাহিমের পুত্র ইস্‌মাইলের বংশোদ্ভব কিনানা জাতির মধ্যে কোসে নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়। কোসে অসাধারণ শৌর্য্য বলে পবিত্রারণ্যের তদানীন্তন অধ্যক্ষ খোজাদিগকে পরাজয় করিয়া হারামের কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। কোসে হারাম অরণ্যে এক নগর স্থাপন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন কিন্তু চির-প্রচলিত সংস্কারানুসারে কেহ এ অরণ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সাহস করিল না। কোসে কুসংস্কার বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বহস্তে কুঠার লইয়া বৃক্ষ ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্মরণাতীত কালের বিভীষিকা অন্তর্হিত হইল—কোসের আত্মীয় স্বজন সাহস পাইয়া অরণ্য পরিষ্কার করিতে লাগিল,এই পরিষ্কৃত স্থানে মক্কা নগর নির্ম্মিত হইল। স্থান মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কোসে কাবা মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিয়া তাহার মধ্যে অনেক দেব দেবী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মন্দিরের সন্নিকটে সন্ধি বিগ্রহের মন্ত্রণা, বাণিজ্য যাত্রা ও বিবাহাদি সম্পন্নের জন্য এক সাধারণ গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, যাত্রীদিগকে জল দান ও অন্ন

দানের ভার লইলেন। এই সকল শুভ কার্য্যের জন্য কোসের প্রতাপ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল, দুর্দ্দান্ত বেদুইনগণও তাঁহাকে সম্মান করিতে লাগিল, কোসে মক্কা নগরে একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন।

কোসে বৃদ্ধ বয়সে আব্দ-আল-ডার ও আব্দ মনাফ নামক পুত্র-দ্বয় রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। আব্দ-আল-ডার নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন, যুদ্ধ বিগ্রহ-প্রিয় আরবগণ তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া অগ্রাহ্য করিল। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র আব্দ মনাফ অসাধারণ বীর্য্য ও প্রতিভা-বলে আরব হৃদয়ে রাজত্ব স্থাপন করিলেন। ইহাঁর বুদ্ধিবলে মক্কা নগর ধনৈশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ আব্দ-আল-ডার কাবা মন্দিরে একাধিপত্য করিতে লাগিলেন।

আব্দ মনাফের মৃত্যুর পর তাঁহার বীর পুত্র হাসিম মক্কা নগরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া সম্মানিত হইলেন। হাসিম আবিসিনিয়া, পারস্য, সিরিয়া, এসিয়া মাই-নর প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ ও প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিলেন। এই বিপুল ঐশ্বর্য্য দরিদ্রের দুঃখ দূর করিতে, ক্ষুধার্ত্ত জনের অন্নক্লেশ নিবারণে ব্যয় করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে হিজাজ প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, হাসিম সিরিয়া হইতে রুটি আনিয়া মক্কাবাসীর প্রাণ রক্ষা করেন। আব্দ মনাফের পুত্রগণ

শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও করুণাগুণে আরব প্রাণ মুগ্ধ করিলেন—সকলেই কাবা মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব ভার তাঁহাদেরই হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু আব্দ-আলডারের পুত্রগণ বিনা যুদ্ধে পৈতৃক অধিকার পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করাতে উভয় দলে সংগ্রাম বাধিল। অবশেষে আব্দ-আল ডারের সন্তানগণ কাবা মন্দিরের চাবি আপনাদের হস্তে রাখিয়া এবং হাসিমের উপর যাত্রীদিগকে জলদান ও নগরের কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। সন্ধি স্থাপন হইল বটে কিন্তু মনের মালিন্য ঘুচিল না। কোসের সন্তানগণ এই সময় হইতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হইল—সময়ে সময়ে পরস্পরের রক্তপাত করিয়া ক্রোধের জ্বালা মিটাইতে লাগিল। অবশেষে উভয় দল মধ্যস্থের দ্বারা এই জ্ঞাতি বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে সঙ্কল্প করিল। মধ্যস্থের আদেশানুসারে আব্দ-আল ডারের বংশোদ্ভব ওমেয়া নামক দুদ্ধর্ষ ব্যক্তি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। ওমেয়া সিরিয়া দেশে গমন করিল—এখানেই তাহার পৌত্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া হাসিম বংশের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

সিরিয়ার অন্তর্গত গাজা নগরে হাসিমের মৃত্যু হয়। হাসিমের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রই আব্দ-আল মোতালিব নামে বিখ্যাত। আব্দ-আল মোতালিব মক্কা নগরে জম জম নামক কূপ খনন

করেন। ভূগর্ভ হইতে নির্ম্মল বারিধারা উৎসরিত হইয়া উঠিল—মরুভূমিতে সে অনন্ত প্রস্রবণ বাস্তবিকই অলৌকিক দৃশ্য! এই অপূর্ব্ব কূপ খনন করিয়া আব্দ-আল মোতালিব অক্ষয় যশ সঞ্চয় করিলেন। তাঁহার যশ ও ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিলনা কিন্তু সংসারে একটীমাত্র পুত্র, তাই সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন। তিনি ইষ্টদেবতার নিকট দশটী পুত্রবর ভিক্ষা করিয়া সঙ্কল্প করিলেন, যদি বিধাতা প্রসন্ন হন তাহা হইলে এক পুত্র দেবতার প্রীত্যর্থে বলিদান করিবেন। কালক্রমে আব্দ-আল মোতালিবের দশটী পুত্র জন্মিল। গণকের আদেশানুসারে তিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র আব্দআল্লাকে বলিদান করিবার উদ্যোগ করিলেন; হস্তে ছুরিকা লইয়া তাহার গলদেশে বিদ্ধ করিবার আয়োজন করিয়াছেন, কে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিল। তিনি গণকদিগের পরামর্শানুসারে পুত্রের পরিবর্ত্তে একশত উষ্ট্র বলিদান করিয়া প্রতিজ্ঞা হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

আব্দ-আল মোতালিবের দশ পুত্রের মধ্যে আবুতালেব, আবুলাহাব, আব্বাস, হামজা ও আব্দ-আল্লা ইতিহাসে বিখ্যাত।

তৃতীয় অধ্যায়।

জন্ম ও বাল্যকাল।

৫৭০ খৃষ্টাব্দ। আবিসিনীয়া নরপতি আরবের অন্তর্গত ইমেন প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন; পরাক্রান্ত মক্কাবাসী-গণকে আত্ম সমর্পণের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন করিয়া পর পদানত হইতে অস্বীকার করিয়াছে। আবিসি-নিয়ারাজ মক্কাবিজয়ের জন্য অসংখ্য সৈন্য পরিচালিত করিয়াছেন—আরবগণ তাহাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইতেছে। আবিসিনীয় সৈন্য গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া মক্কার উপনগরে উপস্থিত হই-য়াছে। আরবগণ বিপদ গনিয়া সন্ধি স্থাপনের জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিল কিন্তু আবিসিনীয় সেনাপতি মক্কানগর ধ্বংস করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যে কাবা মন্দির সমস্ত আরব জাতির তীর্থ স্থান, সেই মন্দির শত্রু হস্তে চর্ণী-কৃত হইবে, এই ভাবিয়া আরবগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ আব্দ আল মোতালিব পলিত দেহে রণসাজ পরি-য়াছেন; মক্কাবাসী যুবক বৃদ্ধ, স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে; মক্কা নগরে ঘরে ঘরে রণভেরী বাজিতেছে,

যুবকগণ মাতৃভূমির জন্য প্রাণদান করিতে দলে দলে মক্কা প্রবেশ-পথে গিরি-শঙ্কটে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে মারাত্মক বসন্ত রোগ শত্রু শিবিরে আরম্ভ হইল—সমস্ত শত্রু সৈন্য মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল—একটীমাত্র লোক এই ভীষণ বার্ত্তা বহন করিবার জন্য জীবিত রহিল। মক্কাবাসীর আনন্দের সীমা নাই। ঘরে ঘরে উৎসব আরম্ভ হইল—ঘরে ঘরে পথে প্রান্তরে বীরগাথা গীত হইতে লাগিল। মক্কার সর্ব্বত্রই আনন্দ বাজার, বহুদিন পর্য্যন্ত সে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিল। কিন্তু একখানি গৃহ বিষাদ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—এ আনন্দের দিনে সে গৃহে ক্রন্দনের রোল। গৃহ স্বামিনী কখনও মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখনও সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রলাপ বকিতেছেন, কখনও করাঘাতে বক্ষস্থল রক্তাক্ত করিতেছেন—শোকের ঘন তিমির সে গৃহের সকল সুখ হরণ করিয়াছে। গৃহস্বামী আব্দ-আল মোতালিবের কনিষ্ঠ তনয় আব্দ-আল্লা আবিসিনীয় যুদ্ধের কয়েক মাস পূর্ব্বে বাণিজ্যের জন্য গাজা নগরে গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া পড়েন। এই পীড়া তাঁহার কালস্বরূপ হইল—আব্দ-আল্লা পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে মদিনা নগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার যুবতী ভার্য্যা আমিনা পতিশোকে অধীরা হইয়া, সংসার শূন্য দেখিয়া জীবনে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমিনা পরম

রূপবতী রমণী ছিলেন—শোকানলে তাঁহার রূপরাশি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, যুবতী রমণী পতিশোকে পাগলিনী হইয়াছেন। তিনি এই নশ্বর সংসার হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় পরম সুন্দর পুত্র রত্ন ভূমিষ্ঠ হইল, অন্ধকারগৃহে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। আমিনার বিষাদময় জীবনে সূক্ষ্মতম সুখের রেখা পতিত হইল। আব্দ-আল মোতালিব সদ্যজাত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কাবা মন্দিরে গমন করিলেন—ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া পৌত্রের নাম মহম্মদ রাখিলেন। * কিন্তু আমিনা এমন ক্ষীণা ও দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সন্তানকে স্তন্য দান করিতেও অসমর্থ হইলেন। থোয়েবা নাম্নী এক ক্রীত দাসী স্তন্য দিয়া মহম্মদের প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিল, মহম্মদ শশীকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। মহম্মদের জন্মের কিয়ৎকাল পরেই মরুভূমিবাসিনী সাদ জাতীয়া কতকগুলি রমণী সন্তান পালনের ভার গ্রহণ করিবার জন্য মক্কা নগরে উপস্থিত হইল। মরুভূমির নির্ম্মল বায়ু শরীর হৃষ্ট পুষ্ট করে, অনন্ত মরুক্ষেত্র

* ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯এ আগষ্ট সোমবার, মুসলমানী রবিয়লআউল মাসের ১২ই তারিখে মহম্মদের জন্ম হয়। এই তারিখে জগতের সর্ব্বত্র মুসলমানগণ মহম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন ৫৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল, কি ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে মহম্মদের জন্ম হয়।

দর্শনে মন উদার ও বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়ে, স্বাধীন স্বভাব বেদুইন জাতির সহবাসে তাহাদের তেজস্বী ভাষা ও স্বাধীন ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, এই জন্য ধনী মক্কাবাসিগণ সন্তান-দিগকে কৈশোর বয়সে বেদুইনদিগের সহিত মরুভূমিতে পাঠাইয়া দিতেন। যদিও আমিনার ধন সম্পত্তি ছিলনা, তথাপি তিনি আপনাকে সন্তান পালনে অসমর্থা জানিয়া হালিমা নাম্নী রমণীকে মহম্মদের ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন।

হালিমা মহম্মদকে লইয়া গৃহে গমন করিল। মরুভূমির প্রান্তে পর্ব্বতের উপত্যকায় হালিমা বাস করিত। মহম্মদ এই পর্ব্বত-বাসে দিন দিন হৃষ্ট পুষ্ট ও রূপ লাবণ্য সম্পন্ন হইতে লাগিলেন। এইরূপে হালিমার আলয়ে দুই বৎসর কাটিয়া গেল, মহম্মদ স্তন্যপান ত্যাগ করিলেন, হালিমা তাঁহাকে মাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য মক্কায় গেলেন। আমিনা পুত্র মুখ দর্শনে পুলকিত হইয়া আরও কিয়ৎকাল তাঁহাকে পালন করিবার জন্য হালিমাকে অনুরোধ করিলেন। হালিমা আবার মহম্মদকে লইয়া গৃহে গেল। মহম্মদের বয়স প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, হঠাৎ একদিন খেলিতে খেলিতে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। হালিমার পুত্র দৌড়িয়া গৃহে গিয়া মাতাকে সংবাদ দিল, হালিমা আসিয়া দেখেন. মহম্মদ ধূলি ধূসরিত শরীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল মহম্মদকে

ভুতে পাইয়াছে, হালিমা ভীতা হইয়া তাহাকে মাতৃ-সদনে পৌছাইয়া দিয়া আসিল। মহম্মদ পতিশোকাতুরা মাতার হতাশ জীবনে আনন্দের উৎস খুলিয়া দিলেন, মাতা তাঁহাকে লইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

মহম্মদ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। জননী আমিনা তাঁহাকে লইয়া মদিনা নগরে স্বামীর মাতামহীর ভবনে গমন করিলেন। মদিনা নগরে আব্দ আল্লার সমাধি ছিল, আমিনা প্রতিদিন সে নির্জ্জন সমাধি স্থানে বসিয়া কত কি ভাবিতেন, আর অবিরল অশ্রুজলে সমাধিস্থল সিক্ত করিতেন। মহম্মদ কখনও কখনও মাতার সহিত সে সমাধি দর্শনে গমন করিতেন, মাতার অশ্রুজল দেখিয়া আকুলহৃদয়ে ক্ষুদ্র হস্তে তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া প্রেমভরে জিজ্ঞাসা করিতেন, "মা তুই প্রতিদিন এমন করিয়া কাঁদিস্ কেন?" মাতা অনেক দিন কথা বলিতে পারিতেন না, একদিন অতি কষ্টে বলিয়াছিলেন "তোমার বাবার জন্য?" মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা কোথায়।" আমিনা সেই দুর্ভাগ্য সন্তান, যে জন্মিয়া বাবার মুখ দেখিতে পায় নাই তাহার মুখে "বাবা" ডাক শুনিয়া আর কথা বলিতে পারিলেন না, হস্ত দুই খানি উর্দ্ধদিকে উঠাইয়া আকাশ দেখাইয়া দিলেন। মহম্মদ বুঝিলেন বাবা স্বর্গে গিয়াছেন। এই রূপে আমিনা এক মাস মদিনা নগরে যাপন করিয়া মক্কা নগরে ফিরিয়া আসিতেছেন, অর্দ্ধপথে

আবোয়া নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল। মহম্মদ অকূল সাগরে ভাসিলেন। জন্মিবার পূর্ব্বেই পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, সংসারে এক মাত্র আশ্রয় জননী ছিলেন, তিনিও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ষষ্ঠ বর্ষের বালক মহম্মদ প্রবাসে স্নেহময়ী করুণারূপিনী জননীকে হারাইয়া চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। মহম্মদের পিতা দরিদ্র ছিলেন, মৃত্যু কালে চারিটা উষ্ট্র, কতগুলি মেষ ও বরকা নাম্নী এক দাসী ভিন্ন আর কিছুই রাখিয়া যান নাই। মহম্মদের দিনপাত হয় এমন সম্বল ছিল না। জন্মিবার পূর্ব্বে পিতৃ বিয়োগ হইয়াছিল কিন্তু মাতার স্নেহে একদিনের তরেও ক্লেশের মুখ দেখিতে হয় নাই। মহম্মদ ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিলেন। বাল্য কালে যে মাতৃহীন তাহার মত দুঃখী এ সংসারে কে আছে? মাতার স্নেহ মমতায় যে বঞ্চিত হয় নাই তাহার মত হতভাগ্য আর কে আছে? সংসারে প্রফুল্ল মনে খেলিয়া বেড়াইতে ছিলেন, অকস্মাৎ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, জীবন সর্ব্বস্ব জননী তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। "মা কোথায় গেলেন" কৈশোরেই এই চিন্তা মহম্মদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মহম্মদ দিন রাত্রি ভাবিতেন সে দেশ কোথায় যেখানে গেলে মার মুখ আবার দেখা যায়। কৈশোরেই ইহকালাতীত চিন্তা মহম্মদের হৃদয় আক্রমণ করিল।

মাতাকে জন্মের মত সমাধিস্থ করিয়া বিষণ্ন বদনে

মলিন বেশে মহম্মদ বরকার সহিত মক্কা নগরে পিত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। মহম্মদ দেখিলেন গৃহে সকলই রহিয়াছে, কেবল মা নাই, যে কক্ষে মার ক্রোড়ে শয়ন করিতেন সে কক্ষ রহিয়াছে কিন্তু মা নাই। মহম্মদ শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রবাসে অকস্মাৎ মা-হারা হইয়া শোকের তীব্রতায় তাঁহার প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন শোক অশ্রুরূপে বহির্গত হইতে পারে নাই; গৃহে আসিয়া আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিয়া তাঁহার শোকাবেগ প্রবল হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ আব্দ আল মোতালিব তাঁহাকে কোলে লইয়া তাঁহার শোকাশ্রু মোচনা করিতে চেষ্টা করিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, শোকের বাহ্য লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া গেল কিন্তু মনের আগুণ নিভিল না। বাল্যকালেই মহম্মদের প্রসন্ন বদন গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল, চিন্তার বিষাদ কালিমা তাঁহার রমণীয় মুখশ্রী মলিন করিল। যে বয়সে বালকেরা চঞ্চল চিত্তে খেলা করিয়া দিন কাটায়, সেই বয়সে মহম্মদের মন কেমন উদাসীন হইয়া গেল।

আব্দ আল মোতালিব মহম্মদকে স্নেহের সহিত পালন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ মহম্মদকে না দেখিয়া এক মূহূর্ত্ত থাকিতে পারিতেন না, মহম্মদও বৃদ্ধকে বড় ভালবাসিতেন। আব্দ-আল মোতালিব মক্কার সর্ব্ব প্রধান পুরুষ ছিলেন।

জম জম কূপের অধিস্বামী তিনিই ছিলেন, যাত্রীগণ আহার ও পানের জন্য তাঁহারই শরণাগত হইত। তিনি কাবা মন্দিরের তত্ত্বাবধান জন্য প্রতিদিন গমন করিতেন, মহম্মদও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। মন্দিরের পার্শ্বে ছায়ায় বসিয়া মহম্মদ প্রতিদিন দেখিতেন, নানা দিগ্‌দেশ হইতে দলে দলে নরনারী আসিয়া কখনও সারাদিন উপবাস করিয়া দেবতার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে, কখনও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া সারাদিন পড়িয়া রহিয়াছে, কখনও মন্দির প্রদক্ষিণ, কখনও ভক্তি ভরে চুম্বন করিতেছে, প্রাতঃ, মধ্যাহ্নে মন্দিরের অসংখ্য দেব মূর্ত্তির বন্দনা হইতেছে। মহম্মদ স্বভাবতঃ অতি গম্ভীর ও চিন্তাশীল ছিলেন—এই সকল ক্রিয়া কলাপ সহজেই তাঁহার চিন্তা স্রোত প্রবাহিত করিল—তাঁহার মনে বাল্যকালেই ধর্ম্ম চিন্তা জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবিতেন—যখন অন্যান্য বালকেরা ক্রীড়া কৌতুকে মগ্ন থাকিত, মহম্মদ তাহাদের সহিত বাল-সুলভ চপলতায় যোগ না দিয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন।

এইরূপে সুখে দুঃখে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। মহম্মদ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আব্দ-আল মোতালিবের বয়স তখন বিরাশি বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে। আব্দ-আল মোতালিব এই সময় মৃত্যুর আহ্বান্ ধ্বনি শুনিতে পাইয়া শয্যাপার্শ্বে স্বীয় তনয় আবুতালিবকে ডাকিয়া আনি

লেন। ধীরে ধীরে মহম্মদের ক্ষুদ্র হস্ত দুইখানি নিজের হস্তে লইয়া আবু তালিবের হস্তে অর্পণ করিলেন. পিতৃ মাতৃ-হীন অনাথ বালককে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিতে অনু-রোধ করিয়া অনন্ত নিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মহম্মদ তাঁহার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া দেখিলেন জীবনের আর একটী সম্বল চলিয়া গেল। জীবন প্রহেলিকাময় বোধ হইতে লাগিল। মহম্মদের প্রাণ আবার শোকের বসন পরিধান করিল। মহম্মদ ম্রিয়মাণ হইয়া আবু তালিবের গৃহে আশ্রয় লইলেন; আপনাকে স্রোত প্রবাহিত তৃণের ন্যায় মনে করিয়া বড় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। আবু তালিব তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, সে স্নেহে মহম্মদের নির্জীব প্রাণ আবার সজীব হইয়া উঠিল।

কিয়দ্দিন পরে মক্কা নগরে মহা তীর্থের সময় উপস্থিত হইল। অসংখ্য লোক আসিয়া নগরে মহা কোলাহল উপ-স্থিত করিল। ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে বণিক-গণ বিচিত্র বস্ত্র, উজ্জ্বল মণি মুক্তা, মনোহর সৌরভযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া আগমন করিল। মক্কার বালক ও যুবকগণ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কখনও বিস্মিত মনে বিদেশীয় যাত্রীদের বিচিত্র বেশ ভূষা দর্শন করিতেছে, কখনও কৌতূ-হলে পূর্ণ হইয়া বিদেশীয় ভাষার বাক্যালাপ শ্রবণ করিতেছে, কখনও সতৃষ্ণ নয়নে বিদেশের অদৃষ্ট পূর্ব্ব দ্রব্য সমূহ দর্শন করিয়া মনে মনে সেই সকল দেশ দেখিবার জন্য ব্যাকুল

হইতেছে। মহম্মদও অন্যান্য বালকের ন্যায় দিন রাত্রি যাত্রীদের সহিত মিশিয়া থাকিতেন, তাঁহার মনেও বিদেশ গমনের জন্য প্রবল তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল।

মহম্মদ দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ তাত আবু তালিব সিরিয়া দেশে বাণিজ্য যাত্রা করিয়া উষ্ট্রোপরি আরোহণ করিবেন, এমন সময় মহম্মদ আসিয়া মলিন মুখে বলিলেন, "আমাকে কোথায় ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন, আপনি চলিয়া গেলে কে আমাকে ভালবাসিবে?" মহম্মদের স্নেহময় কথায় আবু তালিবের প্রাণ বিগলিত হইল—মহম্মদকে লইয়া সিরিয়া দেশে যাত্রা করিলেন। বণিকগণ কত পাহাড় পর্ব্বত, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া মহম্মদের প্রাণ পুলকিত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে আবোয়া নগরে উপস্থিত হইয়া মহম্মদ শোক সন্তপ্ত প্রাণে মাতার সমাধি স্থান দর্শন করিলেন। যাত্রীদল আরও অগ্রসর হইল, বিশাল মরুক্ষেত্র দিয়া যাইতে যাইতে সুদূরে পশ্চিমাকাশে হোরেব ও সিনাই পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। প্রাচীনগণ হোরেব ও সিনাই পর্ব্বত দেখিয়া ভয় ও ভক্তি ভরে প্রণাম করিলেন। মহম্মদের কৌতূহল নিবারণের জন্য একজন বয়োবৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন "ঐ যে বামে পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতেছ, ঐ পর্ব্বতের নাম সিনাই। প্রাচীন কালে পরমেশ্বর চতুর্দ্দিক দম্ভোলিনাদে বিকম্পিত করিয়া

প্রজ্জ্বলিত হুতাশনরূপে ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পর্ব্বতশৃঙ্গ ধূমাকারে পরিণত হইল, ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, চরাচর বিশ্ব ভয়ে জড় সড় হইল। পরমেশ্বর মেঘের অন্তরালে আপনাকে লুকায়িত রাখিয়া ইস্রায়েলদিগের নেতা মুসার নিকট আবির্ভূত হইয়া গভীর গর্জ্জনে আদেশ করিয়াছিলেন, 'আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, আমিই তোমাদিগকে মিসরের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। আমি ভিন্ন তোমাদের আর ঈশ্বর নাই, তোমরা কোন প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আমার পূজা করিও না। যে কেহ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন মূর্ত্তির নিকট প্রণত হয়, তাঁহারা বংশানুক্রমে সে অপরাধের দণ্ড ভোগ করে, কিন্তু যাহারা আমাকে প্রীতি করে ও আমার আদেশ পালন করে আমি তাহাদের উপর অজস্র করুণা বর্ষণ করি। তোমরা পিতা মাতাকে ভক্তি করিও; কাহাকেও বধ করিও না; পরদার, চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্য, পরদ্রব্যে লোভ হইতে নিবৃত্ত থাকিও।' যত দিন ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের আদেশ পালন করিয়াছিল, ততকাল তাহারা নিরাপদে ছিল, ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যখনই পুত্তলিকার পূজা করিয়াছে তখনই ঈশ্বর বজ্ররূপে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন।* এই গল্প মহম্মদের প্রাণে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইল। মহম্মদ ভীতিবিহ্বলচিত্তে বারংবার সিনাই পর্ব্বতের দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আর একদিন হেজার নামক পর্ব্বতময় নির্জ্জন উপ-ত্যকা দিয়া যাইতেছেন, সকলেই হঠাৎ উষ্ট্র গুলিকে বেগে ধাবিত করিল, কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেরই মুখ মলিন, বিষণ্ণ ও ভীতিব্যঞ্জক। মহম্মদ পার্শ্বস্থ এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সহসা সকলে কেন এমন নীরব হইল, সকলেই কেন এমন ভীত পদে ধাবিত হইতেছে।" বৃদ্ধ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এই যে পর্ব্বত পার্শ্বে গুহা দেখিতেছ, ইহা স্মরণ করিয়া রাখ, এখন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার সময় নয়।" সকলেই নীরবে উপত্যকা অতিক্রম করিয়া চলিল। উপত্যকা বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, সূর্য্য পশ্চিমাকাশে বালুকাসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে অন্ধকার আসিয়া প্রকৃতির বদন মলিন করিল—বণিক-দল সারাদিনের পরিশ্রমের পর দেহে নব বল সঞ্চারিত করিবার জন্য উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিয়া মরুভূমিতে শিবির স্থাপন করিল। বিশাল অগ্নিকুণ্ডে রুটী প্রস্তুত করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া সকলে বুভুক্ষা নিবারণ করিল—রজনী ঘোরা হইয়া আসিল, আকাশে অগণ্য নক্ষত্র হীরকা-বলীর ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, অনাবৃত প্রান্তরে বসিয়া বৃদ্ধ মহম্মদকে বলিতে লাগিলেন "ঐ যে পর্ব্বতগুহা দেখিয়াছ, প্রাচীন কালে ঐ স্থানে আসদ নামক এক জাতি বাস করিত। আসদগণ উদ্ধত, গর্ব্বিত ও বলবীর্য্যশালী ছিল। বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অপর সকলকে তুচ্ছ করিত। তাহারা আত্মবলে বলীয়ান হইয়া আর ব্রহ্মবলের

উপর নির্ভর করা উচিত মনে করিত না। প্রভু পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হইল। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে পরিহার করিয়া পুত্তলিকা পূজায় প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে সালে নামক এক পুণ্যাত্মা আসিয়া তাহাদিগকে পৌত্তলিকতার জন্য ভর্ৎসনা করিলেন। পাপান্ধ, স্পর্দ্ধান্বিত আসদগণ তাঁহার কথায় উপহাস করিতে লাগিল। দুই একজন বিদ্রূপ করিয়া বলিল, যদি এই পর্ব্বত হইতে পূর্ণগর্ভা উষ্ট্র বাহির করিতে পার, তবে তোমার কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। সালে আদেশ করিলেন, পর্ব্বতবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এক উষ্ট্র বহির্গত হইল। কেহ কেহ এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া পাপ পথ পরিহার করিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই চিরাভ্যস্ত পাপের সেবায় নিযুক্ত রহিল। সালে সকলকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিলেন 'এই উষ্ট্র যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষ্য দান করিবে, ইহাকে বধ করিলে সবংশে ধ্বংস হইবে।' উষ্ট্র কিয়ৎকাল আপন মনে তৃণ গুচ্ছ আহার করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল কিন্তু গৃহপালিত উষ্ট্রগুলি তাহাকে দেখিয়া আহার ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করে, এই জন্য আসদগণ এক দিন সেই উষ্ট্রকে বধ করিল। অমনি আকাশ ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল, গভীর গর্জ্জনে মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি হইল, পরদিন প্রভাতে সে গুহায় আর কাহাকেও জীবিত দেখা গেল না, আসদ জাতি নির্ম্মূল

হইয়া গেল। বিধাতার অভিশাপে ঐ গুহায় আর জীব বাস করিতে পারে না। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া পুত্তলিকার অর্চ্চনা করিলে কি যে ভীষণ অপরাধ হয়, ঐ শ্মশানসম উপত্যকা তাহার জলন্ত সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।" আসদদিগের ভয়ানক দণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া মহম্মদের প্রাণ ভয়ে বিহ্বল হইল, ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া জড়-পদার্থের পূজা করিলে যে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হয়, মহম্মদের প্রাণে এ কথা অঙ্কিত হইয়া গেল।

আর এক'দিন মহম্মদ শুনিলেন লোহিত সাগরের তীরে প্রাচীন কালে ইলাই নামে এক নগর ছিল। এই নগরে য়িহুদীগণ বাস করিত, তাহারা একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের গৃহে অসংখ্য দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত করিল—ঈশ্বরাদেশ লঙ্ঘন করিয়া নানা প্রকার কুকার্য্যে ডুবিয়া গেল। এই অপরাধে বৃদ্ধগণ শূকর এবং যুবকগণ বানররূপে পরিণত হইল। এই সকল গল্প শুনিয়া মহম্মদের প্রাণে বাল্যকালেই ঈশ্বর ভয় সঞ্চারিত হইল।

বণিকগণ ক্রমে পেট্রা নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই নগর পূর্ব্বে মহা সমৃদ্ধিশালী ছিল, কালক্রমে জনশূন্য, সৌধমালা চূর্ণীকৃত, চতুর্দ্দিক ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এই নগর চারিদিকে চারিশত হস্ত উচ্চ পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। নগরে প্রবেশ করিবার জন্য একটী রন্ধ্র ছিল। তদ্দ্বারা একেবারে দুই জন অশ্বারো-

হীর বেশী যাইতে পারিত না। মহম্মদ ও বণিকদল এই রন্ধ্রপথে গৌরবান্বিত পেট্রা নগরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিতে গমন করিলেন। তাঁহারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এখানে বায়ুর চলাচল নাই, প্রখর সূর্য্য কিরণে চারিদিকের অনাবৃত শৈল অগ্নিসম উত্তপ্ত হইয়া অনল বর্ষণ করিতেছে, কার সাধ্য সে স্থানে তিষ্ঠিতে পারে! যে স্থান মনোহর অট্টালিকা, আনন্দ কানন, পণ্যশালা ও নানা দিগ্‌দেশাগত লোকের জনতায় পূর্ণ ছিল, পথিক-গণ দেখিলেন সে স্থান নীরব, নিষ্পন্দ, প্রস্তরচূর্ণ মিশ্রিত বালুকায় আচ্ছাদিত। এ দশা দেখিয়া কাহার না প্রাণ উদাস হইয়া উঠে? সংসারের ধন জন বৈভবের অনিত্যতা কাহার না প্রাণে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয়?

বণিকদল ক্রমে মরুসাগরের তীরে উপনীত হইলেন। দুরাচার-মানবগণের ন্যক্কার জনক ব্যভিচারে, অদম্য ইন্দ্রিয় তাড়নায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য নর নারীর অস্বাভাবিক পাপক্রিয়ায়, বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে সোডম, গোমরা প্রভৃতি যে সকল নগর ধ্বংস হইয়া মরুসাগর গর্ভে অনন্ত কালের জন্য বিলীন হইয়া গিয়াছে, সেই সকল ভীষণ স্থানের নিকট দিয়া পাপীর শাস্তিদাতা পরমেশ্বরের জীবন্ত লীলা দেখিতে দেখিতে সিরিয়ার সীমান্ত প্রদেশে বস্রা নগরে উপস্থিত হইলেন।

বস্রা নগর তৎকালে এক প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল।

বর্ষে বর্ষে অসংখ্য বণিক নানাদেশজাত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া এখানে আগমন করিত। এখানে নানা সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টানগণের বড় বড় ভজনালয় ও আশ্রম ছিল। ইহারই এক আশ্রমের নিকট আবু তালিব শিবির স্থাপন করিলেন। আশ্রমের প্রধান সন্ন্যাসী বড় জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সে সম্প্রদায়ের লোকে সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিল। তাঁহারা যীশু বা যীশুমাতার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করা পাপজ্ঞান করিতেন, খৃষ্টীয় জগতের পূজিত ক্রুস তাঁহারা মন্দিরে বা গৃহে স্থান দিতেন না। প্রধান সন্ন্যাসী বাহিরা মহম্মদের অসাধারণ প্রতিভা, সুতীক্ষ্ণ মনীষা ও বাণিজ্যব্যবসায়ে সত্যের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। মহম্মদকে আশ্রমে লইয়া গিয়া কতদিন কত রজনী তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সুখে কাটাইলেন। মহম্মদ ইহাঁরই নিকট খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অবগত হইলেন, সেই বাল্যবয়সে শুনিলেন ঈশ্বর মনে করিয়া কোন প্রতিমূর্ত্তির পূজা করা মহাপাপ। বস্রা নগরে নূতন লোকের নূতন আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের কথা মহম্মদের প্রাণে বড় কৌতূহল উদ্দীপন করিল। তিনি দেশ দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, নির্জ্জন গিরিকন্দরে পৌত্তলিকদিগের ভীষণ দণ্ডের জলন্ত সাক্ষী দেখিয়া, কৌতূহল উদ্দীপ্ত প্রাণ লইয়া জ্যেষ্ঠতাতের সহিত মক্কানগরে ফিরিয়া আসিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সংসার ধর্ম্ম।

মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া মহম্মদ পৈতৃক ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত হইলেন। জ্ঞাতি বন্ধুদিগের ন্যায় দেশ বিদেশের মেলায় গমন করিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিলেন। একবার বাণিজ্যের জন্য ওকাদ নামক স্থানের মেলায় গমন করেন। মহম্মদ দেখিলেন কোথাও আরবগণ আপনাদের রচিত কবিতা অশ্রুতপূর্ব্ব বাগ্মীতার সহিত আবৃত্তি করিতেছে, কোথাও বহু জনতার মধ্যে সহস্র লোকের প্রাণ মন মুগ্ধ করিয়া বিভিন্ন বংশীয় লোক প্রাচীন যোদ্ধাদিগের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিতেছে, কোথাও য়িহুদী ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ সতেজে আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে। কোথাও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ স্বীয় স্বীয় মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া কলহ বিবাদ মারামারি করিতেছে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের মধ্যে কোস নামক এক ব্যক্তি এমন অনন্যসাধারণ বাগ্মীতার সহিত ঈশ্বর, পরকাল, পাপপুণ্য ও পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন যে তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য, সহস্র লোক আগ্রহের সহিত কর্ণ পাতিয়া রহিয়াছে। মহম্মদ এই সকল

বক্তৃতা শুনিয়াই বিভিন্ন ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইলেন। অসাধারণ স্মারকতা শক্তির জন্য মহম্মদ বিখ্যাত ছিলেন, একবার যাহা শ্রবণ করিতেন তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। মহম্মদ বিভিন্ন ধর্ম্মমত অবগত হইয়া ভাবিলেন য়িহুদী ও খৃষ্টান উভয়েই জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া ক্রিয়া কলাপ ও ধর্ম্মের বাহ্যিক আড়ম্বরকে সার মনে করিয়াছে। এমন কি কোন ধর্ম্ম নাই, যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে সমুদয় মানব-সন্তান প্রেমের সহিত একত্র হইয়া সমস্ত জগতের পরম পিতা পরমেশ্বরকে ভজনা করিতে পারে। বিদ্যুতালোকের মত এই সকল মহানুভাব মহম্মদের প্রাণ মধ্যে উদিত হইয়াই নিষ্প্রভ হইয়া যাইত। বাণিজ্য ব্যবসায়ের গণ্ডগোলে, ক্রয় বিক্রয়ের ধূমধামে তাঁহার প্রাণে স্বর্গের আলোক চকিতের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া নিভিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার প্রাণে কেমন এক উদাস ভাব আসিয়া অধিকার স্থাপন করিল, যাহার প্রকৃতি তিনি নিজেও বুঝিতে পারিতেন না।

মহম্মদ মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। মক্কায় জ্ঞাতি-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে—কোরেস ও বেণীবংশের মধ্যে ঘোর ঘটায় যুদ্ধ হইতেছে। মহম্মদ জ্ঞাতি কুটুম্ব-দিগের সহিত রণসাজ পরিয়া যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন, ইতিহাসে এই যুদ্ধ ফিজার নামে বিখ্যাত। নয়বর্ষ ব্যাপী এই আত্মকলহে মহম্মদ দুইবার যুদ্ধযাত্রা করিয়া-

ছিলেন, দুইবারই আপনার শৌর্য্য ও অকুতোভয়তা প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

যুদ্ধের অনন্ত কোলাহল, অস্ত্র শস্ত্রের ঝন্‌ঝনি, তীর ধনুকের শন্‌শনি, নর শোণিতের অবিরল প্রবাহ, মুমূর্ষুর বিকট নাদ, মৃতের ভীষণ মূর্ত্তি শীঘ্রই মহম্মদের প্রাণে উদাস ভাবের উদ্রেক করিল। মহম্মদ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া গৃহে ফিরিলেন—প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার সুরম্য প্রান্তরে মেষপালনে নিযুক্ত হইলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি নির্জ্জনতা পরায়ণ ছিলেন—পরিবারের বক্ষস্থলে অথবা বিজন গিরিকন্দরে সর্ব্বত্রই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। মেষ-পালনে নিযুক্ত হইয়া তিনি আরও চিন্তাশীল হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে সুবিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমি। অগণিত কাল হইতে সে বালুকারাশি সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে অগ্নিময় হইয়া রহিয়াছে—সে বালুকারাশির শেষ নাই, সীমা নাই, যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, অগ্নিময় মরুক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া আছে। সকল ভুলিয়া তিনি এই বৃক্ষহীন, জলহীন মরুর ভীষণ দৃশ্য অনুক্ষণ ধ্যান করিতেন। অনন্ত আকাশ, অনন্ত বালুকা সাগর দেখিতে দেখিতে মহম্মদের ক্ষুদ্র প্রাণ প্রসারিত হইতে লাগিল. অনন্তের ভাবে সে প্রাণ ক্রমে আক্রান্ত হইল। মহম্মদ মেষপালনে নিযুক্ত হইয়া দিন দিন আরও গম্ভীর ও ধ্যান পরায়ণ হইয়া

পড়িলেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কথা বলিতেন না। মহম্মদ কখনও কোন গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, লেখা পড়া জানিতেন কিনা সন্দেহের বিষয় কিন্তু নির্জ্জনে প্রকৃতির অনুধ্যানে মহাজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—বিশাল বিশ্বগ্রন্থ ধ্যানযোগে অধ্যয়ন করিয়া অবিনশ্বর পুরুষের জ্ঞান হৃদয়ে সঞ্চিত করিতে লাগিলেন। নির্জ্জন ধ্যানে মহম্মদের প্রাণে অনন্ত পুরুষের জ্ঞান ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। অনন্ত পুরুষের জ্যোতির্ম্ময় রূপ তখনও তাঁহার প্রাণ বিভাসিত করে নাই, তথাপি দিন দিন করুণভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল—নবজীবনের প্রাথমিক চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীগণ, তাঁহার আত্মীয় স্বজন বুঝিতে পারিলেন মহম্মদের প্রাণে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার করুণ হৃদয়, নম্র ব্যবহার, সত্যনিষ্ঠা ও নির্ম্মল চরিত্র মক্কাবাসীর অকৃত্রিম অনুরাগ আকর্ষণ করিল। মক্কাবাসীগণ তাঁহাকে আল—আমিন অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ বলিয়া সম্বোধন করিত।

মহম্মদ পঞ্চবিংশবর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে মক্কা নগরে কোরেস বংশীয়া খাদিজা নাম্নী এক ধনবতী বিধবা রমণী ছিলেন। খাদিজার অতুল সম্পত্তি কিন্তু সে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কেহ ছিল না। খাদিজার ভ্রাতৃপুত্র মহম্মদকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য খাদিজাকে অনুরোধ করিলেন। মহম্মদের সাধুতার কথা চারিদিকে

রাষ্ট্র হইয়াছিল। খাদিজা তাঁহাকে দ্বিগুণ বেতনে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। নির্জ্জন কান্তার পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য কোলাহলে নিযুক্ত হইতে মহম্মদের অভিলাষ ছিলনা কিন্তু আবুতালেবের অনুরোধে ও খাদিজার আকিঞ্চনে পুনরায় বণিক বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া বস্রা, আলিপো, ডামাস্কস প্রভৃতি নগরে গমন করিয়া খাদিজার ধন দ্বিগুণিত করিয়া তুলিলেন।

মহম্মদ সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বাগ্রে খাদিজাকে লাভের সংবাদ দিতে গমন করিলেন। খাদিজা ইহার পূর্ব্বে কখনও মহম্মদকে দেখেন নাই—তাঁহার সাধুতার কথা মক্কার আবাল বৃদ্ধ নরনারী অবগত ছিল, তাঁহার সাধুতার জন্য খাদিজা তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই শ্রদ্ধা করিতেন, এখন তাঁহার রমণীয় মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ ও সূক্ষ্ম ভ্রূযুগল, কৃষ্ণতার, সুবিস্তৃত, নম্রতা ও মধুরতাব্যঞ্জক নয়নদ্বয়, সুচিকণ নাসিকা, নাতিদীর্ঘ উজ্জ্বল বপু ও সুকোমল গঠন দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য খাদিজার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহম্মদ বাণিজ্যের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, খাদিজা অনিমেষলোচনে সে রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। খাদিজা মহম্মদকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিয়া পুনরায় বাণিজ্যের জন্য দক্ষিণদেশে প্রেরণ করিলেন। এবারও মহম্মদের কার্য্যকুশলতায় বাণিজ্য কার্য্যে লাভ

দাঁড়াইল। মহম্মদ ক্রমাগত তিন বৎসরকাল খাদিজার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, খাদিজা তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। মহম্মদের মনের ভাব অবগত হইবার জন্য পরিচারিকা মৈশারাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মৈশারা মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার বিবাহের উপ-যুক্ত বয়স হইয়াছে. আপনি কি বিবাহ করিতে চান না?” মহম্মদ বলিলেন “যাহার স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহার কি বিবাহ করা কর্ত্তব্য?” মৈশারা বলিলেন “যদি কোন সৎকুলসম্ভূতা ধনবতী রমণী আপনার অনুরাগিনী হন, তবে কি আপনার বিবাহ করিতে আপত্তি আছে?” মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিলেন “সে রমণী কে?” মৈশারা বলিলেন “খাদিজা।” মহম্মদ একথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন “ইহা কি সম্ভব?” মৈশারা এই বিবাহ সংঘটন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বিদায় লইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাদিজা ও মহম্মদ সাক্ষাৎ করিলেন। এখন আর সে প্রভুভৃত্যের ভাব নাই, প্রেমিক যুগল তাড়িত চঞ্চলনেত্রে উভয়ের পানে এক মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া দেখিলেন, আর কথায় প্রেম প্রকাশ করিতে হইল না। খাদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর পার হইয়াছে; যৌবনের সে উত্তেজনা নাই, তথাপি যৌবন সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় নাই। লজ্জা আসিয়া তাঁহার গণ্ডদেশ

াক্তাক্ত করিয়া তুলিল। তিনি মহম্মদকে মনের কথা বলি· বন কি, চক্ষু তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেও পারিলেন া। মহম্মদও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন া। বহুক্ষণ উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিলেন, বাক্যাতীত ভাষায় উভয়ে বহুক্ষণ প্রেমালাপ করিয়া উভয়ে উভয়ের মনের ভাব অবগত হইয়া চলিয়া গেলেন। খাদিজা এই বিবাহে আপনার ও মহম্মদের আত্মীয় স্বজনের সম্মতি গ্রহণ করিবার জন্য এক ভোজে সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আবুতালিব ও খাদিজার আত্মীয় বরকা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। *

বিবাহ দিনে ঘোর ঘটায় নৃত্যগীত আমোদ উৎসব হইল, বৃদ্ধ আবুতালিব আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহম্মদ যথাসাধ্য গরিবদিগকে দান করি- লেন—আপনার পালিতা মাতা হালিমাকে এ সুখের দিনে বিস্মৃত না হইয়া মরুভূমি হইতে তাঁহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া

* মহম্মদকে সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত করিবার জন্য সার উইলিয়ম মিউর প্রভৃতি কয়েক জন ইংরেজ লেখক এই বিবাহকে গুপ্ত প্রেম- জনিত বলিয়া ইঙ্গিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বরকন্যার আত্মীয় স্বজনের সম্মতিক্রমেই যে এ বিবাহ হইয়াছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। ইংরেজ জীবন চরিত লেখকদিগের অনেকেই যে মহম্মদের উপর ঘৃণা জন্মাইবার জন্য তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

আনিয়া এক পাল মেষ উপহার দিলেন। এই আনন্দের দিনে মাতার কথা মনে উঠিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রফুল্ল বদন বিষাদ মেঘে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

মহম্মদ ও খাদিজার বিবাহ মণি কাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল। খাদিজা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না, উদারহৃদয়া, সরলপ্রাণা ও গুণগ্রাহিণী রমণী ছিলেন। মহম্মদের গম্ভীর ও চিন্তাশীল চরিত্র তাঁহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ে লীন হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রেম, পবিত্রতা, বিনয় ও শান্তি তাঁহাদের সংসারে বিরাজ করিতে লাগিল। সংসারে অহর্নিশি বিবাহ হইতেছে কিন্তু স্বামী স্ত্রীর এমন গভীর প্রেম অল্পই দৃষ্ট হয়। মহম্মদ গরিব—খাদিজা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ; সমৃদ্ধিশালিনী রমণীর গরিব স্বামী এ সংসারে অহরহ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া থাকেন কিন্তু খাদিজা স্বামী-প্রেমে আত্মহারা হইয়া সম্পত্তি কোন্ ছার, জীবন মন অর্পণ করিয়া তাঁহাতে মিশিয়া গেলেন। মহম্মদও খাদিজা ভিন্ন আর কাহাকে জানিতেন না, খাদিজাকেই জীবনের সুখ দুঃখ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে বাণিজ্য যাত্রা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন, অবশিষ্ট কাল খাদিজার মধুর সহবাসে যাপন করিতেন। ক্রমে খাদিজার গর্ভে মহম্মদের দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশিম দুই

বর্ষ বয়সে, এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান আব্দ-আল্লা শৈশবেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। জেনাব, রোকেয়া, ওমকোলথাম ও ফতেমা নামক কন্যা চতুষ্টয় পিতা মাতার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল।

খাদিজার ঐশ্বর্য্যে মহম্মদের আর সংসার চিন্তা রহিল না, তিনি নানা প্রকার সৎকার্য্যে হৃদয় মন নিযুক্ত করিলেন। প্রাচীনকালে নানা প্রকার অত্যাচার নিবারণের জন্য মক্কানগরে ফধুল নামক এক সভা ছিল, কালক্রমে সভাটি উঠিয়া যায়, মক্কানগরে ভীষণ অত্যাচার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। দিনে দুপ্রহরে প্রবল দুর্ব্বলের সর্ব্বস্বহরণ করিতেছে, ক্রোধান্ধ হইয়া একে অন্যের প্রাণ সংহার করিতেছে, দুর্ব্বলা নারীর প্রতি বীভৎস অত্যাচার হইতেছে, মহম্মদ জন্মভূমির এ দশা সহিতে পারিলেন না। ব্যাকুল হৃদয়ে পুনরায় ফধুল সভা সঞ্জীবিত করিলেন। মক্কানগরের চারি পাঁচটি পরিবার দুর্ব্বল ও অত্যাচরিতের সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

মহম্মদের বয়স যখন ৩৫ বৎসর, তখন নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে বৃষ্টিস্রোত নামিয়া কাবা মন্দির ধ্বংস করে। মক্কাবাসী আর সকল কায বিস্মৃত হইয়া একান্ত মনে মন্দির নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়াছে, এমন সময়ে অথমান নামক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী একজন আরব, মক্কানগর গ্রীকদিগের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সমুদয় আয়ো-

জন প্রায় পূর্ণ হইয়াছে, গ্রীক সৈন্য নগর দখল করিতে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় মহম্মদ ওথমানের বিশ্বাস-ঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র ধরিয়া ফেলিলেন; মক্কাবাসীগণ সমরে সশস্ত্র হইল, মহম্মদ অদম্য উৎসাহের সহিত সকলকে জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজিত করি-লেন। শত্রুর চক্রান্তে মক্কানগরে স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত প্রায় হইয়া আবার উজ্জলরূপে প্রকাশিত হইল, মহম্ম-দের প্রশংসা ধ্বনিতে চারিদিক শব্দায়মান হইতে লাগিল। ইহার কিয়ৎকাল পরে মক্কা নগরে কাবা মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হইল। কে পবিত্র প্রস্তর মন্দিরে সংবদ্ধ করিবে, ইহা লইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইল। ঘোর বিবাদ মীমাংসার জন্য সকলেই অস্ত্রের সাহায্য লইবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় মহম্মদ মধ্যস্থ হইয়া আসন্ন বিপদ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করি-লেন। মহম্মদ প্রস্তর খণ্ড বস্ত্রের উপর রাখিয়া বিভিন্ন জাতির অধিনায়কদিগকে বস্ত্র উন্নীত করিতে অনুরোধ করিলেন, বস্ত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটে আসিবামাত্র মহম্মদ স্বহস্তে প্রস্তরখণ্ড উঠাইয়া মন্দিরে সংবদ্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে দিন দিন মহম্মদের মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মহম্মদের হৃদয় মনুষ্যত্বে পূর্ণ ছিল, মানুষ পশুর মত দাসরূপে বিক্রীত হইয়া অশেষ ক্লেশ সহ্য করিবে, তিনি

ইহা দেখিতে পারিতেন না। স্বদেশে দাসদিগের দুর্গতি দেখিয়া তিনি অনুক্ষণ ক্ষুণ্ণ থাকিতেন। একদা খাদিজার কোন এক আত্মীয় জৈয়দ নামক এক দাস ক্রয় করিয়া খাদিজাকে উপঢৌকন দেন। জৈয়দের নম্রতা ও সত-তায় মুগ্ধ হইয়া মহম্মদ তাহাকে স্বাধীনতা দান করেন। কিন্তু জৈয়দ মহম্মদের গুণে মুগ্ধ হইয়া চিরজীবন আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সে চিরদিন সুখ দুঃখে সম্পদে বিপদে তাঁহারই অনুগত হইয়া ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

নবজীবন লাভ।

এতদিন মহম্মদ গরিব ছিলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইত, প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ করিতে পারিতেন না। বাল্যকাল হইতেই সংসারের অবিশ্রান্ত কোলাহল তিনি ভাল বাসি-তেন না, অবসর পাইলেই জনশূন্য গিরিগুহায় গমন করিয়া চিন্তা সাগরে ডুবিয়া যাইতেন। বিবাহের পর আর মহম্মদকে সংসারের ভাবনা ভাবিতে হইত না, খাদিজার অতুল সম্পত্তি তাঁহার সকল অভাব পূরণ করিত। তাঁহার নির্জ্জনপ্রিয়তা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

প্রতিদিনই নগর হইতে বাহির হইয়া হর পর্ব্বতের গুহায় কিয়ৎকাল যাপন করিতেন। গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় ভক্তিভরে কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন, কৃষ্ণবর্ণ পবিত্র প্রস্তর ঘন ঘন চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। দিন দিন তাঁহার ধর্ম্ম তৃষ্ণা প্রখর হইতে লাগিল। দিন দিন মক্কাবাসীগণ তাঁহাকে অধিকতর শ্রদ্ধা করিতে লাগিল।

মহম্মদ দুইবার সিরিয়া গমন করিয়াছিলেন, বৈদেশিক জ্ঞান ও সভ্যতা তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিল। স্বদেশের ঘোর মূর্খতা ও বর্ব্বরতার জন্য তিনি অনুক্ষণ ক্লেশ পাইতেন। তাঁহার জন্মভূমি নানা দুঃখে জর্জ্জরীত, স্বদেশবাসীগণ মারামারি কাটাকাটি ব্যতীত আর কিছু জানিত না, যুদ্ধ ও রক্তপাতই তাহাদের নিত্যক্রিয়া ছিল। নারীজাতির দুর্গতির সীমা নাই, পুরুষ ইচ্ছা করিলে এক-বারে বহু সংখ্যক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতেছে, আবার বিনা কারণে তাহাদিগকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেছে, নিরাশ্রয় ও গৃহ শূন্য হইয়া তাহারা পড়িয়া মরিতেছে। গর্ভস্থ শিশুদিগকে অকাতরে মারিয়া ফেলিতেছে, সদ্যপ্রসূত শিশুগুলি আনন্দে হস্তপদ সঞ্চালিত করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছে, কঠোর প্রাণ আরবগণ তাহাদিগকে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত করিয়া সংহার করিতেছে। ক্রীত দাস দাসীদিগের উপর নৃশংস ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের আর্ত্তনাদে নৈশ গগন হাহা করিতেছে।

পুরুষ ও রমণীগণ লজ্জা সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গদেহে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম মনে করিয়া সুখী হইতেছে। নরনারীর পবিত্র সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়াছে, পরদার গমন প্রবলরূপে চলিতেছে। সংসারের কায কর্ম্মে ব্যস্ত থাকাতে মহম্মদ এতদিন যে ভীষণ দুর্গতি দেখিয়াও হৃদয়ে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহার স্বাভাবিক চিন্তাশীল হৃদয়ে সে দুর্গতির চিত্র এখন বজ্রসম বিদ্ধ হইতে লাগিল।

তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন নৈতিক বিপ্লব না হইলে আরব জাতির আর কল্যাণের আশা নাই। আজ যে জাতি বর্ব্বরতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, শত শত যুগ অতিবাহিত হইয়া যাইবে তথাপি সে জাতি মানুষের মত হইতে পারিবে না। কি করিলে স্বদেশবাসীর অপার দুর্গতির অবসান হইবে, কি করিলে সকল দুঃখাপহারী নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়া যুগ যুগান্তের কলঙ্করাশি প্রক্ষালিত করিবে, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় মন আক্রমণ করিল, দিন দিন এই চিন্তা তাঁহাকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল। তিনি নিজের শক্তি সামর্থ্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এ মহা কার্য্য তাঁহার দুর্ব্বল ক্ষমতায় সম্পন্ন হইবে না, দেব প্রসাদ ভিন্ন মনুষ্য বলে অনন্ত দুর্গতির অবসান হইবে না।

দিন দিন তিনি সংসারের সকল কার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, দিবানিশি একই চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। পূর্ব্বে প্রতি বৎসর রামধান মাসে সপরিবারে হর পর্ব্বতে গমন করিয়া নির্জ্জনতার অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ এবং ক্ষুধার্ত্তকে আহার ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান ও ধ্যান ধারণায় সময় অতিবাহিত করিতেন। এখন জনকোলাহলের অতীত পর্ব্বত-কন্দর ভিন্ন আর কোথাও তিনি তিষ্ঠিতে পারিতেন না। কত রাত্রি গভীর ধ্যান ও চিন্তাতে অবসান করিতেন, কত দিন অনাহারে পর্ব্বত পৃষ্ঠে পড়িয়া থাকিতেন। কখনও ক্রন্দন করিতেন, কখনও শোকে বিহ্বল হইয়া প্রস্তরে মস্তক ঘর্ষণ করিতেন, কখনও অচেতন হইয়া পড়িতেন, কখনও স্থিরভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। অনন্ত আকাশে ধূসরবর্ণ অনন্ত মেঘমালা ভাসিয়া যাইতেছে, মহম্মদ এক মনে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কেমন করিয়া নিরবলম্বভাবে আকাশে মেঘগুলি ঝুলিতেছে, কে ইহাদের আশ্রয় হইয়া অনন্ত আকাশে বাস করিতেছে, মহম্মদ সে রহস্য ভেদ করিতে আকুল হইতেন, রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িতেন। ঊষাকালে রজনীর অন্ধকার বিদূরীত করিয়া বালার্ক কিরণ জালে আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে; মধ্যাহ্ন কালে ঊষার কোমল কিরণ সংসার দগ্ধকারী প্রখর রশ্মিতে

পরিণত হইতেছে, প্রদোষে আবার সেই সূর্য্য মণ্ডল পৃথিবীর বদন অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়া কোথায় লুক্কায়িত হই-তেছে। রজনীর অন্ধকারের সহিত আকাশে অগণ্য হীরকা-বলীর ন্যায় তারকারাজি জ্বলিয়া উঠে, তাহারা একে একে পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া পশ্চিমাকাশে লুকাইয়া যাইতেছে। চন্দ্র রেখার ন্যায় উদিত হইয়া দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছে, শেষে প্রাণ মন বিমোহনকারী রূপ ধারণ করিয়া জগতকে হাসাইতেছে, দেখিতে দেখিতে চন্দ্রমার সে লাবণ্য হ্রাস হইয়া গেল, চন্দ্রমা লুক্কায়িত হইলেন। পৃথিবী নীরব, নিস্পন্দ, কোথা হইতে প্রবল বেগে প্রভঞ্জন আসিয়া অনন্ত মরুক্ষেত্রের অনন্ত বালুকারাশি আকাশে উড্ডীন করিয়া পৃথিবী ও আকাশ অন্ধকারে ডুবাইয়া দিতেছে। মহম্মদ ভাবিতেন, কে এমন মহা শক্তিসম্পন্ন, যে দিবানিশি জাগ্রত থাকিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন উৎকট ক্রীড়া করিতেছে। প্রকৃতির যবনিকা তুলিয়া সেই মহা পুরুষকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। চারি দিক ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, অনন্ত গগনে অসংখ্য নক্ষত্র মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, স্থাবর জঙ্গম নীরবে পড়িয়া রহিয়াছে, মহম্মদ একাকী জাগ্রত থাকিয়া দেখিতেন, অনন্ত সাগরে তিনি একাকী ভাসিতেছেন, চিন্তা সাগরে ঘোর আবর্ত্ত উঠিত। এই বিচিত্র শরীর, এই অপরূপ হৃদয় মন, কে দিল, কোথা হইতে আসিল, ভাবিয়া এ তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারি-

তেন না। কখনও তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিত, কা'বামন্দিরের দেবতাগণ কি এমন শরীর, এমন মন সৃষ্টি করিতে পারেন? যে সকল দেবতা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে অসমর্থ, রঙ্গের গন্ধে মুগ্ধ হইয়া সহস্র পিপীলিকা ও মক্ষিকা নিয়ত যাহাদের অঙ্গ ক্ষত করিতেছে অথচ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার যাহাদের ক্ষমতা নাই, সেই নিশ্চেষ্ট, জড়পিণ্ড, প্রাণহীন দেবতা কি এই অপূর্ব্ব বিশ্ব মণ্ডল, এই অগণ্য জীব জন্তুর স্রষ্টা? মহম্মদ এতদিন ভক্তিভরে কাবামন্দিরের 'অসংখ্য দেবতার পূজা করিতেন। প্রকৃতির আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনে দেবদেবীর প্রতি সন্দেহ জন্মিল। যে দেব দেবী মৃত্তিকা অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত, যাহা আজ আছে কাল চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, যাহার নিজের নড়িবার ক্ষমতা নাই, মানুষের হস্ত না হইলে যাহা নির্ম্মিত হয় না, মানবের জ্ঞানাতীত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কি তাহাদের সৃষ্ট হইতে পারে? মহম্মদের হৃদয়ে দেব দেবীর প্রতি বিশ্বাস ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল।

যখন তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর সেই সময় হইতে বিশেষরূপে ধ্যানপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন, সাত বৎসর অতীত হইয়া গেল, পূর্ব্বে দুই এক ঘণ্টা ধ্যান করিতেন, এখন দিবারাত্রি ধ্যান করিয়াও আর তৃপ্তি হয় না। ধ্যান ছাড়িয়া আহারে রুচি হয় না, নিদ্রার সময় পান না—অনাহারে অনিদ্রায় তিনি দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া গেলেন,

তথাপি সমুদয় সন্দেহ ঘুচিয়া হৃদয়ে সত্যালোক প্রজ্জলিত হইল না। নিরাশ হইয়া কত বার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছেন কিন্তু খাদিজার সতর্কতায় বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এ ভীষণ যন্ত্রণার সময় একমাত্র খাদিজার সেবা শুশ্রূষাতেই তিনি বাঁচিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ-রূপে বুঝিয়াছিলেন, আরবগণ দেবদেবীর পূজা করিয়া দিন দিন রসাতলে যাইতেছে কিন্তু সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে কিছুতেই প্রাণে ধরিতে পারিলেন না। পরমেশ্বরকে না পাইলে নিজে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বদেশকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না,এ সত্য দৃঢ়রূপে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল।

পরমেশ্বরকে না পাইয়া তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন—লোকে তাঁহাকে দিশাহারা উন্মাদ মনে করিয়া গাত্রে ধূলি দিত, শত শত লোক তাঁহার পশ্চাতে জড় হইয়া বিদ্রূপ করিত, কি বিষম জ্বালায় মহম্মদের প্রাণ পাগল তাহা না জানিয়া, তাঁহার উপর কত অত্যাচার করিত। মহম্মদের সংসারাতীত প্রাণে মানুষের ঠাট্টা উপহাস কখনও কোন ক্লেশ দিতে পারিত না কিন্তু যার জন্য পাগল এ সংসারে তাহা না পাইয়া, শূন্য প্রাণ পূর্ণ করিবার উপায় না দেখিয়া, প্রাণের ক্লেশ ও নিরাশার দংশন আর সহিতে না পারিয়া এক দিন নিশীথ কালে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন. এমন

সময় পশ্চাৎ হইতে খাদিজা তাঁহাকে বাহু দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। খড়্গাঘাতে বিচ্যুত মুণ্ড ছাগ শিশুর ন্যায় মহম্মদ যাতনায় ধড়ফড় করিতে লাগিলেন। এই যাতনায় কত দিন কত যামিনী অতিবাহিত হইল। ঈশ্বরের জন্য যে এমন ব্যাকুল, ঈশ্বর কি তাহাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন? যে ঈশ্বরের দর্শন পাইবার জন্য আত্ম প্রাণ বলি দিতে উৎসুক, ঈশ্বর কি তাহার প্রাণে আবির্ভূত না হইয়া থাকিতে পারেন? ভীষণ ব্যাকুল অবস্থায় এক দিন তিনি পর্ব্বত পৃষ্ঠে পড়িয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার অন্তর্জ্জগৎ হঠাৎ আলোকিত হইল, বহির্জ্জগৎ মধুময় হইয়া গেল, সে আলোকের তীব্র তেজ সহিতে না পারিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মালোক কে সহিতে পারে? মহম্মদ চেতনা লাভ করিয়া দেখেন, এক দিব্য পুরুষ সম্মুখে প্রকাশিত।

রজনীর নিস্তব্ধতা, উচ্চ শৈলের গম্ভীরতা ভেদ করিয়া অপূর্ব্ব, অশ্রুত, ভাষাহীন, শব্দহীন মহা বাক্যে তাঁহার অন্তস্তল চমকিত করিয়া ভগবান তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন "মহম্মদ! পাঠ কর।" বিশ্ব গ্রন্থ আজ মহম্মদের নিকট প্রকাশিত, বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা আজ জগতের প্রত্যেক পদার্থে দেদীপ্যমান, মহম্মদ সে জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্মকে বিশ্বময় দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন "আমি জানি না কেমন করিয়া পড়িতে হয়।" তখন সে দিব্য পুরুষ

বলিলেন "মহম্মদ! মহম্মদ! চক্ষু উন্মীলন করিয়া পাঠ কর। তাঁহারই নাম লইয়া পাঠ কর, যিনি সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। যিনি রক্ত বিন্দু হইতে মনুষ্য শরীর সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি সকলের প্রতিপালক ও গৌরবান্বিত। তাঁহারই নামে পাঠ কর, যিনি মনুষ্য জাতির শিক্ষাদাতা। যিনি মনুষ্যকে জ্ঞান দান ও অজ্ঞাত বিষয় অবগত করিয়াছেন।" মহম্মদ চাহিয়া দেখেন অন্ধতমসাচ্ছন্ন অন্তর্জগৎ দিব্যালোকে ভাসিতেছে, হৃদয়ের প্রাণ সংহারকারী ব্যাকুলতা অন্তর্হিত হইয়াছে, বহুকাল যে শান্তির মুখ দর্শন করেন নাই, সেই সুনির্ম্মলা শান্তি হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে, হঠাৎ এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তখন সেই দিব্য পুরুষ আবার বলিলেন "যাও, মহম্মদ! জগতে সত্য ধর্ম্ম প্রচার কর।"

চকিতে ব্রহ্মালোক প্রকাশিত হইয়া চকিতে অন্তর্হিত হইল। মহম্মদের বহু দিনের অন্ধকারময় হৃদয়-ঘর অকস্মাৎ আলোকিত হইয়া পুনরায় নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। জীবন্ত ঈশ্বর চিরকালই মানুষের হৃদয়ে এইরূপ প্রকাশিত হইয়া পুনরায় লুক্কায়িত হন। তাঁহার প্রাণ মন বিমোহনকারী অপরূপ সৌন্দর্য্যে মানুষের প্রাণ বিমুগ্ধ করিয়া তাহাকে আরও ব্যাকুল করিবার জন্য অন্তর্হিত হইয়া যান। ভগবান লুক্কায়িত হইলেন। প্রাতঃকালে মহম্মদ কাঁপিতে কাঁপিতে চিত্তে ঘোর বিপ্লব লইয়া গৃহে

গমন করিলেন। ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল—একবার ভাবিলেন যাঁহার জন্য এতদিন ব্যাকুল ছিলাম, তিনিই কৃপা করিয়া আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন; আর বার সন্দেহ হইল, কল্পনা বা বিভ্রান্ত করিয়াছে। বিশ্বাস ও সন্দেহে দোলায়মান চিত্ত হইয়া খাদিজাকে রজনীর অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার অবগত করিলেন। পতিপ্রাণা খাদিজা স্বামীর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া বলিলেন "আজ কি আনন্দের সমাচার তুমি আনয়ন করিয়াছ। যাঁহার হস্তে খাদিজার জীবন, তাঁহারই নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি, সত্য সত্যই পরমেশ্বর তোমাকে সত্য ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছেন।" মহম্মদকে বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন "আনন্দিত হও, ঈশ্বর তোমাকে লজ্জিত করিবেন না। তুমি আত্মীয় স্বজনের নয়নের আনন্দ, প্রতিবাসীর প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত, গরিবের আশ্রয়, অতিথির বন্ধু, প্রতিজ্ঞা রক্ষক ও সত্যের সহায়।" সাধুকার্য্যে স্ত্রীর উৎসাহ পাইলে লোকে কোটি লোকের উপহাস ও বিদ্রুপ তুচ্ছ করিতে পারে, জগতের সর্ব্ব প্রকার অত্যাচার ও যন্ত্রণা কুসুম শয্যা মনে করিতে পারে, প্রাণাধিকা খাদিজা তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিলেন কিন্তু তথাপি মহম্মদের সন্দেহ দোলায়মন হৃদয় শান্তিলাভ করিল না। বারংবার বোধ হইল, বুঝিবা যাহা ঈশ্বরের প্রকাশ মনে করিতেছেন তাহা কল্পনা প্রসূত। এ জগতে কত লোক এই সন্দেহে

স্ত ক্লেশ সহ্য করে। জগতের ঈশ্বর কৃপা করিয়া কতবার মানব হৃদয়ে প্রকাশিত হন কিন্তু সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাহাকে ঈশ্বর দর্শন হইতে বঞ্চিত করে। আবার ঘোর সন্দেহ মহম্মদের প্রাণ ব্যাকুল করিয়া তুলিল, মহম্মদ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। জগতে এ অবস্থায় যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত মহম্মদের প্রাণের অশেষ ক্লেশ আর কেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। অবিশ্বাসের বিষম দংশনে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। হর পর্ব্বতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময় যে পুরুষকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই দর্শন লাভের জন্য আবার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। মুহুর্মুহু ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেন, আর বলিতেন "কোথায় সেই পুরুষ, যিনি দেখা দিয়া একবার আমার প্রাণ আলোকিত করিয়াছিলেন।" যে পুরুষ তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাঁহার রূপ, গুণ, প্রকৃতি কিছুই তিনি জানিতেন না। সেই অজ্ঞাত অনন্ত পুরুষকে হৃদয়ে দেখিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতেন "হে অজ্ঞাত অগম্য পুরুষ! সন্দেহ ও অবিশ্বাসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া প্রাণ বাঁচাও।" মহম্মদের বিলাপ ধ্বনি ও আর্ত্তনাদে নীরব পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল কিন্তু অবিশ্বাসের হস্ত হইতে তিনি উদ্ধার পাইলেন না। মানুষ নিজ বলে কখনও ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ করিতে পারে

না—যখন সে নিরাশ্রয় নিরুপায় হইয়া আপনাকে অকিঞ্চন জ্ঞান করিয়া একমাত্র ভবকাণ্ডারী ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, তখনই ভগবান তাহার প্রাণে দর্শন দেন। মহম্মদ অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—সাধন ভজন জানিতেন না, যোগ প্রয়োগ অবগত ছিলেন না, শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া বিশ্বমাতার দর্শনের জন্য কেবল অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। ব্যাকুলতা ও সরল প্রার্থনায় মহম্মদের প্রাণ ঈশ্বর দর্শনের উপযোগী হইল। একদিন তিনি পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী ঈশ্বর তাঁহার প্রাণে আবির্ভূত হইলেন। হর পর্ব্বতে যে তেজঃপুঞ্জ অশরীরী দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই আবার প্রকাশিত হইয়া বলিলেন "মহম্মদ! উত্থান কর, পরিধেয় বসন মালিন্য মুক্ত কর, অপবিত্রতা দূর কর, সকলকে সতর্ক কর, পালনকর্ত্তা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর।" ঈশ্বর বাণী শ্রবণ করিয়া মহম্মদের সকল সংশয় ঘুচিয়া গেল, মহম্মদ চতুর্দ্দিকে জীবন্ত ব্রহ্ম দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া দেখেন, ব্রহ্ম অনন্তরূপে অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, গ্রহ উপগ্রহ তাঁহারই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া রহিয়াছে, ভূমণ্ডল তাঁহারই সত্বা সাগরে ভাসিতেছে। পর্ব্বত পাহাড় মরুভূমি আজ শত কণ্ঠে তাঁহারই স্তব করিতেছে, নরনারীতে আজ তিনিই প্রকাশিত রহিয়াছেন,

বৃক্ষ লতার প্রাণরূপে তিনিই বিরাজ করিতেছেন। যে দিকে চাহিয়া দেখেন সেই দিকেই ব্রহ্ম—মহম্মদ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, চক্ষু মুদিয়া দেখেন হৃদয়ে অযুত সূর্য্য অযুত চন্দ্র, তিনিই শোণিত ধারে মাংসপিণ্ডে, তিনি মনোরাজ্যে, আত্মার অন্তস্তলে। অন্তরে বাহিরে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, সে অপরূপ নিরাকার রূপ সাগরে ডুবিয়া গেলেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা গভীর যোগে নিবদ্ধ হইল। জীবাত্মা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া অবিদ্যান্ধকার হইতে মুক্ত হইল, সর্ব্ব শক্তিমানের অনন্ত শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহম্মদ উল্লসিত হইলেন, ঈশ্বরাদেশ শ্রবণ করিয়া প্রভুর নাম গৌরবান্বিত করিতে কটিবদ্ধ হইলেন, নর নারিদিগকে পৌত্তলিকতার মোহপাশ হইতে উদ্ধার করিয়া একমাত্র সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহা সংগ্রামের সূচনা করিলেন। নিজে নবজীবন লাভ করিয়া স্বদেশকে নবজীবন দান করিতে অগ্রসর হইলেন। এত দিনে অশেষ যন্ত্রণাগ্রস্ত জন্মভূমির উদ্ধারের পথ পাইয়া সেই পথে সকলকে আনিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রচার ও অত্যাচার।

বহুদিনের অশেষ যাতনার পর মহম্মদ পূর্ণকাম হইয়াছেন, তাঁহার বদনে আনন্দের দ্যুতি, হৃদয়ে উল্লাসের তরঙ্গ উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছে। পবিত্রতার সৌরভ তাঁহার অঙ্গ হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, আনন্দে বিভোর হইয়া প্রাণাধিকা খাদিজার নিকট উপস্থিত হইলেন। দিবানিশি অশ্রুজল যাঁহার নয়নে লাগিয়াছিল, দিবানিশি হাহাকার আর্ত্তনাদ ব্যতীত যাঁহার মুখে অন্য শব্দ ছিল না, আজ তিনি আনন্দে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া গৃহে আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়াই খাদিজা বুঝিলেন, স্বামী-রত্ন যাঁহার বিরহে দিন যামিনী বিলাপ করিয়াছেন, আজ নিশ্চয়ই তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। মহম্মদ প্রাণ খুলিয়া ঈশ্বর কৃপার অলৌকিক ব্যাপার, ঈশ্বর প্রকাশের অদ্ভুত কথা, স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিলেন; সে অমৃতময় কথা শ্রবণ করিতে করিতে খাদিজার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল, প্রাণাধিক স্বামীর মুখে ঈশ্বর কথা শুনিয়া তিনিও ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরময় দেখিতে লাগিলেন। ভ্রম কুসংস্কার তিরোহিত হইল, পৌত্তলিকতা

পরিহার করিয়া খাদিজা মহম্মদের সর্ব্ব প্রথম শিষ্য হইলেন; খাদিজার প্রাণে সত্য ধর্ম্মের বীজ বদ্ধ মূল দেখিয়া মহম্মদ অপরিসীম আনন্দলাভ করিলেন। স্ত্রীকে সহচারিণী দেখিয়া মহম্মদের উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হইল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া প্রতি দিন ভক্তি ও বিশ্বাস ভরে এক মাত্র ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন।

বিশ্বাস দাবানলের ন্যায়। বিন্দু পরিমাণ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিস্তীর্ণ বনরাজি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, প্রাণের কোণে যে বিশ্বাস ক্ষীণালোকে জ্বলিতেছে, তাহাই ক্রমে বিপুল শক্তি ধারণ করিয়া কোটি কোটি নর নারীর প্রাণ আক্রমণ করে, দেখিতে দেখিতে তদ্দ্বারা মহা বিপ্লব সংসিদ্ধ হয়। খাদিজার সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের অব্যবহিত পরেই আবুতালিবের পুত্র আলি মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। আলির বয়স তখনও চতুর্দ্দশবর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই, এই বয়সেই তাঁহার কোমল হৃদয়ে সত্যের অক্ষয় বীজ নিহিত হইল। এ বীজ হইতে যে বিশাল বৃক্ষ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারই সুশীতল ছায়ায় অদ্যাবধি কত ধর্ম্মাত্মা সুখে আরাম করিতেছেন। আলি প্রাণের ঘোর আবেগ ও অনুরাগের সহিত মহম্মদের অনুসরণ করিলেন। মহম্মদ খাদিজা ও আলিকে সঙ্গে লইয়া অহরহঃ মক্কা নগরের নিকটবর্ত্তী প্রাকৃতিক শোভার ভাণ্ডার নির্জ্জন গিরি কন্দর বা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গমন করিতেন ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত

হইয়া ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বরের আরাধনা ও ধ্যান করিতেন। একদিন তাঁহারা জন মানবহীন প্রান্তরে নীরবে ধ্যানে মগ্ন আছেন, এমন সময় আবুতালিব তাহাদিগকে ধ্যানস্তিমিত-লোচন দেখিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহম্মদ! তোমরা যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছ, ইহার মর্ম্ম কি?" মহম্মদ কাপুরুষের ন্যায় ভয়ে জড়সড় হইয়া সত্য গোপন করিলেন না, তিনি সাহসের সহিত বলিলেন "যাহা ঈশ্বরের সত্য ধর্ম্ম, স্বর্গে দেবতাগণ ও আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ এব্রাহাম যে ধর্ম্ম পালন করিতেন, আমরা সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছি। মানব-জাতিকে ধর্ম্মের পথ দেখাইতে ঈশ্বর আমাকে আদেশ করিয়াছেন। আপনি পিতৃতুল্য, আপনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আমি অনুনয় করিতেছি, আপনি এই ধর্ম্ম পালন করুন এবং সত্য প্রচারে সহায় হউন।" মহম্মদের জ্বলন্ত বিশ্বাস পূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া আবুতালিব বলিলেন "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, পৈতৃক ধর্ম্ম আর পরিত্যাগ করিতে পারি না কিন্তু ঈশ্বরের নামে বলিতেছি, যত কাল জীবিত থাকিব, কেহই তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" মহানুভব আবুতালিব অতঃপর আলির দিকে চাহিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি কোন্ ধর্ম্ম পালন করিতেছ," আলি যদিও বালক তথাপি ধর্ম্মমত গোপন করিতে প্রয়াসী হইলেন না। তিনিও বলিলেন "আমি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদের অনুসরণ

করিতেছি।” আবুতালিব জানিতেন মহম্মদ কাহাকেও কুপথে লইয়া যাইবেন না, পুত্রকে বলিলেন “যাও, ইঁহারই অনুসরণ কর, ইনি তোমাকে সৎপথেই লইয়া যাইবেন।”

কিয়ৎকাল পরে জৈয়দ নামক দাস মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। ইহারই অনতিবিলম্বে আবুবেক্কার নামক কোরেশ বংশীয় চত্বারিংশদ্বর্ষ বয়স্ক এক জ্ঞানী ব্যক্তি নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইনিই আবুবেকার নামে মুসলমান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আবুবেকার ধীরতা, নম্রতা, অপরিসীম দানশীলতা ও দৃঢ় চিত্ততার জন্য সর্ব্বত্রই সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন। কোরেসবংশে ইঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। যে সময়ে মহম্মদ নবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই আরবদেশের চিন্তাশীল ও জ্ঞানীগণ পৌত্তলিকতার উপর বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, অনেকের হৃদয়ে একমাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান ক্ষীণালোকে প্রকাশিত হইয়াছিল। আবুবেকার অনেক দিন হইতে পৌত্তলিকতার উপর বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছিলেন, হৃদয় বন্ধু মহম্মদের সহিত বহুদিন হইতে ঈশ্বর-জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, মহম্মদ যখন উজ্জ্বল বিশ্বাস লাভ করিয়া ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন আবুবেকারের ক্ষীণ বিশ্বাস জলিয়া উঠিল, তিনি আপনার সম্পত্তির অধিকাংশই নবধর্ম্মের উন্নতির জন্য নিয়োগ করিলেন। কথিত আছে তাঁহার বিংশতি

সহস্র টাকার সম্পত্তিছিল,তন্মধ্যে প্রায় অষ্টাদশ সহস্র টাকা ধর্ম্মপ্রচারে ও নবধর্ম্ম দীক্ষিত ব্যক্তিগণের ভরণ পোষণে ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহাঁর উৎসাহ উদ্যমে মহম্মদের মাতুল পুত্র সাদ, খাদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র জোবেয়ার, মহম্মদের পিতৃস্বসা পুত্র অথমান, জ্ঞানী দানশীল ও প্রতিভা-সম্পন্ন আব্দ আল রহমান, আবুবেকারের আত্মীয় তাল্‌হা ও থালিদ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। নব দীক্ষিতদিগের মধ্যে সাদ ষোড়শ বর্ষের বালক এবং আর সকলেই পরিণত বয়স্ক ছিল। ধীরে ধীরে মহম্মদের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আব্দ-আল রহমানের সহিত হারিথের পুত্র ওবেদা, আবু সালামা,জ্জারার পুত্র ওবেদা ও মাজুসের পুত্র ওথমান মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ওথমান সর্ব্বদা বিষণ্ণ ও চিন্তাশীল ছিলেন—সুরাপান আরব-দিগের নিত্য পানীয় ছিল কিন্তু ইনি কথনও সুরাস্পর্শ করিতেন না। ইনি সর্ব্বদা শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া সুখী হইতেন। ওথমান কোরেশ বংশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। কিন্তু বিলাস কাহাকে বলে নিজেও জানিতেন না, স্ত্রীকেও বিলাস-পরায়ণ হইতে দিতেন না। একদিন ওথমানের স্ত্রী অতি মলিনবেশে মহম্মদের অন্তঃপুরে গমন করিয়াছিলেন—মহম্মদের অন্তঃপুরবাসিনীগণ তাঁহাকে বলিলেন "তোমার স্বামী এমন ধনী, তোমার কেন এমন দীনবেশ?" তিনি বলি-

লেন "জীবনে আমাদের সম্ভোগের কিছুই নাই—স্বামী আমার আরাধনা করিয়া রাত্রিযাপন করেন, উপবাস করিয়া দিন কাটান।" মহম্মদ ওথমানের এই শারীরিক নিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "ওথমান! এই যে শরীর, এই যে পরিবার, ইহাদের প্রতিও তোমার কর্ত্তব্য আছে। কেবল উপবাস ও প্রার্থনা জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। প্রার্থনা কর, নিদ্রাও যাও; উপবাস কর, আহারও কর।" মহম্মদের প্রাথমিক শিষ্যগণ ওথমানের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ সংসার বিরাগী ছিল। শিষ্যদিগের মধ্যে আবুবেকার, ওথমান, তাল্‌হা ও আব্দআলরহমান পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা, সাদ তীর নির্ম্মাতা, জোবেয়ার কসাই ছিলেন। এইরূপ কেহ দর্জ্জি, কেহ সূত্রধর, কেহ গাথক, কেহ মদ্যবিক্রেতা, কেহ সূচির ব্যবসা করিত। যে, যে ব্যবসা করুক, সকলেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নবজীবন লাভ করিল, অদম্য উৎসাহ, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া নবধর্ম্ম জীবনে সাধন করিতে লাগিল। মহম্মদের পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা, অকৃত্রিম ঈশ্বরানুরাগ, জ্বলন্ত বিশ্বাস দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়গণ সর্ব্বপ্রথমে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিল। যাঁহারা মহম্মদের অন্তর বাহির সকলই জানিতেন, যাঁহারা বাল্যকাল হইতে মহম্মদকে দেখিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহারা

দিবা রজনী তাঁহার সহিত বাস করিতেন, তাঁহারাই সর্ব্ব-প্রথমে মহম্মদকে সত্যধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মহম্মদের এই ত্রয়োদশ শিষ্যই তাঁহার চির-সহায় ছিল, কেহই একদিনের জন্য তাঁহার সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করে নাই। ইহাঁদিগেরই পরাক্রম ও শৌর্য্যে অনন্ত আহবময় আরবদেশ একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল, ইহাঁ-দেরই মহোৎসাহে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মহম্মদ বিশ্বাসে অটল, অনুরাগে অচল, উৎসাহে অক্লান্ত শিষ্যনিচয় পাইয়াছিলেন কিন্তু তিন বৎসরে বিশ্বা-সীর সংখ্যা চত্বারিংশের অপেক্ষা বেশী হইল না। মহ-ম্মদ এত দিন গোপনে যে, এক নব ধর্ম্ম প্রচার করিতে-ছিলেন, মক্কাবাসীগণ সে কথা শুনিয়াছিল—মহম্মদকে সকলেই পাগল মনে করিত সুতরাং মহম্মদের কথার যে কোন মূল্য আছে, সে যে স্মরণাতীত কালের ধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিবে, একথা কাহারও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। কাবা মন্দিরের পুরোহিতগণ এতদিন নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্বেগে বাস করিতেছিলেন। দেবতা চূর্ণ করিয়া তাঁহাদের জীবিকার পথ যে মহম্মদ বন্ধ করিবেন, এ কথা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

মহম্মদ বিশ্বাসীগণকে লইয়া প্রতি দিন নির্জ্জন পর্ব্বত গুহায় কিম্বা কাহারও ভবনে গোপনে ঈশ্বরারাধনা করি-তেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে দেখিলেই উপহাস করিয়া

বলিতেন "ঐ দেখ আব্দ-আল্লার পুত্র আসিতেছেন, উনি স্বর্গের সমাচার মর্ত্ত্যে আনিতেছেন।" কেহ কেহ তাঁহাকে তিরস্কার ও অপমান করিতেও ক্রটী করিত না। একদা মহম্মদ পর্ব্বত কন্দরে বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে ভজনা করিতেছেন—মক্কা নগরের কতকগুলি গুণ্ডা অকস্মাৎ কন্দর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সাদের পরাক্রমে আক্রমণকারীগণ পরাস্ত হইয়া অন্তর্হিত হইল।

ইহার পর মহম্মদ প্রকাশ্য ভাবে এক পরমেশ্বরের নাম ঘোষণা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদিন তিনি কোরেস বংশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বহু কাল হইতে কোরেস বংশ দুই দলে বিভক্ত ছিল। মহম্মদের সময়ে আবুতালিব এক দলের এবং আবু সোফিয়ান অপর দলের অধিনায়ক ছিলেন। আবু সোফিয়ান জ্ঞান, অর্থ ও বাহুবলে আরব দেশে বিখ্যাত ছিলেন। মহম্মদের জ্যেষ্ঠ তাত আবুলাহাব আবু সোফিয়ানের ভগিনী ওম্ম জেমিনকে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর কঠোর শাসনে স্বগোত্র পরিত্যাগ পুর্ব্বক আবু সোফিয়ানের দলভুক্ত হইয়াছিলেন। মহম্মদের নিমন্ত্রণে উভয় দলস্থ কোরেস বংশীয়গণই দলে দলে সমবেত হইলেন। তিনি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া মক্কা নগরের রাজপথস্থিত সাফা নামক শৈল শৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "হে কোরেস-

গণ! আমার কথা শ্রবণ কর। যদি আমি বলি, পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে সেনাগণ দণ্ডায়মান, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করিবে?" কোরেসগণ সমস্বরে বলিল "হাঁ আপনার কথায় আমরা বিশ্বাস করিব। আমরা জানি আপনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না।" মহম্মদ পুনরায় বলিলেন "আমি তোমাদিগকে সৎ পরামর্শ দিতে আসিয়াছি। যদি আমার কথা অগ্রাহ্য কর, নিশ্চয়ই তোমরা ক্লেশ ভোগ করিবে। হে কোরেস বংশীয়গণ! তোমাদিগকে সুপথ দেখাইতে পরমেশ্বর আমাকে আদেশ করিয়াছেন। তোমরা ইহলোকে সুখ শান্তি, পরলোকে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না, যদি এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, এ কথা বলিতে না পার।" আবুলাহাব ক্রোধে বিহ্বল হইয়া বলিলেন "তোর পরমায়ু শেষ হউক, রে পাষণ্ড! এই কথা বলিতে কি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলি।" তিনি এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া মহম্মদের মস্তক চূর্ণ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু প্রস্তর লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিল না। আবুলাহাব ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে গমন করিলেন—তাঁহার পুত্র আস মহম্মদের কন্যা জেনাবকে বিবাহ করিয়াছিল—আবুলাহাব জেনাবকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল, জেনাব কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃ-গৃহে গমন করিলেন। মহম্মদ পতি পরিত্যক্তা কন্যার বিষাদপূর্ণ বদন দর্শন করিয়া সন্তপ্ত হইলেন কিন্তু

কোন অত্যাচারই তাঁহার অমোঘসঙ্কল্প টলাইতে পারিল না।

মহম্মদ আর এক দিন স্বদলভুক্ত কোরেসদিগকে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহাদিগকে পর্য্যাপ্ত আহার দানে তুষ্ট করিয়া অবশেষে "এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই" এই মহা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সকলকে আহ্বান করিলেন। তিনি উৎসাহের সহিত তেজস্বী ভাষায় সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর করুণা করিয়া এই মহা সত্য তোমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, এ সত্যে বিশ্বাস করিলে ইহকালে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ, পরকালে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিবে। তোমাদের মধ্যে কে এই সত্যে বিশ্বাস করিবে? কে সত্য প্রচারে আমার ভ্রাতা হইবে? কে ঈশ্বরের নাম প্রচারে আমার হইবে?" সভাস্থ লোক নীরব। মহম্মদ উত্তর প্রাপ্তির আশায় সতৃষ্ণ নয়নে ব্যাকুল হৃদয়ে চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। সভাস্থ লোক মহম্মদের আস্পর্দ্ধা দেখিয়া উপহাসব্যঞ্জক হাস্যের সহিত পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আলি তখন বালক, বয়োবৃদ্ধগণ সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উপহাস করিতেছে, আলির প্রাণে তাহা সহ্য হইল না—তিনি গুরুজনের ভয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঈশ্বর-বলে বলীয়ান হইয়া সভা মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার উৎসাহ বিস্ফারিত

বদনমণ্ডল হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। সভাস্থ জনগণকে স্তম্ভিত করিয়া আলি বলিলেন "যদিও আমি বালক, যদিও আমার শরীর বলহীন, তথাপি আমি পরমেশ্বরের নাম গৌরবান্বিত করিতে তোমার সহায় ও অনুচর হইব।" মহম্মদ আনন্দে বিহ্বল হইয়া আলিকে আলিঙ্গন করিলেন। বহু সংখ্যক জ্ঞানী মানী লোক থাকিতে তরুণ বয়স্ক আলি মহম্মদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল, সভাস্থ জনগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, সকলেই আবুতালিবকে তিরস্কার ও বিদ্রুপ করিতে করিতে গৃহে গমন করিল।

লোকের অপমান ও উপহাসে আরও উৎসাহিত হইয়া মহম্মদ প্রকাশ্য ভাবে রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে দেবোপাসনার অসারতা প্রতিপাদন ও এক মাত্র ঈশ্বরই মানবের উপাস্য, এই মহা সত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিকগণ ক্রোধে অন্ধ হইয়া আবুতালিবকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল "তোমার ভ্রাতৃপুত্রকে নিবৃত্ত কর—সে অহরহঃ দেবদেবীর নিন্দা করিতেছে, বল পূর্ব্বক তাহাকে এ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য কর।" আবুতালিব তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় প্রবোধ দিয়া গৃহে ফিরাইয়া দিলেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মহম্মদের তেজ ও বিক্রম ক্রমে বাড়িয়া চলিল। তিনি কাবা মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া আরব ধর্ম্ম, আরব সমাজ,

আরব আচার ব্যবহার তীব্র আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মহম্মদের শত্রুগণ আর সহিতে না পারিয়া, পুরোহিতগণ জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র পথ বন্ধপ্রায় দেখিয়া মহম্মদকে যেখানে সেখানে অপমানিত করিতে লাগিল। যখনই মহম্মদ ধর্ম্ম প্রচার করিতে দণ্ডায়মান হইতেন, অমনি বহু লোক একত্রিত হইয়া চীৎকার, লম্ফ, ঝম্ফ, বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বিঘ্ন জন্মাইত। যখনই তিনি মন্দির প্রাঙ্গণে উপাসনা করিতে বসিতেন, চারি দিক হইতে শত লোকে তাঁহার অঙ্গে অস্পৃশ্য পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিত। মক্কা নগরে আমরু নামক একজন বারবনিতা নন্দন ছিল। আমরু মনোহারিণী কবিতায় মহম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ প্রকাশ করিতে লাগিল। আরব জাতি কাব্যানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ। আমরুর কবিতা দেশ বিদেশ দ্রুতবেগে প্রচারিত হইল, নগরে প্রান্তরে গীত হইতে লাগিল। মহম্মদের নিন্দা ও তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি উপহাস সর্ব্বত্র সকল লোকের মুখে প্রতিধ্বনিত হইতে চলিল। আমরুর শ্লেষাত্মিকা কবিতা নব ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িল।

মক্কাবাসীগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাঁহারা মহম্মদেরর কথা শ্রবণ করিতে আসিতেন; তাঁহার কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিতেন কিন্তু অলৌকিক নিদর্শন না দেখিতে পাইলে নবধর্ম্মের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন

করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁহারা বলিতেন "মুসা, যীশু ও অন্যান্য ভবিষদ্বাক্তাগণ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা তাহাদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রমাণিত করিতেন, যদি আপনিও একজন ভবিষ্যদ্বক্তা, তবে অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করুন।" মহম্মদ লেখাপড়া জানিতেন না অথচ সত্য স্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যাহা বলিতেন, তাহাতেই কোরাণ নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। তিনি সকলকে বলিতেন একজন নিরক্ষর লোক কোরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক অলৌকিক প্রমাণ আর কি চাও? ইহার তেজস্বিনী ভাষা, ইহার যুক্তি শৃঙ্খলা কি কখনও মানব বুদ্ধি, প্রসূত হইতে পারে?" মক্কাবাসীগণ বলিত "মূককে বাক্‌শক্তি, বধিরকে শ্রবণশক্তি, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি, মৃতকে জীবনীশক্তি দেও; পাষাণভেদ করিয়া নির্ম্মল প্রস্রবণ নিঃসৃত কর; মরুভূমি মধ্যে প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বিনী, খর্জ্জুর দ্রাক্ষা সমন্বিত উদ্যান সৃষ্টিকর; মহামূল্য হীরক মরকত খচিত সুবর্ণ প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর; স্বর্গের সিঁড়ী প্রস্তুত করিয়া সশরীরে স্বর্গে চলিয়া যাও।" মহম্মদ বলিতেন "আমি তোমাদেরই ন্যায় একজন সামান্য মনুষ্য। ঈশ্বর ভিন্ন আর কে অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে? ঈশ্বর যে আছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে? যদি তোমরা তাঁহার কথা বিশ্বাস কর, তবে সুখী

হইবে, নতুবা মহা দুঃখে পাইবে। তোমরা অলৌকিক কার্য্য দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে কিন্তু তোমরা কি শোন নাই, মুসা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু মিশর নরপতি তথাপি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি পাষাণ হইতে বারিধারা নির্গত, মরুভূমিতে আহার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তথাপি ইস্রায়েলগণ বারংবার তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া বিপথগামী হইয়াছে। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন মানুষ অন্ত উপায়ে প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করিতে পারে না।" মহম্মদকে অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে অসমর্থ দেখিয়া কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাকে প্রবঞ্চক মনে করিয়া ভর্ৎসনা করিতে করিতে চলিয়া যাইত।

মহম্মদ অখণ্ড্য যুক্তি ও অনন্যসাধারণ বাগ্মীতার সহিত পৌত্তলিক উপাসনার ভ্রম প্রমাদ ও অপকারিতা নির্ভয়ে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ মহম্মদকে বধ করিতে বাসনা করিল কিন্তু তাঁহাকে বধ করিলে তাঁহার কুটুম্বগণ জ্ঞাতি বধের প্রতিশোধ লইয়া পাছে তাহাদিগকে সবংশে নির্ব্বংশ করে, এই ভয়ে সে বাসনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। তাহারা মহম্মদকে নিবৃত্ত করিবার জন্ত পুনরায় আবুতালিবের নিকট গমন করিয়া বলিতে লাগিল "আমরা উচ্চপদ ও বৃদ্ধ বয়সের সম্মান করি কিন্তু আমাদের সম্মানেরও সীমা আছে। আপনার

ভ্রাতষ্পুত্র দিবানিশি আমাদের উপাস্য দেবতা ও পিতৃ পুরুষদিগের নিন্দা করিতেছে। আপনি হয় তাহাকে নিবৃত্ত করুন, নতুবা প্রকাশ্যরূপে তাহার পক্ষ অবলম্বন করুন। এ বিবাদ সংগ্রাম ব্যতীত মিটিবেনা। হয় আপনার বংশ, না হয় আমাদের বংশ এ বিবাদে ধ্বংস হইবে।” এইরূপে ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহারা চলিয়া গেল। অন্তর্ব্বিবাদে আরবজাতি পুনরায় রক্ত স্রোতে ভাসমান হইবে, আবুতালিব সে দৃশ্য ভাবিতেও পারিলেন না। অপর দিকে ভ্রাতষ্পুত্র শত্রু হস্তে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা কল্পনা করিতেও তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারে জলধারা পড়িতে লাগিল। মহম্মদকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বৃদ্ধ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন “মহম্মদ! তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ না করিলে রক্তস্রোতে মক্কানগর ভাসিয়া যাইবে, তুমি নিবৃত্ত হও, স্বদেশ রক্ষা পাউক। নতুবা যে সংগ্রাম উপস্থিত হইবে তাহাতে কাহারও রক্ষা নাই। সামান্য বিষয়ের জন্য জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে শত্রু করিয়া ফল কি? তোমার ধর্ম্ম তুমি গৃহে বসিয়া পালন কর, প্রকাশ্যে তাহা প্রচার করিয়া কেন মিত্রকে শত্রু করিতেছ?” মহম্মদ ভাবিলেন যিনি এতকাল তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়া আসিতেছিলেন, তিনিও বুঝি পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ পালন, জীবন্ত সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের

পূজা প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবন মরণের সহিত সম্বন্ধ, তিনি অকুতোভয়ে বলিলেন " যদি সূর্য্য আমার দক্ষিণে, চন্দ্র আমার বামে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে সত্য প্রচার করিতে নিষেধ করে, তথাপি আমি নিবৃত্ত হইব না। যতদিন ঈশ্বরের ইচ্ছা জয়যুক্ত না হইবে অথবা সত্য প্রচার করিতে করিতে আমি ধ্বংস না হইব, ততদিন আমি কাহারও ভয়ে সত্যপথ পরিত্যাগ করিব না।" আবুতালিবের অতুল স্নেহ হইতে চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত হইলেন, এই কথা মনে হইবামাত্র মহম্মদ কাঁদিয়া ফেলিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। মহম্মদের সত্যানুরাগ দেখিয়া আবুতালিব স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিয়া বলিলেন " মহম্মদ! ফিরিয়া আইস, যাহা হইবার হউক, আমি তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" আবুতালিব মহম্মদকে পরিত্যাগ করিলেই শত্রুগণ নিরাপদে তাঁহাকে বধ করিতে পারিত কিন্তু আবুতালিব তাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না। শত্রুগণ আবার আবুতালিবের নিকট গমন করিয়া বলিল "মহম্মদকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুণ, মহম্মদের পরিবর্ত্তে ওমারা নামক এক সদ্বংশজাত ও বলিষ্ঠকায় যুবককে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি।" আবুতালিব ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। কোরেসগণ আবুতালিবের বংশ ধ্বংস করিতে

সঙ্কল্প করিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন অপরাহ্নে মহম্মদকে কেহ কোথাও দেখিতে পাইল না। আবুতালিব মহম্মদের অনুসন্ধানার্থ চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন, কোথাও কেহ তাঁহার দেখা পাইল না। সকলেই মনে করিল, শত্রুগণ মহম্মদকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আবুতালিব হাসিম ও আব্দাল মোতালিবের বংশধরদিগকে অবিলম্বে আহ্বান করিয়া নিষ্কোষিত তরবারী হস্তে সকলকেই কাবা মন্দিরে গমন করিতে আদেশ করিলেন—প্রত্যেকেই এক একজন নির্দ্দিষ্ট শত্রুকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইল। তাহারা অকস্মাৎ কাবা মন্দির বেষ্টন করিয়া সবংশে কোরেশদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিবে, এমন সময়ে জেইদ আসিয়া বলিল "মহম্মদ জীবিত আছেন, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি সাফা শৈলোপরি মার্থানের গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন।" আবুতালিব প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন "যতক্ষণ মহম্মদকে স্বচক্ষে না দেখিব ততক্ষণ গৃহে গমন করিব না।" মহম্মদ কাবা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, আবুতালিব তাঁহাকে বলিলেন, "চল নির্ভয়ে নিজের গৃহে চল, দেখি কে তোমার এক গাছি কেশ স্পর্শ করে।" পরদিন প্রাতঃকালে তিনি হাসিম ও আব্দাল মোতালিবের বংশধরদিগের সমভিব্যাহারে মহম্মদকে লইয়া কোরেসদিগের সম্মুখে গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "কোরেসগণ! কি

সঙ্কল্প করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলাম, তাহা কি শুনিতে চাও?” তাঁহার অগ্নিময় বাক্য শুনিয়া কোরেস-গণ ভীত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অমনি তিনি সকলকে বস্ত্রান্তরালে লুকায়িত অসি নিষ্কোষিত করিতে বলিলেন। ঝন্ ঝন্ শব্দে শত তরবারী উলঙ্গ হইয়া বাহির হইল, প্রভাতের অরুণ কিরণে শত তরবারী বিদ্যুতালোকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। শত্রুগণ ভীত হইয়া চক্ষু মুদিল, শত্রুকুলের বীরশ্রেষ্ঠ আবুজাল ভয়ে মূর্চ্ছিত প্রায় হইল।

আবুতালিবের প্রবল প্রতাপ সন্দর্শনে ভীত হইয়া কোরেসগণ আপাততঃ মহম্মদের জীবন হরণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। মহম্মদকে ছাড়িয়া মহম্মদের শিষ্যগণের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। মক্কানগরে প্রায় প্রত্যেক পরিবার মধ্যেই মহম্মদের দুই একজন অনুবর্ত্তী ছিল; প্রত্যেক পরিবারের অভিভাবক আপন আপন পরিবার হইতে নবধর্ম্ম উৎসন্ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল—সকলেই দম্ভের সহিত বলিতে লাগিল, গলাটিপিয়া এ ধর্ম্ম বিনাশ করিব। মহম্মদের ন্যায় যাহা-দের সহায় সম্পদ ছিল, রক্তের পরিবর্ত্তে রক্তের ভয়ে কেহই তাহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিল না কিন্তু উৎ-পীড়ন, নির্য্যাতন ও অপমান তাহাদের চির সহচর হইল। যে সকল দাস দাসী ও নিম্ন শ্রেণীর লোক মহম্মদের শিষ্য হইয়াছিল, তাহাদিগের উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল

তাহা স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প হয়। শত্রুগণ নিরাশ্রয় লোকদিগকে ভীষণ মরুক্ষেত্রে ফেলিয়া আসিত, সেখানে অগ্নিসম বালুকাতেজে দগ্ধ হইয়া তাহারা মরিয়া যাইত; তাহাদিগকে অনাহারে কারাগারে আবদ্ধ রাখিত, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাহারা জীবন ত্যাগ করিত। পিতামাতার সম্মুখে প্রাণাধিক সন্তানকে বধ করিত, বধ করিয়া সেই রক্ত পিতামাতার মুখে নিক্ষেপ করিত, তথাপি তাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিত না। কেহ কেহ সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া জীবন লাভ করিত কিন্তু বহু লোক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাণত্যাগ শ্রেয়স্কর মনে করিয়া শত্রুর অত্যাচারে জীবন আহুতি দিত। সামিয়া নাম্নী একজন দাস রমণীই সর্ব্ব প্রথমে এই ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। নৃশংস আবুজ্বাল তাঁহাকে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইবার জন্য অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছিল, কিছুতেই যখন তিনি বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তখন আবুজ্বাল স্বহস্তে তাঁহার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিল—রমণী নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। পৃথিবীর দুঃখ ক্লেশ পশ্চাতে ফেলিয়া সেই লোকে চলিয়াগেলেন, যেখানে সত্য পালনে ক্লেশ নাই, যেখানে মানুষের হিংসা বিদ্বেষ পঁহুছিতে পারে না, যেখানে নিত্য প্রেম, নিত্য শান্তি বিরাজ করিতেছে। সামিয়ার স্বামী ইয়াসারও ধর্ম্মের জন্য আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, শত্রুগণ তাঁহাদের পুত্র ওম্মরকে

দিগের যাতনায় বিকলাঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিল। ধর্ম্মের জন্য অবিরাম রক্তস্রোত বহিতে লাগিল।

দিন দিন নবধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়িতে দেখিয়া শত্রুগণ ধন ও সম্মান লোভে মুগ্ধকরিয়া মহম্মদকে বিপথে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিল। একদিন মহম্মদ হিজার মন্দিরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অটবা নামক একজন শত্রুপক্ষীয় লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল "কুলে, শীলে আপনি অতিবিখ্যাত। আপনি প্রত্যেক পরিবারে ও বংশে বিচ্ছেদের বীজ বপন করিয়াছেন; আপনি আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে অবহেলা করিতেছেন, যদি এই রূপ করিয়া আপনি ধন সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে আমরাই আপনাকে এত ঐশ্বর্য্য দিতেছি যে ঐশ্বর্য্য আমাদের কাহারও নাই। যদি আপনি সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে চান, তবে আমরা আপনাকে আমাদের দলপতি নিযুক্ত করিতেছি, আপনার আদেশ ব্যতীত আমরা কখনও কোন কাজ করিব না। যদি আপনি রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে আমরা আপনাকে রাজা করিতেছি। যদি আপনাকে জীনে পাইয়া থাকে, যত টাকা আবশ্যক, ব্যয় করিয়া আপনাকে আরোগ্য করিতেছি।" মহম্মদ কোরাণের এক চত্বারিংশ সুরা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন "দয়ালু পরমেশ্বর এই কোরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, জ্ঞানীগণ ইহা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া

থাকে, ইহা স্বর্গের সমাচার বহন করে। কিন্তু অনেকেই এই গ্রন্থের কথা শ্রবণ করে না, তাহারা বলে 'আপনি আমাদিগকে যাহা বলেন মোহ আবরণ ভেদ করিয়া তাহা আমাদের প্রাণে পৌঁছে না। আমাদের কর্ণ বধির, আপনার ও আমাদের মধ্যে এক জাল বিস্তৃত আছে; আপনার যেমন অভিরুচি সেইরূপ করুন, আমরা আমাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করিব।' আমি তোমাদের মত এক জন মানুষ; আমার প্রতি এই কথা ঘোষণা করিবার আদেশ হইয়াছে যে একমাত্র পরমেশ্বর তোমাদের উপাস্য। অতএব সরল প্রাণে তাঁহারই দিকে গমন কর, গত অপরাধের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। পৌত্তলিকদিগের নিশ্চয়ই দুঃখ পাইতে হইবে, যাহারা দান করে না, যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাহারা কষ্ট ভোগ করিবে। যাহারা একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সৎকার্য্য করে তাহারা অক্ষয় পুরস্কার পাইবে। হে অটবা! তুমি সত্যধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিলে, এখন যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই কর।" অটবা ভগ্ন মনোরথ হইয়া গমন করিল।

প্রলোভনে মহম্মদকে মুগ্ধ করিতে না পারিয়া কোরেস গণ অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিল। মহম্মদ শিষ্যদিগের নিদারুণ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেন "আবিসিনিয়া দেশে একজন

ধার্ম্মিক রাজা রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার রাজ্য সমৃদ্ধি-শালী, সেখানে বাণিজ্য করিয়া তোমরা সুখে বাস করিতে পারিবে। অতএব তোমরা সেই দেশে গমন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর।” ৬১৫ খৃঃ অব্দের রজব মাসে একাদশ জন পুরুষ ও চারিজন রমণী গোপনে কেহ অশ্ব পৃষ্ঠে, কেহ পদব্রজে মক্কানগর হইতে পলায়ন করিল। তাহারা অত্যাচারিদিগের উপদ্রব পশ্চাতে ফেলিয়া বর্ত্তমান জেড্ডার নিকটবর্ত্তী শোয়াবা নামক বন্দরে উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি দুই খানি অর্ণবপোত ভাড়া করিয়া লোহিত সাগর পার হইয়া গেল। মক্কাবাসীগণ তাহাদের পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্য অশ্বারোহী প্রেরণ করিল। তাহারা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া দেখে, পলাতকগণ বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। ইতিহাসে এই পলায়ন, প্রথম হিজিরা নামে বিখ্যাত। মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচারারম্ভের পঞ্চম বর্ষে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

পলায়নের তিনমাস পরে আবিসিনিয়ায় সংবাদ আসিল, কোরেসগণ মহম্মদের সহিত মিলিত হইয়াছে—পলাতকগণ আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিল কিন্তু ঘোর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ৬১৬ খৃঃঅব্দে পুনরায় আবিসিনিয়া পলায়ন করিল। পলাতকের মধ্যে ৮২ কি ৮৩ জন পুরুষ ও অষ্টাদশ জন রমণী ছিল। পলাতকদিগকে বধ করিবার জন্য

কোরেসগণ আবিসিনিয়ারাজ নজাসির নিকট দূত প্রেরণ করিল। দূত যাইয়া রাজাকে বলিল "আমাদের দেশীয় কতকগুলি লোক স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—তাহারা স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়া আপনার রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে—তাহাদিগকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন। বিধর্ম্মীদিগকে বধ করিয়া সকল অশান্তি দূর করিব।" রাজা স্বদেশত্যাগীদিগকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এ কি ধর্ম্ম যাহার জন্য পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ। আবুতালিবের পুত্র ও আলির ভ্রাতা জাফর বলিলেন "হে রাজন্ আমরা অজ্ঞানতা ও বর্ব্বরতার গভীর কূপে ডুবিয়া ছিলাম, আমরা পুত্তলিকার উপাসনা করিতাম, আমরা মৃতদেহ ভক্ষণ করিতাম, আমরা অকথ্যভাষা ব্যবহার করিতাম; আমরা মনুষ্যত্ব দয়াধর্ম্ম হারাইয়া পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিলাম; শারীরিক বল প্রয়োগ ভিন্ন অন্য কোন আইন জানিতাম না; এমন সময় ঈশ্বর আমাদের দেশে একজন মহৎ লোক প্রেরণ করিয়াছেন—যিনি সততা, সাধুতা ও পবিত্রতার জন্য সর্ব্বলোক বিদিত। তিনি আমাদিগকে একমাত্র ঈশ্বরের পূজা শিক্ষা দিয়াছেন এবং ঈশ্বর বোধে আর কাহাকেও পূজা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি পুত্তলিকার উপাসনা করিতে বারণ করিয়াছেন, সত্য কথা বলিতে, বিশ্বাস

ভাজন হইতে, দয়ালু ও ন্যায়বান হইতে শিক্ষা দিয়াছেন; স্ত্রীলোকদিগের নিন্দা করিতে, অনাথদিগের সম্পত্তি হরণ করিতে বারণ করিয়াছেন; পাপ হইতে পলায়ন করিতে ও কুকার্য্য হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন; প্রার্থনা, দান ও উপবাস করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। আমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, আমরা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি; ঈশ্বরজ্ঞানে অপর কোন পদার্থের পূজা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করিতেছি। এইজন্য আমাদের স্বদেশবাসীগণ আমাদের শত্রু হইয়াছে—ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া দারু ও প্রস্তর নির্ম্মিত দেবতার পূজা করাইবার জন্য আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে। আমরা অনেক উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছি—তাহাদের মধ্যে বাস করা বিপজ্জনক মনে করিয়া অবশেষে আমরা আপনার রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছি, প্রার্থনা করি, আপনি তাহাদের অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" বলিতে বলিতে জাফরের বদন মণ্ডল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, জাফরের বাগ্মীতা, তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া রাজা তাহাদিগকে অভয় দান করিলেন—কোরেস দূতগণ তাড়িত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিল।

অত্যাচরিত প্রিয় শিষ্যদিগকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিয়া মহম্মদ একাকী কতিপয় বিশ্বস্ত সহচরের সহিত

পৌত্তলিকদিগের সহিত তর্ক-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পৌত্তলিকগণ অপমান ও নির্য্যাতনে তাঁহাকে দমন করিতে না পারিয়া পুনরায় প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে প্রয়াসী হইল। তাহারা মহম্মদকে মান, সম্ভ্রম ও রাজ্য দান করিবার অভিলাষ জানাইল। মহম্মদ বলিলেন "আমি ধন, সম্মান বা রাজ্যের অভিলাষী নই। তোমাদের নিকট পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে আদেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরের কথাই তোমাদের নিকট প্রচার করিব। কুপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথ অবলম্বন করিতে তোমাদিগকে উপদেশ দিব। যদি তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর, ইহকাল ও পরকালে সুখী হইবে; যদি অগ্রাহ্য কর, আমি আর কি করিব, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিব।" পৌত্তলিকগণ পুনরায় বলিল "অলৌকক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া তোমার কথায় আমাদিগের বিশ্বাস উৎপাদন কর।" মহম্মদ বলিলেন "আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করেন নাই, আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ, সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতেই তিনি আমাকে এ সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি একমাত্র ঈশ্বরের ধর্ম্ম অবলম্বন কর ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সুগতি হইবে; যদি অগ্রাহ্য কর, আমার আর কি করিবার ক্ষমতা আছে, তোমাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিব।" কিছুতেই

মহম্মদকে প্রলুব্ধ করিতে না পারিয়া পৌত্তলিকগণ গর্জ্জন করিয়া বলিল "মহম্মদ! জানিও, আমরা তোমাকে কখনও নবধর্ম্ম প্রচার করিতে দিব না। ইহাতে হয় তুমি, না হয় আমরা ধ্বংস হইব।"

এই শঙ্কটকালে প্রার্থনাই মহম্মদের একমাত্র সম্বল ছিল—নিজের জীবনের ভার ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া নির্ভয়ে ঈশ্বরের গৌরবান্বিত নাম মহীয়ান করিতে লাগিলেন—মানুষের অত্যাচার ও উৎপীড়নে বিকল হইয়া পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিয়া তাঁহারই নিকট অশ্রুজলের সহিত মনের খেদ প্রকাশ করিতেন। অটল বিশ্বাসে চারি দিকে সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বশক্তিমান, করুণারআলয় পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া এবং হৃদয়ে তাঁহারই বাণী শ্রবণ করিয়া শত্রুদিগের নির্য্যাতনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিশ্রান্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। মানুষের সহস্র অত্যাচার সত্ত্বেও সত্যের যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল—এ সংসারে কে সত্যাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে পারে? স্বয়ং ঈশ্বর যে সত্যের রক্ষক, এ সংসারে এমন শক্তিশালী কে, যে সেই সত্যকে পরাস্ত করিতে পারে? সকল দেশেই পুরোহিতগণ নূতন সত্যের মহা শত্রু—প্রাচীন কুসংস্কারের সহিত তাহাদের ধনৈশ্বর্য্যের স্বার্থ নিবদ্ধ রহিয়াছে, সেই জন্য কোরেসবংশ আপনাদের জীবিকা উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইতে দেখিয়া মহম্মদের

প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল কিন্তু মরুভূমির বেদুইন জাতি বা দূরবর্ত্তী নগর সমূহের বণিকগণ সরল প্রাণে মহম্মদের কথা শুনিতে লাগিল। তাহারা বাণিজ্য বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য মক্কার মেলায় আগমন করিয়া মহম্মদের উৎসাহ প্রদীপ্ত বদনমণ্ডলের অপূর্ব্ব শ্রী দর্শন করিত, তাঁহার অটল বিশ্বাসে সঞ্জীবিত পরম বাক্য শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত—মানবের প্রাণ স্বরূপ পরম ব্রহ্মের জীবন্ত সত্বা ও জীবন্ত করুণার কথা, সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কাষ্ঠ লোষ্ট্র নির্ম্মিত দেবতার চরণে আত্মবিক্রয় করিলে নরনারীর যে অধোগতি হয় সেই ভীষণ কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের অনেকের মোহাবরণ ছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা স্বদেশে গমন করিয়া নূতন ধর্ম্মের কথা বলিতে লাগিল—অনেক লোকের পৌত্তলিকতার উপর সন্দেহ হইল। যাথ্রেব নগরবাসী এক বণিক কোরেসদিগকে লিখিল "একজন সম্ভ্রান্ত লোক এক নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, কেন তাঁহাকে তোমরা উৎপীড়ন করিতেছ? একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের হৃদয়দর্শী। সত্য ধর্ম্মের অনুসরণ কর; আমরা উৎসুক চিত্তে তোমাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি—যাহারা সুদূরবর্ত্তী উচ্চ স্থান লক্ষ্য করিয়া পথ চলে, তাহারাই সরল পথে নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়।"

মহম্মদের দলবল ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, বিদেশে তাঁহার

আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে, পৌত্তলিকগণ আর নীরব থাকিতে পারিল না। তাহারা মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যদিগের উপর নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিল। মহম্মদ সাফা শৈলের উপর নির্ম্মিত অর্থান নামক জনৈক শিষ্যের গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে বাস করিয়া স্বদেশী ও বিদেশী লোকের নিকট অবিশ্রান্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন—এখানেই কোরাণের অপূর্ব্ব কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। পৌত্তলিকগণের আর সহ্য হইল না। আবুজাল নামক মহম্মদের পরমশত্রু একদিন গোপনে অর্থানের গৃহে প্রবেশ করিয়া মহম্মদকে গুরুতর প্রহার করিয়া চলিয়া গেল। হামজা নামে মহম্মদের এক জন জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন—তিনি মৃগয়া করিয়া গৃহে যাইতেছেন, এমন সময় একটী রমণী তাঁহাকে বলিলেন "আবুজাল আজ মহম্মদকে নিদারুণ প্রহার ও অপমানিত করিয়াছে, আপনি একবার মহম্মদকে দেখিয়া আসুন।" অসমসাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য হামজা মক্কানগরে প্রসিদ্ধ ছিলেন—তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের অপমানের কথা শুনিয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। ধনুকে গুণ দিয়া, পদভরে মেদিনী কাঁপাইয়া, ভীষণ গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া কাবা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সমবেত কোরেসদিগের সম্মুখে আবুজাল মহা আস্ফালন করিয়া সে দিনকার বীরত্ব কাহিনী বর্ণন করিতে

ছিল, হামজা যাইয়া তাহার মস্তকে বজ্রমুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, আবুজ্বাল অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। আবুজ্বালের সহচরগণ মার্‌মার্ শব্দে হামজাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। বীর পুরুষ প্রশস্ত বক্ষ বিস্তৃত করিয়া বলিলেন "যদি সাহস থাকে, এই বক্ষ পাতিয়া দিলাম প্রহার কর্।" শত লোক তাঁহাকে মারিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তাঁহার বীরদর্প দেখিয়া সকলেই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। আবুজ্বাল চেতন পাইয়া হামজার অগ্নিময় মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন "উহাঁকে কিছু বলিও না, আমি উহাঁর ভ্রাতষ্পুত্রের গাত্রে হস্ত দিয়াছিলাম, মনের ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমাকে আঘাত করিয়াছেন।" হামজা ঘৃণার সহিত তাহাকে বলিলেন "তুই আমার ভ্রাতষ্পুত্রের গাত্রে হাত দিতে সাহস করিয়াছিস্? আমিও তোদের মাটির আর পাথরের দেব দেবীকে ঘৃণা করি, যদি তোদের সাধ্য থাকে আমার মস্তক তাদের চরণে অবনত কর্।" হামজা এতকাল পৌত্তলিক ছিলেন, এই দৈব ঘটনায় পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন—মহম্মদের শত্রুদল প্রমাদ গণিল।

ওমার নামে আবুজ্বালের এক ভ্রাতষ্পুত্র ছিল। ওমারের বয়স ষড়বিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। তাহার সুদীর্ঘ

বপু, ভীষণ পরাক্রম ও অদম্য সাহস। তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সাহসীর হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার করিত। ওমারের হস্তে যষ্টি দেখিয়া লোকে যেরূপ ভয় করিত, অন্য লোকের তরবারী দেখিয়াও সেরূপ ভয় করিত না। আবুজ্বালের অপমানে হুতাশনপ্রায় প্রদীপ্ত হইয়া ওমার কটিতে অসিবন্ধন করিয়া মহম্মদের প্রাণ বধ করিবার জন্য অর্থানের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোরেসগণ তাহাকে একশত উষ্ট্র ও ত্রিশ সের স্বর্ণ পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিল। পথে যাইতে একজন কোরেসের সহিত দেখা হইল—কোরেস তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কটিতে অসিবন্ধন করিয়া কোথায় যাইতেছ।" ওমার অসি সঞ্চালন করিয়া বলিল "আজ এই অসি চিরশত্রু মহম্মদের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া তাহার রক্ত পান করিব।" কোরেস বলিল "যদি তুমি মহম্মদের প্রাণ বধ কর, তবে কি তাঁহার জ্ঞাতিগণ তোমার প্রাণ রাখিবে?" ওমরের চক্ষু আরক্ত হইল, সক্রোধে বলিলেন "তোমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তুমিও কি বিধর্ম্মী হইয়াছ?" কোরেস উত্তর করিল "সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহম্মদের প্রধান শত্রু ওমারের ভগ্নী ও ভগ্নীপতি বিধর্ম্মী হইয়াছে। আগে নিজের ঘর রক্ষা কর।" নিজের গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে, ওমারের সর্ব্বাঙ্গ ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। তিনি দ্রুত পদে ভগিনীর গৃহে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া

দেখেন, ভগিনী ফাতেমা ও ভগিনীপতি সৈইদ ভক্তিভরে কোরাণ পাঠ করিতেছেন, তাঁহাদের চক্ষু হইতে অবিরল ধারে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সম্মুখে হঠাৎ ওমারকে দেখিয়া তাঁহারা কোরাণ বন্ধ করিয়া তাহা লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের ব্যস্ততা দেখিয়া ওমারের সন্দেহ দৃঢ়ীকৃত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ?" সেইদ বলিলেন 'যদি এক সত্য ধর্ম্ম পাইয়া থাকি, তবে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে দোষ কি?" ওমারের আর সহ্য হইল না, তরবারী নিষ্কোষিত করিয়া সেইদের দিকে ধাবিত হইলেন, পদাঘাতে সেইদকে ভূতলশায়ী করিয়া তাহার বক্ষে অসিবিদ্ধ করিবেন, এমন সময় পতিব্রতা সতী স্বামীর আসন্নমৃত্যু দেখিয়া ক্রোধোন্মত্ত শার্দ্দুলসম ভ্রাতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ওমার অমনি সৈইদকে পরিত্যাগ করিয়া পদাঘাতে ভগিনীকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন—আঘাতে তাঁহার বদন মণ্ডল হইতে অনর্গল রক্তস্রোত বেগে ছুটিতে লাগিল, ফতেমা বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া বলিলেন" হে ঈশ্বরের শত্রু, সত্য স্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করাতে তুমি আমাকে আঘাত করিলে? তোমার যথাসাধ্য অত্যাচার কর, আমি সত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। সত্য সত্যই জানিও, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, এবং মহম্মদ সত্য ধর্ম্ম প্রচার-

কর্ত্তা।” ভগিনীর অঙ্গ হইতে সবেগে শোণিত স্রোত নির্গত হইয়া চারিদিক রক্তাক্ত করিয়াছে—ভগিনীর সে অবস্থা দেখিয়া ওমারের যে পাষাণ হৃদয়, তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে কোমল হইল, সেই অবস্থাকেই সুসময় জানিয়া প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার প্রাণ অধিকার করিয়া লইলেন। ওমার ভাবিলেন, আমার ভগিনী মরিতে মরিতেও যে ইষ্ট দেবতার সাক্ষ্য দিতেছে, মরিবার সময়েও সে বিশ্বাসের সহিত অতুল তেজে আপনার ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে. হয়তঃ ইহার মধ্যে কোন সত্য আছে। তিনি ভগিনীর অটল বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎ কাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন “ তোমরা কি পড়িতেছিলে, একবার আমাকে তাহাই শুনাও।” ওমার রক্তাক্ত হস্ত প্রক্ষালন করিলেন, ভগিনী ফতেমা স্নেহের সহিত ভ্রাতার হস্তে কোরাণ অর্পণ করিলেন; ওমার পড়িতে লাগিলেন “মানুষকে ক্লেশ দিতে এ কোরাণ প্রেরণ করি নাই; কোরাণ সকলের উপদেষ্টা, ইহা মানুষকে পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিকর্ত্তা সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরে বিশ্বাসী করিবে। দয়ালু ঈশ্বর উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া আছেন—উচ্চ আকাশে, নিম্ন পৃথিবীতে ও ধরাগর্ভে যাহা কিছু আছে, সকলই পরমেশ্বরের। তুমি কি উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা কর? ইহার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর তোমার হৃদয়ের গুপ্ত স্থান জানেন, যাহা অতি লুক্কায়িত তাহাও তাঁহার নিকট প্রকাশিত। সত্য সত্যই

আমি ঈশ্বর—আমা ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই—আমারই উপাসনা কর, আর কাহারও উপাসনা করিওনা। আমার নিকট ভিন্ন আর কাহারও নিকট প্রার্থনা করিওনা।” ওমার যত পাঠ করেন ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন অবশেষে পরকাল ও পাপের শাস্তির কথা পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় হইতে পৌত্তলিকতার প্রতি সমুদয় বিশ্বাস তিরোহিত হইল, ঈশ্বর তাঁহার প্রাণে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি ব্যাকুল হইয়া মহম্মদের দর্শন জন্য অথানের গৃহে গমন করিলেন। যাঁহাকে দেখিলে আগে ভয়ের সঞ্চার হইত, তিনিই আজ সবিনয়ে গৃহ প্রবেশের প্রার্থনা করিলেন। মহম্মদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ” ওমার বলিলেন “আমি ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের দলভুক্ত হইতে আসিয়াছি।” ওমার মহম্মদের প্রাণ লইতে গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, আপনার প্রাণ ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ওমার নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নগরময় তাহা প্রচার করিতে উৎসুক হইলেন। নবধর্ম্মমতে ঈশ্বরোপাসনা করিবার জন্য মহম্মদকে লইয়া কাবামন্দিরে গমন করিলেন। ওমার মহম্মদের বামে, হামজা তাঁহার দক্ষিণে, পশ্চাতে চত্বারিংশ শিষ্য অনুগমন করিতে লাগিল। অনেকদিন মহম্মদকে কেহ রাজপথে বাহির হইতে দেখে নাই, আজ দিবাভাগে তাঁহাকে প্রকাশ্য পথে দেখিয়া সক-

লেই চমৎকৃত হইল। তাঁহারা মন্দিরে গমন করিয়া মনের সাধে ঈশ্বরারাধনা করিলেন, কেহই তাঁহাদিগকে বাধা দিতে সাহস করিল না। হামজা ও ওমারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সকলেই সভয়ে দূরে প্রস্থান করিতে লাগিল। পরদিন ওমার নির্ভয়ে একাকী কাবা মন্দিরে গমন করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিলেন। কেহ তাঁহাকে একটী কথা বলিতেও সাহস করিল না। উপাসনার পর ওমার আবুজালের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে আমি আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ করিলাম। আমার সমবিশ্বাসীদিগের যে দশা, আজ হইতে আমারও সেই দশা হইল।"

ওমারকে হারাইয়া শত্রুগণ মহম্মদের প্রাণ সংহার করিতে ষড়যন্ত্র করিল; কোরেসগণ মহম্মদের প্রাণবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে বহু অর্থ দান করিতে অঙ্গীকার করিল। হাসিমবংশ অর্থ লোভে মহম্মদকে পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। কোরেসগণ অগত্যা হাসিমবংশের সহিত সংগ্রাম করিতে সংকল্প করিল। হাসিমবংশয় যতদিন মহম্মদকে তাহাদের নিজের হস্তে সমর্পণ না করে, ততদিন সে বংশের সঙ্গে বিবাহ, বাণিজ্য, আহার, বিহার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিল। ৬১৮ খৃষ্টাব্দে কোরেসগণ এই প্রতিজ্ঞা চর্ম্মপত্রে লিখিয়া মন্দিরে সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য

রাখিয়া দিল। মহম্মদের আশ্রয়দাতাগণ তখনও নবধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই, কেবল জ্ঞাতি বন্ধন রক্ষা করিবার জন্যই তাহারা অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। হাসিমবংশ আত্মরক্ষার জন্য মক্কা নগরের এক স্থান সুদৃঢ় করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে অনাহারে ক্লিষ্ট করিবার জন্য কোরেসগণ তাহাদের বাসস্থানের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আহার্য্য সামগ্রীর আনয়নের পথ বন্ধ করিয়া ফেলিল। মহম্মদ মহা ঝটিকার পূর্ব্বাভাস দেখিয়া শিষ্যদিগকে আবিসিনিয়া রাজ্যে আশ্রয় লইতে অনুরোধ করিলেন। এবার এক শত একজন নর নারী ধর্ম্মের জন্য স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া বিদেশে গমন করেন। আবিসিনীয়রাজ খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়িত নরনারীকে সমাদরে আশ্রয় দান করিলেন মক্কাবাসীর বহুমূল্য উৎকোচ ও প্রলোভন দ্রব্য ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই নিরাশ্রয় নরনারীর আশ্রয় দাতা হইলেন।

মক্কা নগরে বার্ষিক মেলার সময় উপস্থিত—নানা দেশ হইতে বণিকগণ পণ্যদ্রব্য লইয়া আসিয়াছে—নানা স্থান হইতে যাত্রীগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য একত্রিত হইয়াছে—এই সময় পুণ্যমাস বলিয়া আরবজাতি পরস্পরের শত্রুতা ভুলিয়া যাইত, সকলেই নিশ্চিন্তমনে যথেচ্ছ বিচরণ

করিতে পারিত। মহম্মদ ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন শক্র পরিবেষ্টিত পুরী হইতে বহুকাল পরে বহির্গত হইলেন। নানা দেশীয় নরনারীর সম্মুখে তিনি মহা উৎসাহের সহিত একমাত্র ঈশ্বরের নাম প্রচার করিতে লাগিলেন—অনেক নরনারী তীর্থ করিতে আসিয়া নবজীবন লাভ করিল—স্বদেশে গিয়া তাহারা নব ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। পুণ্যমাস অতীত হইল, হাসিম বংশ আবার শক্র ভয়ে পুরী মধ্যে আশ্রয় লইল।

তিন বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইল। হাসিম বংশের উপর বিষম অত্যাচার দেখিয়া আরবজাতি ক্রমে কোরেস-দিগের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। বৈরনির্য্যাতনস্পৃহায় উদ্দীপ্ত হইয়া কোরেসগণ এতকাল নবধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কুঅভিসন্ধি যাহার ভিত্তি সে দল আর কত কাল তিষ্ঠিতে পারে? তাহাদের মধ্যে আত্ম-কলহ উপস্থিত হইল—দল ভগ্নপ্রায় হইয়া গেল। এমন সময় হিসাম নামক এক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি মহম্মদের অশেষ ক্লেশ দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন; তিনি আরও চারিজন ক্ষমতাশালী লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া কোরেসগণের প্রতিজ্ঞা পত্র রহিত করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহারা একদিন নিশীথকালে নির্জ্জনে বসিয়া সঙ্কল্প সিদ্ধির উপায় স্থির করিলেন। পরদিন কাবা মন্দিরে বহুসংখ্যক কোরেস সম্মিলিত হইয়াছে, পরামর্শকারীদের মধ্যে একজন তাহা-

দের মধ্যে উপস্থিত হইয়া হাসিম বংশের উপর তাহারা যে অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। আর চারিজন যেন তাঁহারই তীব্র প্রতিবাদ শ্রবণে আপনাদের দুষ্কর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া একে একে তাঁহার মতের পোষকতা করিলেন। কোরেসগণ তাঁহাদের বিরক্তির কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিল, "আত্ম-কলহ বহুদিন আরম্ভ হইয়াছে, যাহাদের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া শত্রু দমন করিতে সাহস করিয়াছিলাম, তাহারা একে একে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস না করিলে অন্তর্যুদ্ধ অপরিহার্য্য। তাহারা অনিচ্ছার সহিত প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। একজন মন্দিরাভ্যন্তর হইতে প্রতিজ্ঞাপত্র আনয়ন করিতে গিয়া দেখিল, তাহা কীট দষ্ট হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। কুসংস্কারী লোক ইহাতে বিধাতার হস্ত দেখিয়া শত্রুতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইল।

তিন বৎসর নির্জ্জন বাসের পর মহম্মদ পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বহুদিনের পর সুদিন পাইয়া প্রাণপণে প্রভুর নাম প্রচার করিতে লাগিলেন। বাহিরের শত্রুতা হ্রাস হইয়াছে, অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা কমিয়া আসিয়াছে, মনের প্রবল উৎসাহে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নামে চারিদিক বিকম্পিত করিতেছেন. বহুদিনের তুফানের পর অনুকূল পবন বহিতেছে, মনের

উল্লাসে জীবনের কার্য্যসাধন করিতেছেন, এমন সময়ে আবুতালিবের মহাযাত্রার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আবুতালিবের বয়স সপ্তঅষ্টশীতি বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কাল পূর্ণ হওয়াতে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আত্মীয় স্বজন বিষণ্ণবদনে শয্যার চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতেছেন, আজ মহম্মদের নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারে অশ্রুজল পতিত হইতেছে। মহম্মদ জন্মিবার পূর্ব্বেই পিতৃহীন, কয়েক বৎসর পিতামহের স্নেহে লালিত পালিত হইয়া অষ্টম বর্ষ পার না হইতেই সে স্নেহ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন। আবুতালিব তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, সংসারে তিনিই একমাত্র তাঁহার আশ্রয়দাতা ছিলেন, যাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া এতদিন মহাশত্রু পরিবেষ্টিত হইয়াও জীবিত ছিলেন, তিনিও আজ ছাড়িয়া চলিলেন, মহম্মদের শোক সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। মৃত্যু কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, আত্মীয় স্বজনের অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া মৃত্যু তাঁহাকে অনন্তধামে লইয়া গেল। সংসারের লোক তাঁহার শবের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ঘন বিষাদে মহম্মদের মন আচ্ছন্ন হইল।

মহম্মদ জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যু শোকই সম্বরণ করিতে অক্ষম হইতেছেন, এমন সময়ে মৃত্যু আসিয়া খাদিজাকে হরণ

করিল। যিনি দগ্ধ হৃদয়ের অবলেপ, দুঃখের শান্তিবারি, সন্দেহ-বিষ জর্জ্জরীত প্রাণের আরাম ছিলেন; সমস্ত মক্কানগর যখন তাঁহাকে পাগল, ভূতগ্রস্ত, মৃগী রোগাক্রান্ত বলিয়া উপহাস করিত, সেই দুঃসময়ে যিনি একমাত্র তাঁহার স্বর্গীয় ভাব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; মক্কাবাসীর অত্যাচার, উৎপীড়ন, রক্তপাতের মধ্যে মহম্মদ যাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া দগ্ধ প্রাণ শীতল করিতেন; যাঁহার হাস্য মুখে আশার বাণী শ্রবণ করিয়া লোক গঞ্জনা অগ্রাহ্য করিয়া এক মাত্র ঈশ্বরের নাম প্রচার করিতেন, আজ তিনিও পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। পঞ্চবিংশ বর্ষ কাল যাহার সহবাসে পরম সুখে কালযাপন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন। খাদিজার বয়স তখন পঞ্চষষ্ঠি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। মহম্মদের বয়স তখন পঞ্চাশৎ বর্ষ। সহধর্ম্মিণীর শোকে, প্রগাঢ় প্রেমের দুরন্ত আঘাতে মহম্মদ বিকল প্রাণ হইয়া গেলেন।

শত্রুগণ সময় পাইয়া আবার উৎপীড়ন করিতে লাগিল। আবুজাল ও আবুসোফিয়ান মহম্মদের প্রাণসংহারের জন্য আয়োজন করিল। আবুলাহাব নামে মহম্মদের আর এক জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। তিনি আবুতালিবের জীবিত কালে মহম্মদের ঘোর শত্রু ছিলেন। ভ্রাতষ্পুত্রকে নিরা-শ্রয় দেখিয়া তিনি একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন

"মহম্মদ! আবুতালিবের জীবদ্দশায় তুমি যাহা করিয়াছ, এখনও নিশ্চিন্ত চিত্তে তাহা করিতে পার; যত কাল আমি জীবিত থাকিব, কেহ তোমার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবেনা।" মহম্মদকে কেহ অসম্মানিত করিলে আবুলাহাব তাহাকে শাস্তি দিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। শত্রুগণ আবুলাহাবকে স্বদলে আনিবার জন্য এক-দিন তাহাকে বলিল "তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র তোমার পিতার সম্বন্ধে কি বলে তাহা কি শুনিয়াছ? মহম্মদ বলে তোমার পিতা নরকে বাস করিতেছেন। আর তুমি তাহাকেই আশ্রয় দিয়াছ।" আবুলাহাব ক্রুদ্ধ হইয়া মহম্মদকে পরিত্যাগ করিলেন।

যে স্থানে জীবনের প্রিয়ধনগুলি একে একে হারাইয়া ফেলিলেন, সেখানে আর মহম্মদ তিষ্ঠিতে পারিলেন না। যে দিকে দৃষ্টি করেন, শত শোকের চিহ্ন আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। মক্কাবাসীদিগকেও পৌত্তলিকতা হইতে উদ্ধার করিবার আশা বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি স্বদেশ পরি-ত্যাগ করিয়া নূতন ক্ষেত্রে নব বলে কার্য্য করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। নিজের দুঃখ ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নূতন দেশে গমন করিলেন।

মক্কার পঞ্চত্রিংশ ক্রোশ পূর্ব্বে তাইফ নামক এক সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত নগর ছিল। তাইফ ভীষণ মরুর মধ্যে শস্য শ্যামল মনোহর উদ্যান। সুশীতল প্রস্রবণ বারি,

শ্যামল তৃণ গুল্ম, পীচ, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, তরমুজ প্রভৃতি ফল এই স্থানকে সুখের স্থান করিয়াছিল। আত্মীয় কুটুম্বের নিষ্ঠুর ব্যবহারে ভগ্নহৃদয় হইয়া মহম্মদ জৈয়দকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিসম মরু ক্ষেত্র ও শৈলমালা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে তাইফ নগরে উপনীত হইলেন। তাকিফ নামক একজাতি এই নগরে বাস করিত। তাকিফ জাতি ঘোর পৌত্তলিক, তাইফ নগর পৌত্তলিকতার ভীষণ দুর্গ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। নগরবাসীগণ আল লাৎ নাম্নী প্রতিমূর্ত্তিকে ঈশ্বরের কন্যা জ্ঞানে পূজা করিত। মহম্মদের আব্বাস নামক জ্যেষ্ঠ তাত এই নগরের একজন প্রসিদ্ধ ভূস্বামী ছিলেন। মহম্মদ ভাবিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ তাতের আশ্রয়ে থাকিয়া নিরুদ্বেগে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন। সাহসে ভর করিয়া নবধর্ম্মের নূতন সত্যপ্রচার করিবার জন্য নগরবাসীদিগের গৃহে গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের ঘরে গমন করিয়া পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। নগরবাসীগণ তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। মহম্মদ রাজপথে, অনাবৃত প্রান্তরে, বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া সমাগত জনমণ্ডলীর সম্মুখে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন; নগরবাসীগণ প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত করিতে লাগিল। ভগবানের দিকে চাহিয়া মহম্মদ ক্রমাগত দশদিন অশেষ যাতনা সহ্য করিয়া প্রভুর নাম প্রচার করিতে

লাগিলেন, যুবকগণের মধ্যে দুই এক জন আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। মহম্মদের তেজস্বী বাক্য পাছে যুবকগণের মন মুগ্ধ করে, এই ভয়ে বৃদ্ধগণ তাঁহাকে নগর হইতে দূরীকৃত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। মহম্মদ একদিন বক্তৃতা করিতেছেন, কতকগুলি দুর্বৃত্ত লোক চারিদিক হইতে তাঁহার উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। জৈয়দ নিজের অঙ্গ পাতিয়া দিয়া মহম্মদকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু সে পাষাণ বর্ষণ হইতে কাহারও শরীর অক্ষত রহিল না। মহম্মদের কপাল ফাটিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তস্রোত বাহির হইয়া গাত্র বস্ত্র সিক্ত করিল—মহম্মদ অনুপায় দেখিয়া নগরত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রান্তরে বাহির হইলেন, নগরবাসীগণ তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে করিতে বহুদূর তাঁহার অনুসরণ করিল। মহম্মদ আত্মরক্ষার জন্য পর্ব্বত মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। নগরবাসীগণ তাঁহাকে না দেখিয়া চলিয়া গেল, মহম্মদ ও জৈয়দ ক্ষত বিক্ষত হইয়া ক্লান্ত কলেবরে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল—সম্মুখে অনন্ত মরুভূমি, পশ্চাতে শত্রু নিবাস, ঈশ্বরের সন্তানের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। এক খর্জ্জুর বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া গলদশ্রুলোচনে জোড়হস্তে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "প্রভু! লোকের চক্ষে আমি অতি তুচ্ছ পদার্থ।

হে দয়াময় নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! তুমি আমার প্রভু! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তোমার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেই আমি নিরাপদ হই। তুমিই আমার আশ্রয়, তোমার প্রসন্ন জ্যোতিঃ সকল অন্ধকার দূর করিয়া হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করে। তোমার অসন্তোষই আমরা মৃত্যু, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনই করিয়া আমাকে এ শঙ্কট হইতে উদ্ধার কর। তোমা ভিন্ন আমার আর কেহ নাই।” জগৎ শূন্য দেখিয়া ব্যাকুল প্রাণে মহম্মদ ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলেন, পরমেশ্বর কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? কি রূপে যে ঈশ্বর আপনার ভক্ত সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। সারা দিনের অনাহারে ও নিদারুণ রক্তপাতে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। উপাসনা হইতে উঠিয়া দেখেন, একজন কোরেস তাঁহার দিকে আসিতেছে। সে মহম্মদের রক্তাক্ত শরীর দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়াছিল, তাঁহাকে পানীয় জল ও দ্রাক্ষা-ফল উপহার দিল—মহম্মদ পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সশিষ্যে তাহা আহার করিলেন। আহারান্তে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া মরুভূমিতে প্রবেশ করিলেন কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে নাথলা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। মক্কানগরে তাহাকে আশ্রয় দেয়, এমন কেহই ছিল না সুতরাং শত্রু

পুরীতে প্রবেশ করিতে সাহস হইলনা। অনেক দিন নাখলায় বাস করিয়া মক্কানগরের মোতিম নামক এক ব্যক্তির আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। মোতিম পৌত্তলিক ছিলেন কিন্তু ইতিপূর্ব্বেও অনেকবার মহম্মদের সাহায্য করিয়াছিলেন, এবারও তাহাকে অভয়বাণী প্রদান করিলেন। মোতিম সপরিবারে সশস্ত্র হইয়া কাবামন্দিরে গেলেন, উচ্চৈঃস্বরে সকলকে বলিলেন, মহম্মদ আমার অতিথি, কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিওনা। মহম্মদ ও জৈয়দ আবার মক্কায় প্রবেশ করিলেন, মোতিম সপরিবারে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া " মহম্মদ আমার অতিথি, কেহ তাঁহার কোন ক্ষতি করিও না।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া গেলেন।

মোতিমের সহায়তা লাভ করিয়া মহম্মদ আবার জন্মভূমিতে নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। তাইফ নগরবাসীগণ মহম্মদকে যেরূপে নিপীড়িত ও অপমানিত করিয়াছে, মক্কাবাসীগণ তাহা অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিল, তাঁহাকে অপদার্থ মনে করিয়া অত্যাচার করিতে নিবৃত্ত হইল। ঘোর অত্যাচারে মহম্মদ এক দিনের জন্য নিরাশ হন নাই কিন্তু মক্কাবাসীর ঘৃণা ও উপেক্ষায় তাহার প্রাণ দমিয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। খাদিজার মৃত্যুর পর তিনি গৃহত্যাগী হইয়াছেন, শয়ন করিবার গৃহ নাই, উদর পূর্ত্তির

অর্থ নাই। পরের গৃহে পরের অন্নে জীবন ধারণ করিতেছিলেন, তাঁহার জীবনে দরিদ্রতা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স হইয়াছে শরীরের বল ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, চতুর্দ্দিকই অন্ধকার, আশার আলো কোথাও দৃষ্ট হইতেছেনা। তিনি মহাদুঃখে মোত্তিমের গৃহে দিন যাপন করিতেছেন। এমন সময়ে সাক্রান নামক এক শিষ্যের বিধবা পত্নী আসিয়া মহম্মদের আশ্রয় চাহিল। সাক্রান স্বদেশে অত্যাচার সহিতে না পারিয়া সস্ত্রীক আবিসিনিয়া দেশে পলায়ন করেন। বিদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়, ভার্য্যা সোদা বিধবা হইয়া মক্কা নগরে ফিরিয়া আসিয়া, মহম্মদের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। সোদাকে আর কোথাও রাখিয়া দিবেন, মহম্মদের তেমন ক্ষমতা ছিল না। যিনি তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বিদেশে প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহার বিধবা-পত্নীকে আশ্রয় না দিয়াই বা কি করেন। আরবদেশে অবিবাহিত ও বিধবা রমণীদিগের ক্লেশের সীমা ছিল না। নিরাশ্রয় রমণীগণ ইন্দ্রিয়-পরবশ আরবদিগের ভোগবিলাসের সামগ্রী হইয়া বহুক্লেশ সহ্য করিত। এই জন্য বহু সংখ্যক অসহায়া রমণী এক পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইত। জীবনের আরামদায়িনী খাদিজার বিরহে মহম্মদ অপার দুঃখে অভিভূত ছিলেন, হিংস্র জন্তুর ন্যায় জ্ঞাতি বন্ধুগণ কর্ত্তৃক তাড়িত ও প্রহারিত হইতেছিলেন, তখন কি তাঁহার বিবাহের সময়? কিন্তু

সৌদাকে আশ্রয় না দিয়া পারেন না, অগত্যা তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। ইহারই কিয়ৎকাল পরে মহম্মদের প্রিয় বন্ধু আবুবেকার তাঁহার সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা আয়েসাকে মহম্মদের করে অর্পণ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। আবুবেকার মহম্মদের শিষ্য হইয়া ক্রমাগত দশ বৎসর কাল অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন, মহম্মদ তাঁহাকে বিফল মনোরথ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তৎকালে বহুস্ত্রীর পাণিগ্রহণ আরব দেশে প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল. বহু বিবাহ ভিন্ন নারীজাতি আত্ম-সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। মহম্মদ আয়েসার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন। মহম্মদ ক্রমান্বয়ে দুই বিবাহ করিলেন কিন্তু বিবাহ তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার হৃদয় দুঃখের আবাসভূমি, পরমেশ্বরের নাম গৌরবান্বিত করিতে পারিলেন না, এই দুঃখেই তিনি সর্ব্বদা ম্রিয়মান থাকিতেন।

আবার মক্কানগরের মেলার সময় উপস্থিত হইল। বিদেশ হইতে বহুসংখ্যক লোক আসিতে লাগিল। মহম্মদ আবার নির্জ্জন গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। প্রতিদিন মক্কার বাহিরে যাইয়া যাত্রীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নগরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতেন। কিন্তু কোরেসদিগের ভয়ে কেহই তাঁহার সহিত কথা বলিতে সাহস করিত না, অনেকেই তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী মনে করিয়া ঘৃণার সহিত তাঁহার কথা উপেক্ষা

করিত। মেলা শেষ হইয়া আসিল, আর কিয়দ্দিন পরেই মহম্মদ আবার কারাগারসম গৃহে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন, তাই প্রাণপণে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল না। একদিন প্রাণের দুঃখে অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের মহিমার কথা বর্ণন করিতেছেন, এমন সময় যাথ্রেব নগর-বাসী ছয় জন লোক কথোপকথন করিতে করিতে সেথানে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে নিকটে বসাইয়া নব ধর্ম্মের নূতন সত্য প্রাণ খুলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার ভক্তি, নিষ্ঠা ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের কথা শুনিয়া যাথ্রেব নগর-বাসীগণ মুগ্ধ হইল। নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া মহম্মদের শরণাপন্ন হইল, মহম্মদের দুঃখের দিন অবসান হইতে আরম্ভ করিল। পৌত্তলিকতা-প্লাবিত আরব দেশে একমাত্র ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইল। ৬২০ খৃষ্টাব্দে, এই ছয় জন বিদেশীকে শিষ্য করিয়া মহম্মদ বহুদিনের গভীর নিরাশার মধ্যে আশার ক্ষীণালোক দর্শন করিলেন। যাথ্রেব নগর এখন মদিনা নামে বিখ্যাত। এই নগর মক্কার ১২৫ ক্রোশ উত্তরে। এখানে বহুসংখ্যক য়িহুদি বাস করিত। তাহাদের সংস্পর্শে যাথ্রেববাসী আরবগণ অনেক দিন পূর্ব্বেই একেশ্বরবাদের কথা শ্রবণ করিয়াছিল। তাহারা মক্কানগরে মহম্মদের মুখে "একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর

ঈশ্বর নাই ”” এই মহাসত্য শ্রবণ করিয়া নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশে চলিয়া গেল। ইহারা যাথ্রেব নগরের ঘরে ঘরে মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মের কথা প্রচার করিল। এক বৎসর না যাইতেই নগরের প্রত্যেক পরিবারে দুই এক জন করিয়া নূতন ধর্ম্মগ্রহণ করিল। মক্কানগরে এক নূতন ধর্ম্মের প্রচারক আবির্ভূত হইয়াছেন, এই সংবাদ তাড়িতবার্ত্তার ন্যায় যাথ্রেব ও তাহার নিকটবর্ত্তী দেশে ঘোষিত হইল।

পর বৎসর মেলার সময় পূর্ব্বোক্ত ছয় জন যাথ্রেববাসী নগরস্থ আউস ও থাজরাজ নামক দুইপ্রতিপত্তিশালী জাতির ছয় জন প্রতিনিধিকে লইয়া মক্কানগরে গমন করিল। প্রতিনিধিগণ মহম্মদের নিকট দীক্ষিত হইতে অভিলাষী হইল। মহম্মদ তাঁহাদিগকে আকাবা পর্ব্বতে লইয়া গিয়া পৌত্তলিকতার অসারতা ও সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পূজাই যে মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা গম্ভীর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা-পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া পড়িতে লাগিলেন:—“ঈশ্বর ভিন্ন আমরা আর কাহারও পূজা করিব না। আমরা চুরী, ব্যভিচার ও অস্বাভাবিক অভিগমন হইতে নিবৃত্ত হইব। আমরা সন্তানহত্যা করিব না। পরনিন্দা ও পরগ্লানি হইতে নিবৃত্ত থাকিব। সাধুকার্য্যে আমরা সত্য ধর্ম্ম প্রচারকের সহায় হইব, সুখে ও দুঃখে চিরদিন তাঁহার বিশ্বস্ত

থাকিব।” ৬২১ খৃষ্টাব্দে এই দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইতিহাসে ইহা আকাবা পর্ব্বতের প্রথম দীক্ষা-পত্র নামে বিখ্যাত। ধর্ম্ম, সমাজ ও নৈতিক বিপ্লবের গূঢ় মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই দ্বাদশ জন শিষ্য স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। মোসাব নামক একজন উৎসাহী যুবাপুরুষ যাথ্রেববাসীদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। দেখিতে না দেখিতে যাথ্রেব নগরের অধিকাংশ লোক প্রাচীন কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া নব-ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিল, দেব দেবী দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, নগর মধ্যে “এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই” এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিদেশে ধীরে ধীরে সত্য-ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল, কিন্তু স্বদেশে সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ আরও ঘোরতর হইয়া উঠিল। স্বদেশবাসী পৌত্তলিকতার গভীর কূপে ডুবিয়া রহিল,মহম্মদ তাহা দেখিয়া দুঃখে অধীর হইয়া উঠিলেন। আপাততঃ যদিও সত্য ও অসত্যের সংগ্রামে সত্য পরাজিত হইয়াছে তথাপি এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যখন সত্য জয়যুক্ত হইবে; তিনি সত্যকে জয়যুক্ত দেখিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত না হইতে পারেন কিন্তু উষার আগমনে অন্ধকার যেমন দূরে পলায়ন করে, সেই রূপ এক দিন সত্যালোকে অসত্য বিনষ্ট হইবে, মহম্মদের প্রাণে সে বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। বিদেশে তাঁহার

প্রভাব বিস্তৃত হইতে দেখিয়া শত্রুগণ আবার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অটল ও অচল হইয়া সত্যের জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী সহস্র লোককে পরাস্ত করিয়া জয়লাভ করিবার আশায় দিবা-রাত্রি খাটিতে লাগিলেন। যে বয়সে মানুষ সংসার হইতে ক্রমে বিদায় লইয়া আরাম লাভ করিতে প্রয়াসী হয়, সেই বয়সে মহম্মদ ধর্ম্মের জন্য আরও অবিশ্রান্ত খাটিতে লাগিলেন। যে ধর্ম্মের জন্য সুখ, সৌভাগ্য, বন্ধু বান্ধব অনেক দিন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেই ধর্ম্মের জন্য এখন প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইলেন!

এই সময়ে একদিন নিশীথ কালে মহম্মদ স্বপ্নাবেশে দেখিতে পাইলেন, স্বর্গীয় দূত গেব্রিয়েল তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া এক তুষার বর্ণ অশ্ব আনয়ন করিলেন। মহম্মদ অশ্বে আরোহণ করিয়া গেব্রিয়েলের সহিত শূন্য পথে যাইতে লাগিলেন। পথে সিনাই পর্ব্বতে, বেথলেহেমে ঈশ্বরারাধনা করিয়া শূন্যমার্গে গমন করিতেছেন, এমন সময় আকাশে ধ্বনি হইল "মহম্মদ! আমি তোমার সহিত কথা বলিতে অভিলাষ করি; পৃথিবীর মধ্যে আমি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অনুগত।" অশ্ব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সবেগে ধাবিত হইল। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে আবার আকাশে সেই ধ্বনি হইল। অশ্ব কাহারও কথা না শুনিয়া শূন্য পথে উড়িয়া চলিল। কিয়ৎ কাল পরে পৃথিবীর মহামূল্য রত্ন-

হার ভূষিতা স্থির সৌদামিনী রমণীমূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল "মহম্মদ! এক মূহুর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হও, তোমার সহিত একটি বার কথা বলিতে আকাঙ্ক্ষা করি; পৃথিবীর মধ্যে আমিই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগিনী" অশ্ব কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। মহম্মদ গেব্রিয়েলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আকাশে কাহার ধ্বনি শুনিলাম, আর এই অপরূপ রমণীই বা কে?" গেব্রিয়েল বলিলেন "প্রথমে যে ধ্বনি শুনিয়াছ, সে এক যিহুদির আহ্বান শব্দ। যদি তুমি সে আহ্বানে কর্ণপাত করিতে তবে আরব জাতি য়িহুদী ধর্ম্ম অবলম্বন করিত। দ্বিতীয় বার যে ধ্বনি শুনিয়াছ সে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের আহ্বান। যদি সে আহ্বানে থামিয়া যাইতে, তাহা হইলে তুমি সবংশে খৃষ্টোপাসক হইতে। ঐ যে রমণী দেখিয়াছ, ঐ রমণী ধনমান ও প্রলোভন পূর্ণ সংসার। যদি তুমি তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে, তাহা হইলে আরবজাতি এই পৃথিবীর সুখ সমৃদ্ধি লোভে মগ্ন থাকিয়া পরকাল বিস্মৃত হইত এবং অন্তিমে নরকে যাইত।" অশ্ব আকাশমার্গে চলিতে চলিতে জেরুজালেম মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইল। মন্দির মধ্যে এব্রাহাম, মুসা ও ঈশাকে দর্শন করিয়া মহম্মদ তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরোপাসনা করিলেন। তৎপরে স্বর্গ হইতে জ্যোতির সোপানশ্রেণী মন্দিরাভ্যন্তরে অবতীর্ণ হইল। গেব্রিয়েলের সাহায্যে সেই সোপান দিয়া মহম্মদ

প্রথম স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। প্রথম স্বর্গ রজতনির্ম্মিত এখানে আদমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এখানে স্বর্গীয় দূতগণ জন্তুর আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীস্থ প্রাণী-গণের উপর কৃপা বর্ষণের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। এখানে ধবল বর্ণ প্রকাণ্ড কুক্কুট প্রতিদিন প্রত্যূষে ভগবানের নাম গান করে এবং অন্যান্য জন্তুগণ তাহার সহিত সমস্বরে ঈশ্বরের বন্দনা করে। ইহার পর সুমসৃণ ইস্পাত নির্ম্মিত দ্বিতীয় স্বর্গে প্রবেশ করিয়া নোয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার পর বহুমূল্য সমুজ্জ্বল মণি মুক্তা খচিত তৃতীয় স্বর্গে আরোহণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক স্বর্গীয় দূত পৃথিবীতে যাহাদের জন্ম হইতেছে, এক প্রকাণ্ড খাতায় তাহাদের নাম লিখিতেছে এবং মৃত লোকের নাম খাতা হইতে কাটিয়া ফেলিতেছে। ইহার পর অমল শুভ্র রৌপ্য নির্ম্মিত চতুর্থ স্বর্গে গমন করিলেন। এখানে এক স্বর্গীয় দূত মানব সন্তানের পাপ ক্লেশে দুঃখিত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুজল নিক্ষেপ করিতেছে। তথা হইতে উজ্জ্বল সুবর্ণ নির্ম্মিত পঞ্চম স্বর্গে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক বিকটাকার স্বর্গীয় দূত দক্ষিণ হস্তে জলন্ত বর্শা লইয়া অগ্নি সিংহাসনে বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে অগ্নি-দগ্ধ লৌহ শৃঙ্খল নাস্তিক ও পাপীদিগের দণ্ডের জন্ত পড়িয়া রহিয়াছে। তথা হইতে স্বচ্ছ প্রস্তর নির্ম্মিত ষষ্ঠ স্বর্গে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, অর্দ্ধ তুষার ও অর্দ্ধ হুতা-

শন নির্ম্মিত এক স্বর্গীয় দূত বসিয়া রহিয়াছেন। আশ্চর্য্য এই, অগ্নি তাপে তুষার বিগলিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না।* তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া অনেক গুলি স্বর্গীয় দূত এই বলিয়া স্তুতি করিতেছে "হে ঈশ্বর! তুমি যেমন তুষার ও অগ্নি একত্র সংযোগ করিয়াছ, তেমনি তোমার বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট বিশ্বাসী ভৃত্যদিগকে এক করিয়া দাও।" এখানে মুসার সহিত দেখা হইল। মহম্মদকে দেখিয়া মুসা কাঁদিতে লাগিলেন। মহম্মদ তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "তুমি তোমার স্বজাতীয় যত লোককে স্বর্গে লইয়া যাইবে, আমি ততগুলি ইস্রায়েলকে স্বর্গে আনিতে পারিলাম না, সেই দুঃখে ক্রন্দন করিতেছি।" তথা হইতে মহম্মদ সপ্তম স্বর্গে গমন করিলেন। সে স্বর্গ দিব্যালোক নির্ম্মিত। মানবভাষা সে স্বর্গের মূর্ত্তি বর্ণন করিতে অক্ষম। এখানকার স্বর্গীয় দূতগণ পৃথিবী অপেক্ষা বিপুলকায়; তাহাদের সত্তর হাজার মস্তক; এক এক মস্তকে, সত্তর হাজার বদন; প্রত্যেক বদনে সত্তর হাজার জিহ্বা, প্রত্যেক জিহ্বা সত্তর হাজার বিভিন্ন ভাষায় কথা কয়। ইহারা সকলে মহাস্বরে দিবানিশি স্বর্গাধিপতি ঈশ্বরের বন্দনা করিতেছে। এই স্বর্গে এব্রাহামের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহম্মদ তৎপর উপাসনা মন্দির দর্শন করিতে গমন করিলেন। তথায় দেশে তাহাকে সুরা, দুগ্ধ, ও মধুপান করিতে দেওয়া হইল। মহম্মদ আর সকল পরিত্যাগ করিয়া

দুগ্ধ পান করিলেন। গেব্রিয়েল বলিলেন "মহম্মদ! সাধু কার্য্য করিয়াছ। যদি সুরাপান করিতে, তবে তোমার স্বজাতি বিপথগামী হইত।" মহম্মদ অতঃপর দুই বার আলোকময় ও একবার গভীর তমসাচ্ছন্ন স্থান অতিক্রম করিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখীন হইলেন। ভয় ও বিস্ময়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। ঈশ্বর বিংশতি সহস্র আবরণে আপনার মুখ আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন, তথাপি মহম্মদ সে মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। ঈশ্বর এক হস্ত প্রসারিত করিয়া মহম্মদের বক্ষে, অপর হস্ত স্কন্ধের উপর স্থাপন করিলেন। ঈশ্বরের সংস্পর্শে তাঁহার হৃদয় ও অস্থি পর্য্যন্ত যেন ভীষণ শীতে ঠাণ্ডা হইয়া গেল; পর মুহূর্ত্তেই অপূর্ব্ব আনন্দ ও মাধুর্য্য তাঁহার হৃদয় মন আচ্ছন্ন করিল। ঈশ্বর মহম্মদকে অনেক উপদেশ দিলেন, বিশ্বাসীগণকে দিনে পঞ্চাশবার প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতে-ছেন, পথিমধ্যে মুসা তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন "ঈশ্বর তোমাকে কি বলিলেন।" মহম্মদ বলিলেন "তিনি দিনে পঞ্চাশবারপ্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন।" মুসা বলিলেন "ফিরিয়া যাও, প্রার্থনার সংখ্যা হ্রাস করিয়া আন। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও ইস্রায়েলদিগকে প্রার্থনা শিখাইতে পারি নাই।" মহম্মদ ফিরিয়া গিয়া চল্লিশবার প্রার্থনার নিয়ম ঠিক করিয়া আসিলেন। মুসা বলিলেন "ইহাতেও হইবে

না। আরও কম করিয়া আন।” মুসার পরামর্শে মহম্মদ পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের নিকট গমন করিয়া অবশেষে পাঁচবার দৈনিক প্রার্থনার নিয়ম ঠিক করিয়া আসিলেন। মুসা তাঁহাকে প্রার্থনার সংখ্যা আরও কম করিয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু মহম্মদ বলিলেন “আমি অনেক বার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া লজ্জিত হইয়াছি। আর না।” মহম্মদ মুসাকে নমস্কার করিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, চক্ষুর নিমিষে সপ্তম স্বর্গ হইতে শয়ন শয্যায় নামিয়া আসিলেন। এই গভীরভাব পূর্ণ স্বপ্ন মিরাজ নামে বিখ্যাত। এই স্বপ্ন আজ পর্য্যন্ত বহুলোকের বাক্ বিতণ্ডার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ধার্ম্মিক প্রাচীন মুসলমানগণ ইহাকে স্বপ্ন বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতেছেন কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ মহম্মদকে প্রবঞ্চক প্রমাণিত করিবার জন্য বলিয়া থাকেন, মহম্মদ বাস্তবিকই প্রচার করিয়াছিলেন, যে গেব্রিয়েল তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শত্রুগণের এ কথার কোন প্রমাণ নাই। মহম্মদ চিরদিনই অলৌকিক কার্য্যের বিরোধী ছিলেন। তিনি সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন, এমন কথা কখনও বলেন নাই। কোরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ের দ্বিষষ্ঠিতম শ্লোকে মহম্মদ স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে মক্কা হইতে জেরুজালেম এবং তথা হইতে সপ্ত স্বর্গ পরিভ্রমণ করিয়া বিধাতার আশ্চর্য্য লীলা দর্শন করিয়াছিলেন।

৬২২ খৃষ্টাব্দের মেলার সময় উপস্থিত হইল। যাথ্রেব নগর হইতে অসংখ্য লোক মেলায় আগমন করিল। পঞ্চসপ্ততি জন লোক ধর্ম্ম তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া মহম্মদের নিকট দীক্ষিত হইবার বাসনায় সেই যাত্রীদিগের সহিত মিলিত হইল। মক্কানগরে মহম্মদ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, তাঁহাকে যাথ্রেব নগরে লইয়া যাইয়া তাঁহার সকল দুঃখের অবসান করিবেন, ভক্তদিগের ইহাও হৃদয়ের আকিঞ্চন ছিল। যাত্রীদল মক্কায় উপস্থিত হইল, পৌত্ত-লিকগণ আপনাদের ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিতে গমন করিল, ধর্ম্মতৃষ্ণার্ত্তগণ গোপনে মহম্মদের নিকট গমন করিয়া দীক্ষিত হইবার বাসনা জানাইল। সেই দিন নিশীথ কালে মক্কানগর নীরব হইয়াছে—গভীর নিদ্রায় চরাচর জগৎ অচেতন হইয়া পড়িয়াছে—কেবল নির্ম্মলাকাশে অগণ্য নক্ষত্র জাগিয়া রহিয়াছে। মক্কানগরের রাজপথ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেই গভীর অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়া যাথ্রেব নগরের ধর্ম্মার্থীগণ নীরবে শয্যাত্যাগ করিয়া একে একে আকাবা পর্ব্বতের গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। দ্বিযাম রাত্রি অতীত হইয়াছে, এমন সময় মহম্মদ মোত্তিমের গৃহ হইতে জেষ্ঠতাত আব্বাসকে সঙ্গে লইয়া সেই পর্ব্বতের দিকে নীরবে ধীর পদসঞ্চারে গমন করি-লেন। আব্বাস নবধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তথাপি ভ্রাতৃষ্পুত্র অন্ধকার রজনীতে বিদেশী লোকের কথায়

বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শেষে ষড়যন্ত্রে হত হয়, এই ভয়ে মহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ঘোরা রজনী, মহম্মদ গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। যাথ্রেববাসীগণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মহম্মদ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন "হে বিশ্বাসীদল! তোমরা সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছ, কিন্তু এধর্ম্ম গ্রহণ করিলে প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিতে হয়; উৎপীড়ন, লোক গঞ্জনা জীবনের চির সহচর করিয়া লইতে হয়। যদি মৃত্যুভয়ে তোমরা ভীত না হও, যদি মানুষের ভ্রূ ভঙ্গীতে প্রাণ আতঙ্কিত না হয়, যদি সত্য স্বরূপ ঈশ্বরকে ইহলোক ও পরলোকের এক-মাত্র গতি বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবজীবন লাভ কর।" যাথ্রেববাসীগণ সমস্বরে বলিল "নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে বিপদাপন্ন হইতে হইবে, তাহা জানিয়াই আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি। আমরা ভয় বিপদ তুচ্ছ করিয়া আপনাকে আশ্রয় দিব, হে সত্য ধর্ম্ম প্রচারক! আমরা আপনার ও ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছি।" মহম্মদ কিয়ৎকাল কোরাণ আবৃত্তি করিয়া ঈশ্বরের অপার করুণার জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের অনন্ত দয়ার অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তদলের চক্ষু হইতে জল ধারা পড়িতে লাগিল, অপূর্ব্ব ভাবের মহোচ্ছাস

উপস্থিত হইল। সে গভীর রজনীতে ভক্তদলের মধ্যে ঈশ্বরালোক প্রকাশিত হইল। যাথ্রেববাসীগণ একে একে গম্ভীর প্রতিজ্ঞা সকল উচ্চারণ করিয়া জন্মের মত ঈশ্বরের দাস হইয়া গেল। দীক্ষান্তে তাহারা মহম্মদকে বলিল "আমাদের স্ত্রী ও পুত্রদিগকে যেমন সযতনে রক্ষা করি, আপনাকেও তেমনই রক্ষা করিতে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি কিন্তু সুদিনে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আর স্বদেশে আসিতে পারিবেন না।" মহম্মদ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিব না। তোমাদের শোণিত আমার শোণিত; আমি তোমাদের, তোমরা আমার।" ইহার পর প্রত্যেকে মহম্মদের হস্তধারণ করিয়া ঈশ্বরের ধর্ম্মপ্রচার ও মহম্মদের সাহায্য করিতে পুনঃ পুনঃ দৃঢ়-সঙ্কল্প প্রকাশ করিতে লাগিল। দীক্ষাকার্য্য শেষ হইল, মহম্মদ তাহাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ জনকে নকিব অর্থাৎ প্রতিনিধি মনোনীত করিলেন। এমন সময় পৈশাচিক চীৎকারে নৈশ-গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে কে বলিয়া উঠিল "রে পামর! আজ যেমন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলি, অবিলম্বে তাহার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" নিশাকালে সে বিকট শব্দ শুনিয়া যাথ্রেববাসীগণ চমকিত হইয়া উঠিল কিন্তু মহম্মদের জ্বলন্ত বিশ্বাসপূর্ণ বাক্যে তাঁহারা সাহসী হইয়া সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিবার জন্য

প্রস্তুত হইল। জীবনে মরণে মহম্মদের সহায় হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহারা "আনসার" অর্থাৎ সাহায্য-কারী এই উপাধি লাভ করিল। নিশা অবসান হইবার প্রাক্কালে তাহারা গোপনে স্বস্থানে গমন করিল। প্রভাত না হইতেই মক্কা নগরে প্রচারিত হইল, বহু-সংখ্যক যাথে্‌ৰ-বাসী মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্রভাত না হই-তেই মক্কার প্রধান পুরুষগণ যাথে্‌ৰ নগরের বণিকগণের আবাসস্থলে উপস্থিত হইয়া বিধর্ম্মীদিগকে আত্ম-সমর্পণ করিতে আদেশ করিল। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বাহির করিতে পারিল না। দুই একজন পথভ্রান্ত যুথভ্রষ্ট যাথে্‌ৰবাসীকে ধরিয়া উৎপীড়ন করিল কিন্তু আকাবার পর্ব্বত গুহায় যাহারা অমোঘ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিল, কেহই তাহাদিগের নাম প্রকাশ করিল না। পুণ্য মাস অতীত হইল, মেলার সময় ফুরাইয়া আসিল—যাথে্‌ৰ নগরের বণিকগণ মক্কা হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গেল। মহম্মদ আবার শত্রুভয়ে গৃহমধ্যে আশ্রয় লইলেন—দিবারাত্রি আরও ভীষণ অত্যাচারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

পলায়ন।

মহম্মদ যাথ্রেববাসী বণিকদিগের সহিত জীবন মরণের সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন, যাথ্রেব নগরের বহু-সংখ্যক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত লোক নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ড আকাশের কোণে লুক্কায়িত ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা অনন্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, মক্কার পৌত্তলিকগণ মহা বিপদ দেখিয়া ভীত ও চকিত হইল। নবধর্ম্মকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য আবার বিপুল আয়োজন করিতে লাগিল। নবধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর অত্যাচার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহম্মদ শিষ্যদিগকে মক্কা নগর পরিত্যাগ করিয়া যাথ্রেবনগরে গমন করিতে আদেশ করিলেন। শতাধিক পরিবার রজনীর অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়া চিরকালের জন্য গৃহ ও আত্মীয় স্বজনের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে নগর হইতে বহির্গত হইল। দিবালোকে পর্ব্বত গুহায় লুক্কায়িত থাকিয়া অন্ধকারের আশ্রয়ে পথ চলিয়া তাহারা যাথ্রেব নগরে উপস্থিত হইল। যাথ্রেববাসীগণ তাহাদিগকে আপনা-

দের ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরম সমাদরে গৃহমধ্যে আশ্রয়দান করিল। আবুবেকার এতদিন মহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে বাস করিতেছিলেন, পৌত্তলিকদিগের উৎপীড়ন আর সহিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে আবিনিসিয়া অভিমুখে পলায়ন করিলেন। তিনি মক্কানগর হইতে দুইদিনের পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময় আহাবি জাতির পরাক্রান্ত অধিনায়ক ইবন আল দোঘেনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দোঘেনা তাঁহাকে অভয়দান করিয়া মক্কানগরে ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে আবুবেকার নিরাপদে মক্কানগরে বাস করিতে লাগিলেন। মহম্মদের অন্যান্য শিষ্যগণ প্রাণভয়ে মক্কানগর হইতে চলিয়াগেল, মক্কানগরের অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া হাহা করিতে লাগিল। যে সকল গৃহে দিবারাত্রি আনন্দের উচ্চধ্বনি হইত, পরিবারবর্গের প্রফুল্লমুখে যে গৃহ সর্ব্বদা আনন্দ নিকেতন ছিল, বালক বালিকার অট্টহাস্য ও প্রমোদ কোলাহলে যে গৃহ সর্ব্বদা শব্দায়মান থাকিত, সে গৃহে অর্গল পড়িয়াছে, গৃহস্বামী সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, পৌত্তলিকগণ তাহাদের বধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চারিদিকে শোণিত লোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। মুসলমানগণ একে একে নগর ছাড়িয়া গিয়াছে, কেবল মহম্মদ, আলী ও আবুবেকার এই ভীষণ অত্যাচার অগ্রাহ্য

করিয়া ঝটিকা ত্রস্ত মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় মহা সঙ্কটে বাস করিতে লাগিলেন।

মহম্মদের দুর্দ্ধর্ষ শত্রু আবুসোফিয়ান নগরের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছেন। নবধর্ম্ম দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে, সেধর্ম্মের প্রভাব সহস্র অত্যাচার তুচ্ছ করিয়া বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, অবিলম্বে তাহাকে সমূলে ধ্বংস না করিলে ইহার জ্যোতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইবে, আবুসোফিয়ান এই সকল চিন্তা করিয়া হিংসায় জ্বলিতে লাগিল। মক্কা নগরের পৌত্তলিকদিগকে অবিলম্বে নবধর্ম্ম সংহারের উপায় অবলম্বন করিতে আহ্বান করিল। পৌত্তলিকগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দলে দলে নাগরিক সাধারণ গৃহে সমবেত হইল। আবুসোফিয়ান গাত্রোত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন "নবধর্ম্ম দিন দিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, এতকাল ইহা দমন করিবার জন্য যত কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াছি, ততই ইহার প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন নগর জনশূন্য হইয়া গেল, মুসলমানগণ দলে দলে যাথেব নগরে গমন করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইবার আয়োজন করিতেছে। আর নিশ্চিন্ত থাকিলে সম্মুখে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের মৃত্যু দিব্যচক্ষে দেখিতেছি। মহম্মদকে সংহার করিতে না পারিলে নবধর্ম্মের প্রবল স্রোত আর কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ হইবে না। আজ সকলে সেই ব্যবস্থা কর, যাহাতে চিরকালের-মত

নিরাপদে থাকিতে পারি।” সভা গৃহ নিস্তব্ধ হইল। দ্বিতীয় বক্তা উঠিয়া বলিলেন “না, মহম্মদকে প্রাণে মারিয়া প্রয়োজন নাই। যে মহম্মদের রক্তপাত করিবে, মহম্মদের জ্ঞাতিগণ তাহাকে সবংশে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিবে। মহম্মদকে নগর হইতে চিরনির্ব্বাসন করাই যুক্তিযুক্ত।” আর একজন বলিলেন “মহম্মদকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিলেও নিস্তার নাই। দিন দিন তাহার দল বাড়িতেছে, তাহার কি যে মোহিনী শক্তি, যে তাহার সহিত দুইদণ্ড কথা বলে সেই মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে সে অনতিবিলম্বে বহুশিষ্যে পরিবৃত হইয়া মক্কানগর অধিকার করিবে। অতএব তাহাকে যাবজ্জীবনের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ কর।” সভাস্থলে নানাপ্রকার প্রস্তাব হইতে লাগিল, মহা বাক্ বিতণ্ডায় সভা গরম হইয়া উঠিল। সর্ব্বশেষে আবুজ্বাল উঠিয়া বলিল “মক্কানগরের প্রত্যেক কোরেশ পরিবার হইতে সাহসী যুবকদিগকে লইয়া একদল সংগঠন কর। ইহারা উলঙ্গ অসিহস্তে মহম্মদকে আক্রমণ এবং যুগপৎ তাহার বক্ষে অসিবিদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিবে। মহম্মদের জ্ঞাতিগণ সমবেত কোরেসদিগের প্রাণবধ করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিতে সাহস করিবে না। অবশেষে রক্তের পরিবর্ত্তে অর্থ পাইয়াই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে।” সভা গৃহ সাধু! সাধু! রবে প্রতিধ্বনিত হইল। সকলেই

এক বাক্যে আবুজালের পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ মনে করিল। প্রশস্ত বক্ষ, দিব্যতেজা যুবকগণ মহম্মদের প্রাণবধের জন্য নিযুক্ত হইল। সুতীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে লইয়া সকলেই মাংসপেটে ধরা বিদীর্ণপ্রায় করিয়া মহম্মদের গৃহপানে ধাবমান হইল। কিন্তু মহম্মদের আবাস স্থান যত সন্নিকট হইতে লাগিল, ততই তাহাদের সাহস টুটিয়া আসিল। মহম্মদকে প্রকাশ্য-ভাবে আক্রমণ করিতে ভীত হইয়া তাহারা পরামর্শ করিল, সারারাত্রি মহম্মদের বাস গৃহের দ্বারদেশে লুক্কায়িত থাকিবে, প্রত্যূষে যখন মহম্মদ প্রাতঃকৃত্য সম্পন্নের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইবেন, অমনি সকলে মিলিয়া একই সময়ে তাঁহার বক্ষে অসিবিদ্ধ করিবে। শত্রুদিগের ষড়-যন্ত্রের কথা মহম্মদ ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন, যুবক-গণ যে তাঁহার প্রাণবধের জন্য লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। গৃহের গবাক্ষদিয়া যুবকগণ মুহুর্মুহু মহম্মদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। মহম্মদ দেখিলেন পলায়ন ভিন্ন আর প্রাণ রক্ষার উপায় নাই। এতকাল অসংখ্য শত্রুর ভ্রুকুটী তুচ্ছ করিয়া নগর মধ্যে বাস করিতেছিলেন, আজ মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া পলায়ন করিতেই স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। মহম্মদ যে গৃহে বাস করিতেছিলেন, সেগৃহে একটীমাত্র দ্বার, সে দ্বারে শত্রুগণ অসিহস্তে দণ্ডায়মান, পশ্চাতে এক বাতায়ন, সেই বাতায়ন দিয়া পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন কিন্তু শত্রু-

গণ সতর্ক হইয়া তাঁহার গতি অনিমেষলোচনে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, পলায়ন করা সহজ বোধ হইল না। গৃহমধ্যে আলী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। গৃহালোক নির্ব্বাপিত হইল। নির্ম্মলাকাশের অগণ্য নক্ষত্রালোক গবাক্ষ পথে গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহাভ্যন্তর অস্পষ্টালোকে আলোকিত করিতেছিল। যখন রাত্রি গভীর হইয়া আসিল, রাজপথ জনশূন্য হইল, তখন মহম্মদ ধীরে আপনার গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলেন, আলীর বহির্বাসে আপনাকে আবৃত করিয়া, আপনার গাত্রবস্ত্র আলীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন; আলীকে আপনার শয্যায় শায়িত করিয়া স্বয়ং নীরবে মৃদু পদসঞ্চারে বাতায়ন পথে গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিলেন; অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়া দুর্গম পথ ধরিয়া আবুবেকারের গৃহাভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইলেন।

আবুবেকার পলায়ন ভিন্ন গত্যন্তর না দেখিয়া অনেক দিন পূর্ব্বে বহুমূল্যে দ্রুতগামী দুইটী উষ্ট্র ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন; পথ সম্বলের জন্য ছয়শত মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মহম্মদ আসিবামাত্র আবুবেকারের কন্যা আস্মা প্রচুর পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী উষ্ট্রের গলায় বাঁধিয়া দিলেন। রজনী অবসান হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া মক্কার দক্ষিণবর্ত্তী থর পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রত্যূষে অতি দুরবগম্য গুহা দেখিয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লইতে যাইতেছেন এমন সময় পশ্চাতে অশ্বপদধ্বনি

শুনিতে পাইলেন। ফিরিয়া দেখেন বহুসংখ্যক অশ্বারোহী তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। আবুবেকারের হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তিনি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন “ শত্রুগণ অসংখ্য, আমরা দুইজন। এবার আর প্রাণে বাঁচিলাম না।” মহম্মদ ঈশ্বরে সর্ব্বদা জীবন্ত ছিলেন, বিশ্বময় ব্রহ্মের অপার করুণা দর্শন করিয়া বলিলেন “আবুবেকার! ভীত হইতেছ? শত্রুগণ অসংখ্য বটে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর যে আমাদিগের সহিত বর্ত্তমান তাহা কি দেখিতেছ না? ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, এ সংসারে কে তাহাকে মারিতে পারে?” বিশ্বাসের জ্বলন্ত কথা শুনিয়া আবুবেকারের ভয় ভাবনা চলিয়া গেল। চতুর্দ্দিক ব্রহ্মময় দেখিয়া তিনি নির্ভয় হইলেন। শত্রুগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য আরও দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। মহম্মদ ও আবুবেকার ঈশ্বর কৃপায় আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন।

এ দিকে হত্যাকারীগণ শয্যার উপর একটী পুরুষকে শায়িত দেখিয়া নিশাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, শত্রুগণ অসি নিষ্কোষিত করিল—দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইয়া সকলেই অনিমেষ লোচনে দ্বার পানে চাহিয়া রহিল; দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, আলী বহির্গত হইলেন। মহম্মদকে না

দেখিয়া কোরেস যুবকগণ উন্মত্তপ্রায় হইল; আলীকে গভীর গর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল "মহম্মদ কোথায়?" বীরাগ্রগণ্য সত্যপরায়ণ আলী, বলিলেন "মহম্মদ আবুবেকারের ভবনে গমন করিয়াছেন আমিও তাঁহার অনুসরণ করিতেছি।" আলীর বীরদর্প ও অগ্নিসম বাক্য শুনিয়া শত্রুগণের বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। কিয়ৎকাল কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, অবশেষে সকলেই উলঙ্গ অসি বিকট ভাবে সঞ্চালন করিতে করিতে আবুবেকারের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নগর মধ্যে রাষ্ট্র হইল, মহম্মদ পলায়ন করিয়াছেন। শত্রুগণ আবুবেকারের গৃহ বেষ্টন করিয়া ফেলিল—হৃত বৎসা বাঘিনীর ন্যায় বিকট গর্জ্জনে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। আবুজ্বাল ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে আবুবেকারের কন্যা আস্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, আবুবেকার কোথায়?" আসমা বলিলেন "তিনি গৃহে নাই।" আবুজ্বাল আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। আসমার গণ্ডদেশে বজ্র মুষ্টি নিক্ষেপ করিল। শত্রুগণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরে ঘরে শোণিত পিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায় হুঙ্কার করিতে করিতে মহম্মদ ও আবুবেকারের অন্বেষণ করিতে লাগিল। গৃহস্থায়ি দ্রব্যসামগ্রী লণ্ড ভণ্ড ও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, কোথাও মহম্মদ বা আবুবেকারকে না পাইয়া গৃহের তৈজস পত্র

লুঠিয়া লইয়া বাহির হইল। দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া শত্রুগণ দলে দলে চারিদিকে মার্ মার্ শব্দে ছুটিতে লাগিল। ঘরে ঘরে, পথে পথে, শৈলে শৈলে, সর্ব্বত্র অন্বেষণ আরম্ভ হইল। মক্কা নগরে মহাত্রাসের সঞ্চার হইল। কিন্তু কোথাও মহম্মদের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

তিন দিন তিন রাত্রি মহম্মদ ও আবুবেকার থর পর্ব্বতের গুহায় বাস করিলেন। শত্রুদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য তাঁহারা যাথ্রেবের দিকে না যাইয়া তাহার বিপরীত দিকে গমন করিয়াছিলেন, কেহই সন্দেহ করিতে পারিল না যে মহম্মদ মক্কার অতি সন্নিকট থর পর্ব্বতের গুহায় লুকায়িত হইয়া আছেন। আবুবেকারের পুত্র ও কন্যা প্রতিদিন নিশীথকালে তাঁহাদিগকে আহার সামগ্রী ও নগরের সংবাদ প্রেরণ করিতেন। চতুর্থ দিনে সংবাদ আসিল, মহম্মদকে ধরিতে না পারিয়া শত্রুগণের অনেকেই নিরাশ মনে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই দিন রাত্রিকালেই পর্ব্বত গুহা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম পথে যাথ্রেব নগরে গমন করা স্থির হইল। ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুন তারিখে রজনীযোগে মহম্মদ মক্কানগর পরিত্যাগ করিলেন।

পলাতকগণ উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া লোহিত সাগরের উপকূল ভূমির অভিমুখে গমন করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, সূর্য্যোত্তাপে চতুর্দ্দিক অগ্নিময় হইয়াছে। সেই অনল

রাশি ভেদ করিয়া তাঁহারা ক্লান্ত শরীরে সমভূমির মধ্য দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দূরে অশ্ব পদধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল, পলায়নের আর স্থান নাই। মহম্মদের মস্তকের জন্য বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে, সোরাকা নামক এক বীরপুরুষ পুরস্কার লোভে মুগ্ধ হইযা শাণিত বর্ষা সঞ্চালন করিতে করিতে নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। আবুবেকার ভীত হইয়া বলিলেন "এবার আর প্রাণ রক্ষা পাইবে না।" মহম্মদ সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের কৃপা নিরীক্ষণ করিতেন, তিনি বিশ্বাস ভরে বলিলেন, "ভীত হইও না, ঈশ্বর আমাদিগকে বাঁচাইবেন।" ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাসী যুগল উষ্ট্র বেগ সম্বরণ করিলেন, নির্ভয়ে বক্ষ পাতিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সোরাকা দৃঢ় মুষ্টিতে বর্ষা ধরিয়া মহম্মদের বক্ষ বিদ্ধ করিতেছে, মহম্মদ তখনও অটল, অচল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহম্মদের দেহ বিদীর্ণ হইয়া ভূতলশায়ী হইবে, বর্ষার সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ মহম্মদের বক্ষ স্পর্শ করিয়াছে, হঠাৎ সোরাকার অশ্ব পদস্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সোরাকা ভয়ে জড়প্রায় হইয়া মহম্মদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। মহম্মদের দয়াল প্রাণ তাহার কাতরোক্তিতে বিগলিত হইল। তিনি মারাত্মক শত্রুকে ক্ষমা করিলেন। আবুবেকার এক খণ্ড অস্থির উপর তাহার অপরাধ ক্ষমার নিদর্শন পত্র লিখিয়া দিলেন।

পলাতকগণ দুর্গম গিরিশঙ্কট ও মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সশঙ্কচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। অষ্টম দিনে যাথ্রেব নগরের এক ক্রোশ দক্ষিণবর্ত্তী কোবা নামক পর্ব্বত শৃঙ্গে উত্তীর্ণ হইলেন। এই পর্ব্বতের উপর যাথ্রেব নগরের ধনীগণ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া পার্ব্বতীয় বিশুদ্ধ সমীরণ সেবন করিতেন। পীড়িত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এই পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিত। পর্ব্বতের আপাদ মস্তক লেবু, দাড়িম্ব, কমলা, পীচ, আখরোট, দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল, স্থলপদ্ম প্রভৃতি নানাজাতীয় ফুলে আচ্ছাদিত ছিল। পর্ব্বতের কুক্ষি হইতে নানা ধারায় নানা স্থান হইতে নির্ম্মল প্রস্রবণ উৎসরিত হইয়া উঠিতেছিল। বহুদিনের ক্লান্তির পর, পলাতকগণ এমন মনোহর শ্যামলচ্ছায়াবিশিষ্ট স্থান দর্শনে পুলকিত হইয়া বিশ্রামের জন্য উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে করুণার আধার জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সুশীতল জলে দগ্ধ শরীর স্নিগ্ধ করিলেন। যে স্থানে মহম্মদ প্রথম পদ ক্ষেপ করেন, সেই স্থানে আল তাকোয়া নামে এক ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। আজিও মুসলমানগণ সেই ভজনালয় পরমশ্রদ্ধার সহিত সম্মান করিয়া থাকেন। আলতাকোয়ার সন্নিকটে এখনও এক সুগভীর কূপ বর্ত্তমান আছে। এই কূপের সন্নিকট বৃক্ষচ্ছায়ায় মহম্মদ বিশ্রাম করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর পর্ব্বত শৃঙ্গে দণ্ডায়-

মান হইয়া দেখিতে পাইলেন, পশ্চিমে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত জেবেল আরার পর্ব্বত মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে; দক্ষিণে ও পূর্ব্বে নেজদ উপত্যকা দৃষ্টি ব্যাপিকা রেখা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে; উত্তরে নানা জাতীয় বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকা ভূমি ও যাথ্রেব নগর। সে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া মহম্মদ পুনঃ পুনঃ ভক্তি ভরে জগদীশ্বরকে প্রণাম করিলেন।

যাহারা ইতিপূর্ব্বে মক্কা হইতে পলাইয়া যাথ্রেব নগরে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা মহম্মদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে উল্লাস ধ্বনিতে চারিদিক উৎসবময় করিয়া কোবা পর্ব্বতে গমন করিল। বোরেদা ইবন হোসেব নামক এক প্রধান পুরুষ সপ্ততিজন অনুচরসহ আগমন করিয়া মহম্মদের নিকট নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। পারস্য-দেশীয় সলমান নামক আর একজন প্রসিদ্ধ লোক এখানে আসিয়া মহম্মদের শিষ্য হইলেন। এই সলমান পূর্ব্বে একজন ভক্তিমান পৌত্তলিক ছিলেন। একদা কোন খৃষ্টীয় ভজনালয়ের উপাসনা শ্রবণ করিয়া পৌত্তলিকতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। সদ্ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য নানাদেশ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন, অবশেষে কোবা পর্ব্বতে মহম্মদের উপদেশ শুনিয়া নবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সলমান বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম-শাস্ত্রে তাঁহার অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য ছিল। মহম্মদের শত্রুগণ

বলিত, সলমান কোরান রচনা এবং মহম্মদ তাহা আপনার বলিয়া ঘোষণা করিতেন। কিন্তু সলমান আরবীভাষা কিছুই জানিতেন না, কোরাণ অতি বিশুদ্ধ আরবীভাষায় রচিত সুতরাং এ অপবাদ যে অমূলক তাহার কোন সন্দেহ নাই।

দিনে দিনে মহম্মদের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাথেব্রবাসীগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। সকলের মুখেই "একমেবা-দ্বিতীয়ং।" এক ঈশ্বরের নামে মানব সাগর যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে মন্দিরে মন্দিরে দেব দেবী চূর্ণ হইতে লাগিল, কেবল উপাসনার উচ্চধ্বনি, ঈশ্বর নামে কোলাহল ও ভক্তিস্রোত বহিয়া চলিল। এমন সময়ে আলী কোবা পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহম্মদের পলায়নের পর কোরেসগণ আলীকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়া মহম্মদের সংবাদ অবগত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, আলী যাহাতে নগর হইতে পলায়ন করিতে না পারেন তজ্জন্য তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, আলী কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। দিনে গিরিগুহায় লুকাইয়া থাকিতেন, রাত্রিকালে পথ চলিতেন, এইরূপে পদব্রজে মরুসাগর পার হইয়া কোবা পর্ব্বতে মহম্মদের সহিত মিলিত হইলেন। মহম্মদ কোবা পর্ব্বতে চারিদিন বাস করিলেন,

তাঁহার শিষ্য সেবকগণ তাঁহাকে আপনাদের নগরে লইয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই মুসলমানী প্রথম রবি মাসের ১৬ই তারিখ শুক্রবার মহম্মদ যাথ্রেব নগরে প্রবেশ করা স্থির করিলেন।

শুক্রবার প্রত্যূষে মহম্মদ স্নান করিলেন, অমল ধবল বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহের বাহির হইলেন। গৃহের বাহিরে সহস্রলোক তাঁহার দর্শন মানসে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। তিনি সকলকে নিকটে আহ্বান করিলেন। হস্ত দুইটী জোড় করিয়া প্রাণ খুলিয়া সর্ব্বপ্রথমে ভগবানকে ডাকিলেন। নিজের জীবনে ঈশ্বরের জীবন্ত কৃপার সাক্ষী দেখিয়া কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহাকে কত ধন্যবাদ করিলেন। যিনি কয়েদীর ন্যায় মক্কানগরে বাস করিতেছিলেন, যাঁহাকে সকলে ঘৃণা ও উপেক্ষা করিত, যাঁহার প্রাণবধের জন্য শতলোক শতদিকে ছুটিতেছিল, তিনি আজ নিরাপদ স্থান লাভ করিয়া জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিবার সুবিধা পাইলেন; যে প্রভু পরমেশ্বরের নাম ঘোষণা করিবার জন্য দিবা নিশি ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেন, মন খুলিয়া তাঁহার কৃপার কথা বলিতে পারিবেন; আজ এই সকল কথা মনে উঠিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাভরে অভিভূত করিল। তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন "এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, তিনিই একমাত্র মানবের উপাস্য, তাঁহা ভিন্ন পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

নরহত্যা ও ব্যভিচার পরিত্যাগ কর, স্ত্রীজাতির প্রতি নিগ্রহ পরিহার কর, একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের ভজনা কর।" নবধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সকলকে বুঝাইয়া দিয়া মহম্মদ উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। হোসেব ও তাঁহার সপ্ততি জন অনুচর অশ্বারোহণ করিয়া মহম্মদের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার মস্তকোপরি আতপত্র বিস্তৃত করিল, হোসেব আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আপনার উষ্ণীষ বস্ত্রে পতাকা প্রস্তুত করিয়া তাহা আকাশে উড়াইয়া দিলেন। মহম্মদ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সুবিস্তৃত পথ. দুই পার্শ্বে পরম সুন্দর বৃক্ষরাজি ফল পুষ্পভরে অবনত, লতা কুসুমের সৌরভে চারিদিক আমোদিত, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যে মহম্মদের প্রাণ প্রফুল্ল হইল। এদিকে মুসলমানগণের হর্ষধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দূর দূরান্তরের পর্ব্বতে সে ধ্বনি পৌঁছিয়া সমুদয় উপত্যকা কেবল জয় জয়কার করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যিনি প্রাণ ভয়ে গৃহ ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন, ঈশ্বর প্রসাদে তিনিই আজ রাজ সম্মান লাভ করিলেন, মহম্মদের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। নগরের সন্নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র আবাল বৃদ্ধ নরনারী তাঁহাকে দেখিবার জন্য গৃহছাড়িয়া দৌড়িয়া আসিল। অনেকেই আবুবেকারকে মহম্মদ মনে করিয়া তাঁহার নিকট প্রনত হইতে লাগিল—আবুবেকার সকলকে

ডাকিয়া মহম্মদকে দেখাইয়া দিলেন। সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া মহম্মদের অভ্যর্থনা করিল। ক্রমে মহম্মদ যাথেব নগরে প্রবেশ করিয়া আবু আয়ুব নামক এক ভক্তিমান মুসলমানের গৃহে বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। বহু দুর্দ্দিনের পর মহম্মদ ঈশ্বর প্রসাদে সুদিন লাভ করিলেন। ঈশ্বরের ভক্ত সন্তান ঘোর পরীক্ষার পর নিরাপদ স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। যাথেব নগর এই সময় হইতে মদিনা নামে বিখ্যাত হইল। *

* মহম্মদের আগমন হইতে যাথেবনগরের নাম মেদিনাৎ—এল—নবি অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তার নগর নাম হইল। মেদিনা অর্থ নগর। মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা পলায়ন হিজিরা নামে বিখ্যাত। পলায়নের সপ্তদশ বর্ষ পরে খলিফা ওমার হিজিরা সন প্রচলিত করেন। অনেকের বিশ্বাস এই, মহম্মদ যে দিন মক্কা হইতে পলায়ন করেন, সেই দিন হইতে হিজিরা সন গণনা করা হয়। বাস্তবিক ঘটনা তাহা নহে। প্রথম রবি মাসের ৪ঠা তারিখ, ইংরেজী ২০এ জুন মহম্মদ পলায়ন করেন, হিজিরা সন তাহার পরবর্ত্তী মহরম মাসের ১লা তারিখ, ইংরেজী ১৫ই জুলাই হইতে গণনা করা হইয়াছিল। মহরম মাসই মুসলমানী বৎসরের প্রথম মাস।

অষ্টম অধ্যায়।

মদিনা।
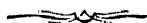
জীবন্ত ধর্ম্ম অনল সমান। ইহার প্রভাবে বহুশতাব্দী স্থায়ী হিংসা বিদ্বেষ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হয়—ঘোর শত্রু প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যায়। মদিনা নগরে স্মরণাতীত কাল হইতে আউস ও খাসরাজ জাতির মধ্যে মারাত্মক শত্রুতা ছিল, ইহারা পরস্পরের রক্ত পানের জন্য সর্ব্বদা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ভ্রমণ করিত। মহম্মদের আগমনে ইহাঁরা উভয়েই নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। উভয় জাতি বহুদিনের প্রতি-হিংসা স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিয়া গেল। সকলেই একমাত্র ঈশ্বরের উপাসক হইয়া প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হইল, নব ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া এক মন এক প্রাণ হইয়া নূতন রাজ্যের সূত্রপাত করিল। মদিনা বাসী মুসলমানগণ নব-ধর্ম্মের সাহায্য করাতে আনসার অর্থাৎ সাহায্যকারী এই গৌরব সূচক উপাধি লাভ করিল। ধর্ম্মের জন্য নিগৃহীত ও স্বদেশ হইতে পলায়িত মক্কাবাসী-গণ মহাজেরিন অর্থাৎ নির্ব্বাসিত এই নামে অভিহিত

হইল। আনসার ও মহাজেরিনদিগকে একতা সূত্রে বাঁধিবার জন্য মহম্মদ এক ভ্রাতৃমণ্ডলী স্থাপন করিলেন। তাঁহারা সুখে দুঃখে জীবনে মরণে পরস্পরের সহায়তা করিতে অক্ষয় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল। যাঁহারা অনন্ত আহবে নিযুক্ত থাকিয়া দ্বন্দ্ব কলহ করাই জীবনের সার-ব্রত মনে করিয়াছিল, তাহারা ধর্ম্মের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া একই লক্ষ্য সাধনে মাতিয়া গেল।

একমাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের নাম প্রচার করাই মহম্মদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। মদিনার সর্ব্বময় প্রভু হইয়া তিনি জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন না, ক্ষমতা তাঁহাকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হইল না। মুসলমান ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব প্রচার ও প্রকাশ্য ভাবে ঈশ্বরারাধনা করিবার জন্য তিনি অনতিবিলম্বে এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তালচ্ছায়াযুক্ত এক রমণীয় সমাধি স্থান মন্দির নির্ম্মাণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। সমাধি স্থানের অধিস্বামী বিনামূল্যে স্থান দান করিতে উৎসুক হইল কিন্তু তাহাদিগকে গরিব জানিয়া মহম্মদ উপযুক্ত মূল্যে ভূমি ক্রয় করিলেন। মৃত দেহ তথা হইতে অপসারিত হইল, গরিব মুসলমানদিগের গরিব মন্দির নির্ম্মিত হইতে লাগিল। মুসলমান ধর্ম্মে কোন আড়ম্বর ছিল না, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর পথে ঘাটে বনে প্রান্তরে সর্ব্বত্র উপাসিত হইতেন, সরল ও পবিত্র হৃদয়ই তাঁহার উপাসনার অনু-

কূল স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। বাহিক সর্ব্বপ্রকার চাকচিক্যহীন মন্দির প্রস্তুত হইতে লাগিল। মহম্মদ স্বহস্তে এই মন্দির গঠনে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মৃত্তিকা ও ইষ্টকে প্রাচীর, তালবৃক্ষ কাণ্ডে স্তম্ভ এবং তাল পত্রে ছাদ নির্ম্মিত হইল। মন্দির দীর্ঘ প্রস্থে ১২৫ বর্গগজ এবং তাহাতে তিনটী দ্বার প্রস্তুত হইল। করুণা, গেব্রি-য়েল ও কেব্‌লা নামে দ্বার তিনটী অভিহিত হইল। নিরা-শ্রয় গৃহ শূন্য লোকদিগের আবাসের জন্য ঈশ্বরের গৃহের কিয়দংশ পৃথক করিয়া রাখা হইল। মহম্মদের পরবর্ত্তী সময়ে এই মস্‌জিদ নানা কারু কার্য্যে বিভূষিত ও পুনর্গঠিত হইয়াছে কিন্তু অদ্যাপি তাহা মসজিদ-আল নবি নামে মুসলমান জগৎ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া আসি-তেছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম্মের প্রথম ভজনালয়।

এতকাল মুসলমানগণের কোন নির্দ্দিষ্ট উপাসনালয় ছিল না। শত্রুভয়ে ভীত হইয়া তাঁহারা যথা তথা গোপনে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। মহম্মদ এতকাল প্রকাশ্য উপাস-নার কোন পদ্ধতি প্রস্তুত করেন নাই, সুতরাং উপাসক-দিগকে ভজনার জন্য আহ্বান করিবার কোন উপায় বাহির করার প্রয়োজন ছিল না। এখন বিস্তৃত ভজ-নালয় হইয়াছে, উপাসকদিগকে কি প্রকারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমবেত করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, য়িহুদীদিগের ন্যায় ভেরী বাজাইয়া

সকলকে আহ্বান করিবেন, আর বার ভাবিলেন উচ্চস্থানে অগ্নি জ্বালিয়া বা জয় ঢাক বাজাইয়া সকলকে একত্রিত করিবেন। অবশেষে জৈয়দের পুত্র আব্দাল্লা বলিলেন "আমি স্বপ্নাবেশে উপাসকদিগকে ডাকিবার এক উপায় পাইয়াছি। 'ঈশ্বর মহৎ, ঈশ্বর মহৎ, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, প্রার্থনা করিতে আইস, প্রার্থনা করিতে আইস, ঈশ্বর মহৎ, ঈশ্বর মহৎ, প্রার্থনা করিতে আইস, প্রার্থনা করিতে আইস, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই ' এই বলিয়া ডাকিবার প্রথা অবলম্বন করা হউক।" উপাসকদিগকে অহ্বান করিবার এই প্রথাই মহম্মদ হৃষ্টচিত্তে অবলম্বন করিলেন। প্রভাত কালে পূর্ব্বোক্ত আহ্বান ধ্বনির সহিত "নিদ্রা হইতে প্রার্থনা শ্রেষ্ঠতর, নিদ্রা হইতে প্রার্থনা শ্রেষ্ঠতর।" এই অংশ সংযোগ করা হইয়া থাকে। মহম্মদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই আহ্বান ধ্বনি মুসলমান জগতের মসজিদে মসজিদে দিনে পাঁচবার প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

রাত্রিকালে কাষ্ঠ জ্বালাইয়া এই মন্দির আলোকিত করা হইত। ইহাতে যথেষ্ট আলো না হওয়াতে মৃৎপাত্রে তৈল ও সলিতা সংযোগে প্রদীপ জ্বালিবার ব্যবস্থা করা হয়। মহম্মদ মন্দিরাভ্যন্তরে মৃত্তিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ ও উপাসনা করিতেন, তাঁহার অমৃত মাখা কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তদিগের হৃদয় গলিয়া যাইত, ঈশ্বরের

জীবন্ত সত্বা অনুভব করিয়া তাঁহারা নবজীবন লাভ করিতেন। কিন্তু যাঁহারা পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইতেন, তাঁহারা তাঁহার মুখ দর্শন করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে ক্ষুণ্ণ হইতেন, এই জন্য মন্দিরে বেদী নির্ম্মিত হইল। উপাসনাকালে মহম্মদ এই বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের অনন্ত প্রস্রবণ খুলিয়া দিতেন। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মের সত্বা দর্শন করিয়া নবতেজে বলীয়ান হইয়া উঠিত। প্রতিদিন বিশেষতঃ প্রতি শুক্রবার মধ্যাহ্নকালে মুসলমানগণ এখানে উপাসনার জন্য মিলিত হইয়া দিনে দিনে এক প্রাণ হইয়া গেল।

মদিনা ও তাহার চতুষ্পার্শে বহুসংখ্যক য়িহুদী বাস করিত। ইহারা বহুকাল স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ত্রাণকর্ত্তা মেসায়ার আশায় নানা দেশে বাস করিতেছিল। মেসায়ার আবির্ভাবে তাহারা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পরাজিত করিবে, পৃথিবীর সমুদয় জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবে, আবার জন্মভূমি পালেস্তাইনে গমন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবে, এই আশা হৃদয়ে ধরিয়া বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া নানা দেশে বাস করিতেছিল। মহম্মদের আবির্ভাবে তাহারা মনে করিয়াছিল, এতকাল পরে বুঝি বিধাতা সদয় হইয়া ত্রাণকর্ত্তাকে প্রেরণ করিয়াছেন। মহম্মদের অদম্য উৎসাহ, উজ্জ্বল বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহারা দলে দলে তাঁহার শরণাপন্ন হইল। কিন্তু যত

দিন যাইতে লাগিল য়িহুদীগণ দেখিল মহম্মদ খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নির্ম্মূল করা দূরে থাকুক, খৃষ্টকে ধর্ম্ম জগতের উচ্চ আসন প্রদান করিয়া তাঁহার সম্মান করিতেছেন, অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, যে আসিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে তাহাকেই ভ্রাতা বলিয়া অভ্যর্থনা করিতেছেন, মহম্মদের বিশ্বজনীন-প্রেম ও উদারতা দেখিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যেই য়িহুদীগণ বলিতে লাগিল, "ইনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা মেসায়া নহেন।"

মহম্মদ যত মহানুভবতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, য়িহুদীগণ ততই তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে ঘোর শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিল। মহম্মদ তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মদিনায় আগমন করিয়া তিনি তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে আপনাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, তাহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সম্ভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি য়িহুদীদিগের মন ফিরিল না। তাহারা প্রকাশ্যে মহম্মদের সহিত বন্ধুতা দেখাইতে লাগিল কিন্তু গোপনে তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল।

মদিনা নগর সুশাসনের জন্য মহম্মদ অপূর্ব্ব ব্যবস্থা প্রণালী প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। এতকাল তিনি ধর্ম্মালোচনা ভিন্ন আর কোন কায করেন নাই। আরব দেশে লোক শাসনের কোন ব্যবস্থা ছিল না, মহম্মদ কখনও কোন দেশের শাসন প্রণালী অবগত ছিলেন না কিন্তু "ঈশ্বর পিতা ও মানব জাতি ভ্রাতা" এই গভীর সত্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তাহারই আলোকে অচিন্তনীয় ব্যবস্থা শাস্ত্র বিধিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে যে ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার শাসন ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যাহা করিতেন তাহাই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া করিতেন। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া ঘোষণা পত্রে লিখিলেন "পরম কারুণিক ঈশ্বরের নামে ঘোষণা করিতেছি যে, মক্কা ও মদিনাবাসী মুসলমান ও তাঁহাদের সাহায্যকারীগণ এক জাতিতে পরিণত হইবে। সংগ্রামও শান্তিতে সকল মুসলমান এক প্রাণ হইবে, স্বধর্ম্মদ্রোহীর সহিত কেহ একাকী শান্তি স্থাপন বা যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে না। যে সকল য়িহুদী আমাদের সাধারণ তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে কেহ অপমান বা উপদ্রব করিতে পারিবে না—তাহারা মুসলমানদিগের ন্যায় সর্ব্ব প্রকার অধিকার ভোগ করিবে, মদিনাবাসী য়িহুদীগণ মুসলমানদিগের সহিত এক জাতি বলিয়া গণ্য হইবে।

তাহারাও মুসলমানদিগের ন্যায় স্বাধীন ভাবে আপনাদের ক্রিয়াকলাপ-সম্পন্ন করিতে পারিবে; য়িহুদীদিগের সহিত যাহারা সন্ধি সূত্রে বদ্ধ তাহারাও ঐ সকল অধিকার উপভোগ করিবে। শত্রুর আক্রমণ হইতে মদিনা রক্ষা করিতে মুসলমান ও য়িহুদী এক হৃদয় হইয়া পরিশ্রম করিবে। অপরাধীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে—যাহারা অন্যায় কার্য্য ও শান্তি-ভঙ্গ করিবে, প্রত্যেক মুসলমান তাহাকে ঘৃণা করিবে; অপরাধী অতি নিকট আত্মীয় হইলেও তাহাকে কেহ আশ্রয় দিবে না। যাহারা এই ঘোষণা পত্র মান্য করিবে, মদিনা নগরে তাহারা সুরক্ষিত হইবে। কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে বিবাদকারীগণ ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক তাহার নিষ্পত্তির ভার মহম্মদের উপর অর্পণ করিবে।" স্মরণাতীত কাল হইতে যাহারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করিতেছিল, যে দেশে অহর্নিশি দুর্ব্বল সবলের পদতলে নিষ্পেষিত হইতেছিল, যেখানে ঘোর অপরাধের কোন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না, যাহারা বর্ব্বর প্রকৃতি পরিচালিত হইয়া উদ্দাম ইন্দ্রিয় তাড়নায় যথেচ্ছবিচরণ করিত, মহম্মদের অনুশাসনে সেই জাতির মধ্যে মহত্ত্বের বীজ বপিত হইল, মদিনাবাসী নিরাপদে আপনাদের অধিকার সম্ভোগ করিতে লাগিল। মহম্মদকে ধর্ম্মগুরু ও শাসন কর্ত্তার পদে আসীন করিয়া সকলেই প্রফুল্ল হইল।

য়িহুদীগণ বাণিজ্য বলে মরুভূমি মধ্যেও ধনোপার্জ্জন

করিত, ধন বলে মরুক্ষেত্রে আরাম নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত কিন্তু দুর্দ্দান্ত আরব জাতির দৌরাত্ম্যে ও দস্যু-তায় তাহারা অসীম ঐশ্বর্য্য লইয়া সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে দিন-পাত করিত। মহম্মদের শরণাগত হইলে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে, এই আশায় তাহারা মদিনার সাধা-রণ তন্ত্র ভুক্ত হইল।

মহম্মদের আত্মীয় স্বজনগণ অনেকে মক্কা হইতে পলা-য়ন করিয়া মদিনায় আশ্রয় লইতে লাগিল। মহম্মদের দ্বিতীয়া পত্নী সওদা এবং খাদিজার গর্ভ সম্ভূতা ফতেমা ও ওম্ম কোলথাম মদিনায় আগমন করিলেন। আবুবেকারের কন্যা আয়েসাও মদিনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতি-পূর্ব্বেই আয়েসার সহিত মহম্মদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু আয়েসার বয়স তখন কেবলমাত্র সাত বৎসর ছিল। যদিও আরব দেশে অতি শৈশবেই বিবাহ হইত, এবং অল্প বয়সেই কন্যাগণ যুবতী হইতেন, তথাপি মহম্মদ আয়েসাকে তখন বিবাহ করেন নাই। আয়েসা মদিনায় উপস্থিত হইলে আবুবেকারের আগ্রহে মহম্মদ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। অতি গরিব ভাবে বিবাহ সম্পন্ন হইল—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে দুগ্ধপান করাইয়া তৃপ্ত করা হইল। ইহারই কিয়ৎকাল পরে ফতেমার সহিত আলীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। ফতেমা অতুলনীয়া সুন্দরী ছিলেন। বিবাহকালে তাঁহার বয়স প্রায় ষোড়শ

বর্ষ হইয়াছিল,আলীর বয়স তখন পঞ্চবিংশ বর্ষ মাত্র। মহম্মদ মদিনার সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছিলেন কিন্তু পূর্ব্বেও যেমন গরিব ছিলেন,মদিনার একাধিপতি হইয়াও তাঁহার গরিববেশ ঘুচিল না। কন্যার বিবাহ গরিবভাবেই সম্পন্ন করিলেন। নিমন্ত্রিতদিগকে খর্জ্জুর ও ওলিব ফলে পরিতুষ্ট করিলেন। বরকন্যার শয়নের জন্য মেষচর্ম্ম, কন্যার আভরণের মধ্যে দুইখানি বস্ত্র, একখানি মস্তকাবরণ, গৃহস্থালীর জিনিসের মধ্যে একটী জলপাত্র, এক জাঁতা, দুইটা জলাধার উপহার দিলেন। আলী মহাপরাক্রান্ত বীর ও ধর্ম্ম বলে তেজীয়ান পুরুষ ছিলেন, ফতেমা রূপে গুণে জগৎ পূজনীয়া। ইহাঁদের নাম স্মরণ পথে উদিত হইলে আজিও মুসলমান হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে।

মহম্মদ মদিনার ধর্ম্মগুরু ও একাধিপতি হইলেন; ইচ্ছা করিলে রাজসুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেন কিন্তু পৃথিবীর সুখ তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি কখনও অনাবৃত মৃত্তিকায়, কখনও বা সামান্য মাদুরের উপর শয়ন করিতেন; কখনও খর্জ্জুর, কখনও বা অনায়াসলব্ধ দুগ্ধ ও মধুর সহিত রুটী সেবন করিতেন। নিজ হস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া গৃহ পরিষ্কার করিতেন, রাত্রিকালে স্বয়ং অগ্নি-জ্বালিতেন, বস্ত্র ও বিনামা নিজের হস্তে মেরামত করিতেন। গৃহে তাঁহার ভৃত্য ছিলনা, সকল কার্য্যই নিজে সম্পন্ন করিতেন। যাঁহার ইঙ্গিতে শিষ্যগণ পৃথিবীর সমস্ত

ঐশ্বর্য্য তাঁহার চরণতলে ঢালিয়া দিতে পারিত, তিনি এমন দীন দরিদ্রের ন্যায় জীবন ধারণ করিতেন, ভিখারীর বেশে পৃথিবীর তুচ্ছ বিভবের প্রতি উদাসীন হইয়া দিবানিশি ঈশ্বরের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতেই পরিশ্রম করিতেন।

দিনে দিনে মহম্মদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু পরস্বলুণ্ঠন করা যাহাদের ব্যবসা ছিল, মদিনায় একাধিপত্য স্থাপন করা যাহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহারা আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তি পরিচালনের পথ অবরুদ্ধ দেখিয়া গোপনে মহম্মদের ক্ষমতা চূর্ণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। মদিনা নগরে আব্দুল্লা ইবন-উবেব নামক এক পরক্রান্ত ব্যক্তি বাস করিত। এক সময়ে সে মদিনার রাজা হইবার আশা করিয়াছিল—মহম্মদের আগমনে সে আশায় নিরাশ হইয়া পৌত্তলিকদিগের সহিত গোপনে মিলিত হইল এবং মহম্মদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

নবম অধ্যায়।

সংগ্রাম।

মহম্মদ স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন—তথাপি কোরেসদিগের শত্রুতার হ্রাস হইল না। মহম্মদ মদিনার একচ্ছত্র প্রভু হইয়াছেন—মদিনাবাসী তাঁহাকে রাজসম্মান প্রদান করিতেছে, মক্কা হইতে দলে দলে লোক মদিনায় গমন করিতেছে, মরুভূমিবাসী সমরপ্রিয় বেদুইনগণ তাঁহার শিষ্য হইতেছে—দিনে দিনে মুসলমানের জয় নাদ গগন কম্পিত করিতেছে—কোরেসগণ মহা বিপদ গণিয়া শত্রুকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। মদিনা নগরে আব্দুল্লা ইবন-উবেব বড় ক্ষমতা-শালী ছিল। আব্দুল্লার সুদীর্ঘ বপু, মনোহর রূপ, ভদ্র ব্যবহার, সুমিষ্ট কথায় সকলেই মুগ্ধ হইত। আব্দুল্লা মহম্মদের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিত, প্রতিদিন নিয়মিত রূপে উপাসনালয়ে উপস্থিত হইত, শ্রদ্ধা ভক্তিতে মহম্মদকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সে বাহিরে সৌজন্যতার বেশ পরিধান করিয়া অন্তরে

হলাহল পোষণ করিত। গোপনে মহম্মদের গতিবিধির সংবাদ কোরেসদিগের নিকট প্রেরণ করিতে লাগিল।

য়িহুদীগণ স্বার্থানুরোধে বাহিরে মহম্মদের সহিত সখ্যতা প্রদর্শন করিতে লাগিল কিন্তু গোপনে পৌত্তলিক-দিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য উৎসুক হইল। মহম্মদ একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছিলেন, য়িহুদীগণও এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন দেবতা মানিত না, অথচ কি আশ্চর্য্য, তাহারা মহম্মদের ধ্বংসের জন্য পৌত্তলিক-দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। মক্কাবাসী বণিকগণ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের জন্য বিদেশে প্রেরিত হইল—মদিনা অবরোধের জন্য তাহারা মহা আয়োজন করিতে লাগিল। য়িহুদী ও আব্দাল্লার ষড়যন্ত্র ও মক্কাবাসীর দুর-ভিসন্ধির কথা শ্রবণ করিয়া মহম্মদ আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার শিষ্য ও আশ্রয়দাতাগণ পাছে তাঁহার জন্য সবংশে ধ্বংস হয়, এই ভয়ে তিনিও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মক্কার বিদেশগামী বণিকগণ স্বদেশে ফিরিলেই কোরেসগণ মদিনা আক্রমণ করিবে, এবং আব্দাল্লা নগরাভ্যন্তর হইতে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহম্মদ অবিলম্বে শত্রুর ষড়যন্ত্র ভঙ্গ করিতে মনস্থ করিলেন।

মদিনার চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় লোক বাস করিত—তাহাদিগকে হস্তগত করিবার জন্য কোরেসগণ দূত

প্রেরণ করিয়াছিল। মহম্মদও তাহাদিগকে বাধ্য রাখিবার জন্য হামজা, ওবেদা প্রভৃতি বীর পুরুষদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন—ইহাঁরা বিনা রক্তপাতে বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগকে স্বদলভুক্ত করিতেছিলেন, এমন সময় কার্জ নামক একজন কোরেস দল বল লইয়া মদিনারাজ্য আক্রমণ করিল। দেশ উৎসন্ন, গ্রাম ভস্মীভূত, দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিতে করিতে কার্জ মদিনা নগরের প্রাচীর পর্য্যন্ত গমন করিল। অসংখ্য উষ্ট্র অপহরণ করিয়া সে পলাইয়া যাইতেছিল, এমন সময় মুসলমানগণ সজ্জিত হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য বাহির হইল। মুসলমানগণ বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিল না। কার্জ লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া মক্কা রাজ্যে প্রবেশ করিল। কোরেসদিগের সহিত সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

৬২৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংবাদ আসিল, মক্কাবাসীগণ প্রভূত যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতেছে, তাহারা অবিলম্বে মদিনা আক্রমণ করিতে যাত্রা করিবে। মহম্মদ শত্রুপক্ষের সংবাদ জানিবার জন্য আটজন লোক প্রেরণ করিলেন। যাশের পুত্র অমিত তেজা আব্দুল্লা এই দলের অগ্রণী হইয়া গেলেন। মহম্মদ মুখে তাহাকে মক্কার দিকে গমন করিতে বলিয়া তাহার হস্তে একখানি দৃঢ়বদ্ধ পত্র অর্পণ করিলেন এবং বলিয়া

দিলেন মদিনা হইতে বহুদূর গমন করিলে পর এই পত্র খুলিয়া পাঠ করিবে। আব্দুল্লা মহম্মদের আদেশানুসারে একদিন পথিমধ্যে পত্র খুলিয়া অবগত হইলেন, মহম্মদ তাহাকে তাইফ ও মক্কার মধ্যবর্ত্তী নেকলা নামক স্থানে গোপনে অবস্থিতি করিয়া শক্রর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। আব্দুল্লা সংগোপনে নেকলা বাস করিতেছেন, একদিন দেখিলেন, একদল বণিক মক্কার দিকে গমন করিতেছে। তিনি স্বভাবতঃ দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন—শক্রগণের দর্শন পাইয়া আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। মহাতেজে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন; একজনের প্রাণ সংহার, দুইজনকে বন্দী ও বহু মূল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া মদিনা গমন করিলেন। আব্দুল্লার ব্যবহারে মহম্মদ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। তিনি বারংবার তাঁহাকে র্ভৎসনা করিয়া বলিলেন "তুমি কেন এমন কায করিলে? যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতেই আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছিলাম।" এই অন্যায় যুদ্ধের জন্য মহম্মদ অসন্তুষ্ট হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিলেন না। আরবদিগের পবিত্র রজব মাসে এই যুদ্ধ হওয়াতে দেশময় মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, চির প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে সকলেই মহম্মদের উপর খড়্গহস্ত হইল। মুসলমানগণও পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ

করাতে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া মহম্মদের নিকট তাহার সন্তোষজনক উত্তর চাহিলেন। মহম্মদ তাঁহাদিগকে বলিলেন "কোরেসগণ পুণ্যমাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, সে সময়ে যুদ্ধ করা মহা পাপ। কিন্তু ঈশ্বরের পথ হইতে মানুষকে দূরীকৃত করা, তাঁহাকে বিশ্বাস না করা, ঈশ্বরের মন্দির হইতে তাঁহার বিশ্বাসীগণকে নির্ব্বাসিত করা তদপেক্ষাও গুরুতর পাপ।" মহম্মদ অনতিবিলম্বে বন্দীদিগকে মুক্ত এবং যথা সাধ্য অন্যায় কার্য্যের প্রতিকার করিলেন।

এ দিকে কোরেসগণ দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। বিদেশগামী কোরেস বণিকগণ সিরিয়া হইতে বাণিজ্য দ্রব্য ও যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম লইয়া স্বদেশে ফিরিতে লাগিল। মহম্মদ দেখিলেন যদি এই সকল যুদ্ধোপকরণ কোরেসদিগের হস্তগত হয়, তবে আর মদিনার নিস্তার নাই—মহম্মদের আদেশে তিন শত চতুর্দ্দশ জন বীর পুরুষ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইল—স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজনের রক্ষার্থ তাহারা আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য মদিনা হইতে যাত্রা করিল। আবুসোফিয়ান মক্কার বণিকদলের অধিনায়ক ছিল। তাহার সঙ্গে এক সহস্র উষ্ট্র বিবিধ পণ্য দ্রব্যে ভারাক্রান্ত হইয়া যাইতেছিল। মুসলমানদিগের আগমান বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আবুসোফিয়ান মক্কানগরে দ্রুতগামী অশ্বে

দূত প্রেরণ করিল—দূত মক্কানগরে বিপদবার্ত্তা ঘোষণা করিবামাত্র আবুজ্বাল ভেরী ধ্বনিতে সকলকে জাগাইয়া তুলিল ; আবুসোফিয়ানের স্ত্রী হেণ্ডা তাহার পিতা ভ্রাতা ও খুল্লতাতকে অবিলম্বে অস্ত্র লইয়া রণক্ষেত্রে যাইবার জন্য ঘন ঘন চীৎকার করিতে লাগিল। অবিলম্বে এক সহস্র বীর পুরুষ বর্ম্ম চর্ম্মে আবৃত হইয়া তাহাদের সাহায্যের জন্য ধাবিত হইল।

মুসলমানগণ বদর উপত্যকায় বণিকগণকে আক্রমণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল—আবুসোফিয়ান তাহাদের অভিসন্ধি অবগত হইয়া আর এক পথে নিরাপদে মক্কানগরে গমন করিল। এবং তথা হইতে মক্কার বীরপুরুষদিগের অধিনায়ক মহম্মদের পরম শত্রু আবুজ্বালকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল। তাঁহাদের অনেকেই মক্কায় ফিরিয়া যাইতে চাহিল কিন্তু আবুজ্বাল স্পর্দ্ধায় স্ফীত হইয়া বলিয়া উঠিল "মহম্মদকে ধ্বংস এবং আমার বীরত্বের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি না রাখিয়া আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। অগ্রসর হও, বদর উপত্যকার নির্ঝরিণী তীরে পান ভোজনে তিন দিবস অতিবাহিত করিয়া আসি। সমুদয় আরব ভূমি আমাদের শৌর্য্য কাহিনীর কথা শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইবে, এ জন্মে আর কেহই আমাদের বিরুদ্ধে উত্থান করিতে সাহস করিবেনা।" সাহসে ভর করিয়া আবু-

অাল বদর উপত্যকায় উপনীত হইয়া দেখিল; মুসলমান-গণ সুদৃঢ় স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছে। শত্রুর গর্ব্ব-স্ফীত হুঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহাদের অমিত তেজ, অদম্য বল ও লোক সংখ্যা দর্শন করিয়া মহম্মদ করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন "প্রভু! এ দুঃসময়ে সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিও না। প্রভু! যদি এই ক্ষুদ্র দল আজ বিনষ্ট হয়, তবে তোমার উপাসনা করিবার আর কেহ থাকিবে না।" মহম্মদ যুদ্ধের প্রাক্কালে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের রক্ষার জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন—কোরেসগণ বাহুবল ও লোকবলের উপর নির্ভর করিয়া অবিরত আস্ফালন করিতে লাগিল।

মুসলমানও কোরেসদিগের মধ্যে এক সমতল ক্ষেত্র ছিল। তিনজন কোরেস সগর্ব্বে পদবিক্ষেপ করিয়া সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল—হুঙ্কার ধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত করিয়া তিনজন মুসলমানকে বাহু যুদ্ধের জন্য' আহ্বান করিল। তাহারা অহঙ্কারে দৃপ্ত হইয়া মনে করিয়াছিল, কেহই সাহস করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারিবে না। আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিয়া চক্ষুর নিমিষে তিন জন মদিনাবাসী যুদ্ধ দিতে অগ্রসর হইল কিন্তু কোরেসগণ চীৎকার করিয়া বলিল "না না, মক্কানগরের বিধর্ম্মীদিগকে অগ্রসর হইতে দেও, যদি সাহস থাকে, তাহারা আমাদের সম্মুখীন হউক।" অমনি হামজা, আলীও ওবেদা অগ্রসর

হইলেন, নিমিষ মধ্যে শত্রুদিগকে সংহার করিয়া রণ-ক্ষেত্রে ভগবানের জয় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মূহূর্ত্ত মধ্যে মুসলমানদলে শত কণ্ঠে জয় ঘোষণা হইতে লাগিল। বাহুযুদ্ধে ওবেদা মারাত্মক আঘাত পাইয়াছিলেন। সেই আঘাতেই কিয়ৎকাল পরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। প্রারম্ভেই পরাজিত হইয়া কোরেসগণ ক্রোধে হুতাশনসম জ্বলিয়া উঠিল—দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া সদলে সবলে মুসলমানদিগকে খরতেজে আক্রমণ করিল। সহস্র যোদ্ধার ভীষণ বল, শাণিত অস্ত্র ও সুশিক্ষিত অশ্বের প্রবল বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তিন শত মুসলমান ক্ষণেকের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিল, ক্ষণেকের জন্য পশ্চাদপদ হইতে বাধ্য হইল। এমন সময় মহা ঝড় আসিল—একে নিদারুণ শীতকাল, তাহাতে প্রবল ঝড়, সৈন্যগণ কম্পিত হইতে লাগিল—ঝড়বেগে বালুকা রাশি উড্ডীন হইয়া কোরেস সৈন্যের দিকে ধাবিত হইল—কোরেসগণ আর চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিল না। মহম্মদ প্রকৃতিকে অনুকূল দেখিয়া মুসলমানদিগকে ঐশ্বরিক ভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন—মুসলমান জীবনের কথা বিস্মৃত হইয়া, বায়ু বেগে ঈশ্বরের অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া অকুতোভয়ে, কোরেসদিগকে আক্রমণ করিল—ঐশ্বরিক বীর্য্যে বলীয়ান হইয়া মানুষ যে কার্য্য করে, এ সংসারে কেহই তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে

না। ঐশ্বরিক বল দৃপ্ত তিনশত বীরের নিকট সহস্র পাশব বল পরাজিত হইল—মুসলমানগণের মুহুর্মুহু হুঙ্কার ধ্বনিতে রণস্থল কম্পিত হইতে লাগিল। ঝটিকাবেগে তৃণ যেমন উড়িয়া যায়, কোরেসগণ তদ্রূপ উড়িয়া যাইতে লাগিল। রণস্থলে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল—নৃমুণ্ডে বদর উপত্যকা ভীষণ হইল—অর্দ্ধমৃতের আর্ত্তনাদে রণক্ষেত্র হাহা করিতে লাগিল। যুদ্ধাবসানে দেখা গেল, কোরেস দিগের ছিন্ন মুণ্ড শোণিত সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছে।

যুদ্ধের সময় কোরেসগণের মধ্যে অনেকে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু মুসলমানগণ অনুসরণ করিয়া সপ্তত্তিজনকে বন্দী করিল। আরবীয় যুদ্ধের নিয়মানুসারে কেবল মাত্র দুই জনের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইল।

মহম্মদ বন্দীদিগকে পরম যত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, অশন বসনে কোন ক্লেশ না পায় স্বয়ং তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মুসলমানগণ রসনা তৃপ্তিকর খাদ্যসামগ্রী বন্দিদিগকে দিয়া আপনারা সন্তুষ্ট চিত্তে খর্জ্জুর আহার করিতে লাগিল। যাহারা যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল, মহম্মদ তাহাদের শব সমাধিস্থ করিলেন—যাহাদের সঙ্গে যৌবনকালে মক্কানগরে কত সুখে বাস করিয়াছিলেন, তাহাদের শব দর্শনে খেদ করিয়া বলিলেন "তোমরা আত্মীয় স্বজন, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস না করিয়া আমাকে জন্মভূমি হইতে তাড়া-

ইয়া দিলে। বিদেশী লোক আমাকে আশ্রয় দিল, তোমরা আমাকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিলে। হায়! আজ তোমাদের কি দুঃখ। ঈশ্বর তোমাদিগকে সাবধান হইতে বলিয়াছিলেন, সময়ে সে কথা না শুনিয়া কি দুঃখে পতিত হইলে।” বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা ধনী ছিল, তাহারা অর্থদানে মুক্তিলাভ করিল—বিদ্বানগণ মদিনার যুবকদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল—গরিবেরা মহম্মদের বিরুদ্ধে আর কখনও অস্ত্র ধারণ করিবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল। বন্দীগণ মুসলমানদিগের সৌজন্যতায় এত প্রীত হইয়াছিল, যে তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধকালে বন্দীদশার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন “মদিনাবাসীর সুখ অক্ষুন্ন থাকুক; তাহারা পদব্রজে চলিয়া আমাদের সুখের জন্য অশ্ব নিয়োজিত করিত; তাহারা নিজে খর্জ্জুর খাইয়া আমাদের আহারের জন্য রুটী সংগ্রহ করিত।” মহম্মদের জ্যেষ্ঠতাত আলআব্বাস ও মহম্মদের অন্যতমা কন্যা জেনাবের স্বামী আবুলআস এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। আব্বাস অর্থদানে ও আবুলআস জেনাবকে প্রত্যর্পণ করিবার অঙ্গীকার করিয়া স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন।

যুদ্ধাবসানে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ লইয়া মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। যাহারা যুদ্ধে গমন করিয়াছিল, তাহারা অন্য কাহাকেও অংশ দিতে অস্বীকার

করিল। কিন্তু মহম্মদ লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রী সমানভাগে বিভক্ত করিয়া সকল বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। এবং ভবিষ্যতের জন্য নিয়ম করিলেন, সাধারণ তন্ত্রের অধিনায়কের ইচ্ছানুসারে লুণ্ঠিত দ্রব্য বিভক্ত হইবে, নিরাশ্রয় ও অনাথদিগের ভরণ পোষণের জন্য এক পঞ্চমাংশ দ্রব্য সাধারণ ধনাগারে রক্ষিত হইবে।

বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুসলমানগণ আরও ঈশ্বর বিশ্বাসী হইয়া পড়িল। বিশ্বাস, বল ও বীর্য্য,একতাও তেজ আনয়ন করিল। মুসলমানধর্ম্ম যে জগতে জয়যুক্ত হইবে, স্বয়ং ঈশ্বর ইহার অন্তরালে থাকিয়া যে ইহার প্রভুত্ব পৌত্তলিকতার উপর বিস্তৃত করিবেন, এই বিশ্বাস সকল হৃদয় আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে মুসলমান—সৌভাগ্যের সুত্রপাত হইল।

মহম্মদ বদরের যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে তাঁহার কন্যা রোকেয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। রোকেয়া ও তাঁহার স্বামী অথমান পৌত্তলিকদিগের কোপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া আবিসিনিয়া গমন করিয়াছিলেন। বহুদিন বিদেশে বাস করিয়া মদিনা নগরে পিতৃ সন্নিধানে আসিয়াছিলেন কিন্তু সুখের মুখ দেখিবামাত্রই তাঁহার দুঃখময় জীবনের অবসান হইল।

মহম্মদ রোকেয়ার মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হইয়াছেন,

এমন সময় জৈয়দ তাঁহার অন্যতমা কন্যা জেনাবকে আনিবার জন্য মক্কায় গমন করিল। মক্কা নগরে গমন করিয়া আবুল আসের ভ্রাতা কেনানাকে সংবাদ পাঠাইলেন। কেনানা জেনাবকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য নগরের বাহির হইতেছেন, এমন সময় মহম্মদের কন্যা পিত্রালয়ে যাইতেছে এই সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইল। সকলেই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, একজন সক্রোধে জেনাবকে মারিবার জন্য বর্ষা নিক্ষেপ করিল, কেনানা সে বর্ষাবেগ প্রতিরোধ না করিলে তখনই জেনাবার প্রাণ বাহির হইত। আবুসোফিয়ান আসিয়া বলিল, জেনাবকে প্রকাশ্যভাবে ছাড়িয়া দিলে, আমাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইবে, অতএব রাত্রি কালে গোপনে তাহাকে ছাড়িয়া দেও। তদনুসারে রজনীর অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়া জৈয়দ জেনাবকে লইয়া মদিনায় গমন করিল। জেনাবকে দেখিয়া, আপনার নিপীড়িত সন্তানকে পুনরায় পাইয়া মহম্মদের দগ্ধহৃদয় কথঞ্চিৎ শান্ত হইল।

এদিকে কোরেসগণ বদরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ক্রোধে জ্বলিতেছিল, পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য বিপুল যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিল, মহম্মদ কন্যার জন্য যে শোক করিবেন, তাহারও অবসর পাইলেন না। বন্ধন-মুক্ত কয়েদীগণ মক্কা নগরে পৌছিবামাত্র আবুসোফিয়ান দুইশত সুসজ্জিত অশ্বারোহী সেনা লইয়া মক্কা

হইতে বহির্গত হইলেন। বদরের যুদ্ধে আবুসোফিয়ানের স্ত্রী হেণ্ডার পিতা, ভ্রাতা ও খুল্লতাতের মৃত্যু হইয়াছিল। হেণ্ডা চিরদিন মহম্মদকে বিষ নয়নে দর্শন করিতেন। মহম্মদ মক্কা নগরে যে পথে গতায়াত করিতেন, হেণ্ডা সেই পথে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া রাখিতেন; যাঁহাকে এমন ঘৃণা করিতেন, তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া আত্মীয় স্বজন নিহত হইয়াছে, এ অপমান হেণ্ডার প্রাণে সহিলনা। সে দিবানিশি মহম্মদ ও আলীর ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়া দগ্ধ প্রাণ শীতল করিবার জন্য ক্রন্দন করিত। স্ত্রীর উত্তেজনায় আবুসোফিয়ান সসৈন্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, মহম্মদ ও তাঁহার অনুচরদিগকে বিনাশ না করিয়া গৃহে ফিরিবেনা, এই বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়া দুইশত সৈন্যসহ অশ্বে কশাঘাত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে মরুভূমিতে লুকাইয়া গেল। অশ্বারোহীগণ অতর্কিতভাবে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া গ্রাম নগর ভস্মীভূত করিল, নরনারীর প্রাণবধ করিয়া শস্যক্ষেত্র ও খর্জ্জুর বৃক্ষ উৎসন্ন দিল। কিন্তু যখন মুসলমানগণ রণসাজ পরিয়া বাহির হইল, তখন আর অশ্বারোহীগণ সাহসে ভর করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। তাহারা অশ্বপৃষ্ঠে আহার সামগ্রী লইয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিবার মানসে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল—ভয়ে ভীত হইয়া অশ্বের ভার লঘু করিবার জন্য আহার সামগ্রী ফেলিয়া দিয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিল। মুসলমানগণ উপহার

করিয়া এই যুদ্ধের নাম "খাদ্যদ্রব্যের থলির যুদ্ধ" রাখিয়াছে। মুসলমানগণ পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। একদিন মহম্মদ মধ্যাহ্নকালে শিবির হইতে কিয়দ্দূরে বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় একাকী নিদ্রা যাইতেছিলেন, ডারথার নামক এক দুর্দ্দান্ত কোরেস তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য মনের উল্লাসে সবেগে অশ্ব চালনা করিল। অশ্ব-পদ শব্দে মহম্মদ জাগ্রত হইয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন। চাহিয়া দেখেন, ডারথার নিষ্কোষিত তরবারী তাঁহার বক্ষঃস্থলের নিকট সঞ্চালিত করিয়া কঠোর স্বরে চাৎকার পূর্ব্বক বলিল "মহম্মদ! এখন তোকে কে বাঁচাইবে?" মহম্মদ অবিচলিত চিত্তে বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন "পরমেশ্বর" তিনি এমন প্রবল বিশ্বাস ও সাহসের সহিত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেন যে, সে নাম কামানের শব্দের ন্যায় শত্রু হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিল। তাহার উলঙ্গ তরবারী হস্ত হইতে স্খলিত হইল। তখন মহম্মদ এক লম্ফে দণ্ডায়মান হইয়া সেই তরবারী গ্রহণ পূর্ব্বক ডারথারকে বলিলেন "এখন তোর প্রাণ কে রাখে?" কাপুরুষ কাঁপিতে কাঁপিতে মহম্মদের চরণে পতিত হইয়া বলিল "তুমি আমার প্রাণ বাঁচাও, আমার আর কেহ নাই।" তখন মহম্মদ বলিলেন "হে অবিশ্বাসি! এমন সময়েও তোর কণ্ঠ দিয়া ঈশ্বরের নাম বাহির হইল না? তোর মত দীনাত্মা আর কে আছে?

আজ হইতে দয়ালু হইতে শিক্ষা কর"। মহম্মদ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহার তরবারী তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সে মহম্মদের জ্বলন্ত বিশ্বাস, অমানুষিক ক্ষমা-গুণ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল এবং ভবিষ্যতে মুসলমানধর্ম্ম প্রচারে এক প্রধান সহায় হইয়াছিল।

বদরের যুদ্ধে মহম্মদের জয় হওয়াতে য়িহুদীগণ মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইল। মহম্মদ চিরকাল তাহাদের সহিত সখ্যভাব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু এ জাতির কঠিন হৃদয় কিছুতেই বিগলিত হইল না। মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মকে লোকের চক্ষে ঘৃণিত করিবার জন্য য়িহুদীগণ শ্লেষাত্মিকা কবিতা প্রচার করিতে লাগিল। আরবজাতি কবিতা-প্রিয়। দূর দূরান্তরে সে সকল কবিতা গীত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের উন্নতির প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা মহম্মদের আশ্রয়ে থাকিয়া সুখ সৌভাগ্যে বাস করিতেছিল, তাহারাও কৃতঘ্ন হইয়া মহম্মদের শত্রুতা করিতে লাগিল। আসম নাম্নী এক য়িহুদী রমণী, আফাক নামক শতবর্ষাধিক বয়স্ক এক য়িহুদী মদিনার পথেপথে বিদ্রুপাত্মক কবিতা গান করিতে লাগিল। কাব নামক আর এক জন য়িহুদী বদরের যুদ্ধের পর মক্কা নগরে গমন করিয়া যুদ্ধে নিহত কোরেসদিগের বীরগাথা গৃহে গৃহে গান করিয়া সকলকে মহম্মদের সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এই সকল বিশ্বাসঘাতকগণ অবিলম্বে

মুসলমান হস্তে নিহত হইল। দিন দিন য়িহুদীদিগের সহিত মুসলমানের শক্রতা ঘনীভূত হইতে লাগিল। মদিনা নগরে কেইনুকা নামক এক জাতীয় য়িহুদী বাস করিত' ইহারা শিল্প কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। কলহ বিবাদ ইহাদের নিত্যব্যবসা ছিল, ব্যভিচার ও তদানুষঙ্গিক পাপ কার্য্য সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইত। ৬২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের এক দিন পল্লীগ্রাম হইতে একটী পরমাসুন্দরী আরব বালিকা দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিয়াছিল। কেইনুকা বংশীয় কয়েকটী উদ্ধত ইন্দ্রিয়াসক্ত যুবক তাহার সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার বদনাবরণ উম্মোচন করিতে বলিল। বালিকা তাহাদের এই অসাধু অনুরোধ ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া দুগ্ধ বিক্রয় করিতে লাগিল। একটী যুবক গোপনে তাহার পশ্চাতে যাইয়া তাহার মস্তকের বসন কাষ্ঠাসনে বাঁধিয়া রাখিল। বালিকা দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া গৃহে যাইবার জন্য আসন হইতে উঠিয়াছে, অমনি আসনবদ্ধ মস্তকাবরণ খুলিয়া পড়িয়াগেল। ইন্দ্রিয় তাড়িত যুবকগণ তাহার রূপ লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিপথগামিনী করিবার জন্য নানা প্রকার হাব ভাব, ইঙ্গিত উপহাস করিতে লাগিল। বালিকা লজ্জায় হতচেতন হইয়া পড়িল। বালিকার এই অপমান দেখিয়া একটী মুসলমান দুর্বৃত্ত যুবকদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

ক্রমে হাতাহাতি মারামারি আরম্ভ হইল। মুসলমান ক্রোধে অন্ধ হইয়া এক যুবকের বক্ষস্থল খড়্গে বিদ্ধ করিল। যুবকগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ সংহার করিল। মুসলমান ও য়িহুদীগণ গৃহ ছাড়িয়া কোলাহলে আসিয়া যোগ দিল, মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহম্মদ ঘোর কোলাহল শ্রবণে উদ্বিগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সংগ্রাম স্থলে উপনীত হইয়া মুসলমানদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, য়িহুদীগণ শান্তির সহিত বাস করিবার লোক নহে। হয় য়িহুদীদিগকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, না হয় মদিনা নগর অবিশ্রান্তযুদ্ধ বিগ্রহের আলয় হইবে। য়িহুদীগণ নগরে শান্তি রক্ষার জন্য মহম্মদের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে সন্ধি লঙ্ঘন করিয়া কেহ মুসলমান সাধারণতন্ত্রের ধ্বংসের জন্য মক্কাবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতেছে, কেহ নগর মধ্যে বাস করিয়াই গোপনে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে, মহম্মদ কঠোর হস্তে এই বিশ্বাসঘাতকতা দমনের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি অবিলম্বে কেইনুকাদিগের আবাসস্থানে গমন করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন "হয় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সাধারণ তন্ত্রের সহিত মিলিত হও, না হয় নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।" য়িহুদীগণ বলিল "মহম্মদ! কোরেসদিগকে পরাজয় করিয়াছ বলিয়া বড় স্ফীত হইওনা। যাহারা

যুদ্ধের কিছুই জানে না, তাহাদিগকে পরাজয় করা বড় গৌরবের কথা নয়। যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাসনা কর, তবে দেখিতে পাইবে আমরা মানুষের মত মানুষ।' কেইনুকাগণ অতঃপর আপনাদিগকে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিয়া মহম্মদের ক্ষমতা অবহেলা করিতে লাগিল। অবলম্বে মহম্মদ তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিলেন, পঞ্চদশ-দিন পরেই বাক্ সর্ব্বস্ব কেইনুকাগণ মহম্মদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল। তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডদিবার জন্য অনে-কেই অনুরোধ করিলকিন্তু মহম্মদ কৃপা করিয়া তাহাদিগকে কেবলমাত্র নগর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। সপ্ত শত কেইনুকা সিরিয়া দেশে চলিয়া গেল। তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ মুসলমানদিগের হস্তগত হইল।

ইহারই কিয়ৎকাল পরে এক সামান্য কারণে মুসলমান-দিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল কিন্তু মহ-ম্মদের কৌশলে সে বিবাদ অচিরেই নিভিয়া গেল। রোকেয়ার মৃত্যু শোকে ওথমান বড় পীড়িত হইয়া পড়িয়া ছিলেন—তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি কেবল বিলাপ করিতেন। ওমার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একদিন বলিলেন "আমার কন্যা হাফজাকে বিবাহ করিয়া সকল শোক ভুলিয়া যাও।" হাফজার বয়স অষ্টাদশ বৎসর হইয়াছিল, বদরের যুদ্ধে তাঁহার স্বামী নিহত হন, তিনি দেখিতেও পরম সুন্দরী ছিলেন কিন্তু ওথমানের

প্রিয়তমা পত্নী-বিয়োগ—বিধুর হৃদয়ে সে রূপ লাবণ্য স্থান লাভ করিলনা। অথমান বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন। ওমার মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বৈরনির্য্যাতনে সঙ্কল্প করিলেন—মুসলমানদিগের মধ্যে সমরানল জ্বলিবার উপক্রম হইল। মহম্মদ ওমারকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "অথমান তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করাতে যদি প্রাণে ক্লেশ হইয়া থাকে, তবে আমিই তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তোমাকে সুখী করিব। এবংঅথ-মানের সহিত আমার কন্যা ওম্মকোলথামের বিবাহ দিয়া তাহার দগ্ধ প্রাণ শীতল করিব। এই কৌশলে মহম্মদ মুসলমানদিগের মধ্যে আবার প্রেম ও প্রীতি সংস্থাপন করিলেন। এই পত্নীকেই মহম্মদ কোরান রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহারই কিয়ৎকাল পরে ৬২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহম্মদের কন্যা ফতেমার গর্ভে হাসন জন্ম গ্রহণ করেন।

ক্রমাগত দুই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এবং ডারথার নামক বীর পুরুষ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মক্কাবাসীগণ কোপানলে জ্বলিতে লাগিল—অবি-লম্বে আবার সংগ্রামের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল—মরুভূমির বিভিন্ন জাতি সমূহকে লুণ্ঠনের আশায় বিমুগ্ধ করিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিল—আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু কথা স্মরণ করিয়া ও বারংবার মুষ্টিমেয় লোকের নিকট

পরাজিত হইয়া অপমানের বিষম দংশনে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল—আবুসোফিয়ানের স্ত্রী হেণ্ডা মুসলমানগণের রক্ত পান করিয়া বহুদিনের তৃষ্ণা দূর করিতে মক্কাবাসীগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ৬২৫খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই তিন সহস্র সৈন্য মদিনা নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। খালিদ নামক মহাতেজসম্পন্ন এক বীর পুরুষ কোরেস সৈন্যের দক্ষিণ বাহু এবং আবুজ্বালের পুত্র ইক্রেমা বাম বাহু পরিচালনের ভার গ্রহণ করিল। আবুসোফিয়ান প্রধান সেনাপতি হইয়া মহা সংগ্রামে যাত্রা করিলেন। সৈন্যদিগের পশ্চাতে হেণ্ডা থাকিয়া ও মক্কার পঞ্চদশটি রমণী কখনও বিকট চীৎকারে কখনও ঘোর অভিশাপে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সৈন্যগণ যাইতে যাইতে আবোয়া নগরে উপস্থিত হইল—এখানেই মহম্মদের মাতা আমিনার সমাধি স্থান ছিল। হেণ্ডা পিশাচিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমাধি স্থান হইতে আমিনার অস্থি বাহির করিতে চেষ্টা করিল। প্রেতিনী তাহা চর্ব্বণ করিয়া মনের খেদ মিটাইতে বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু অনেকের প্রতিবন্ধকতায় সে দুষ্কার্য্য করিতে পারিলনা।

মহম্মদের জ্যেষ্ঠতাত আল আব্বাস গোপনে তাঁহাকে এই সৈন্য যাত্রার সংবাদ প্রেরণ করিলেন, মহম্মদ তখন কোবা গ্রামে বাস করিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি অবিলম্বে মদিনা গমন করিয়া আত্ম-রক্ষার আয়োজন

করিতে লাগিলেন। কোরেস সৈন্য দশম দিনে মদিনার তিন মাইল উত্তর-পুর্ব্ববর্ত্তী ওহদ পর্ব্বতের শৃঙ্গ দেশ অধিকার করিয়া মদিনার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী শস্যক্ষেত্র ও উদ্যানগুলি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। মুসলমানগণ এতদিন নগর মধ্যে থাকিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিল কিন্তু কোরেস দিগের আক্রমণে মদিনার উপনগরের ভীষণ দশা দেখিয়া আর তাহাদের সহ্য হইল না। মহম্মদ ও বয়োবৃদ্ধগণ সকলকে ধীরতার সহিত অপেক্ষা করিতে বলিলেন কিন্তু যুবকগণ আর অপেক্ষা করিতে পারিলনা। অগত্যা মহম্মদ সকলকে লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এক সহস্র বীর পুরুষ সজ্জিত হইয়া বাহির হইল। কোরেসদিগের মধ্যে সাত শত বর্ম্মধারী ও দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, মুসলমানদিগের মধ্যে একশত লোকের বর্ম্ম ও কেবল মাত্র দুইজন সৈন্যের অশ্ব ছিল। এই সৈন্য লইয়াই মহম্মদ ওহদ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহম্মদ ওহদ পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় কপট আবদুল্লা তিনশত য়িহুদীসহ মহম্মদকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে চলিয়া গেল! তথাপি মুসলমানগণ সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পর্ব্বত গুহায় রজনী যাপন করিয়া ঊষাকালে সাতশত মুসলমান ভক্তি ভরে ঈশ্বরের উপর আত্ম সমর্পণ করিলেন। মহম্মদ মুসলমানদিগকে লইয়া পর্ব্বত পাদমূলে এক সমতল

ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। পশ্চাদ্দেশ রক্ষা করিবার জন্য ধনুকধারীদিগকে নিযুক্ত করিয়া বলিয়া দিলেন, যুদ্ধে জয় পরাজয় যাহাই হউক, তাহারা যেন নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ না করে। মুসলমানদিগকে পর্ব্বত পদতলে দর্শন করিয়া কোরেসগণ তাহাদিগকে দলন করিবার জন্য পর্ব্বত শিখর হইতে ধাবিত হইল—এক দেবমূর্ত্তি তাহাদের সৈন্যের মধ্যস্থলে স্থাপিত হইল—রমণীগণ রণসঙ্গীতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া গাহিতে লাগিল "আমরা প্রাভাতিক তারার কন্যা, আমরা কোমল শয্যার উপর ধীরে পদসঞ্চার করি—সাহসের সহিত শত্রুকে আক্রমণ কর, আমরা তোমাদিগকে অভিনন্দন করিব; যদি পলায়ন কর, আমরা ঘৃণার সহিত তোমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিব। আব্দাল ডালের সন্তানগণ! আজ সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হও। রমণীর রক্ষকগণ! তরবারীর আঘাতে শত্রু নিপাত কর!" রমণীদিগের উৎসাহ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া কোরেসগণ ধাবিত হইয়া বাহুযুদ্ধের জন্য মুসলমানদিগকে আহ্বান করিল। হামজা ও আলি অগ্রসর হইয়া আহ্বানকারীদিগকে সংহার করিলেন। কোরেসগণ ভীষণ পরাক্রমে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল—মুসলমান ধনুকধারীগণ অব্যর্থ বাণ বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; এমন সময় মহাবীর হামজা যুদ্ধ হুঙ্কারে রণ স্থল কম্পিত করিয়া কোরেসদিগকে আক্র-

মণ করিলেন। "ঈশ্বর আমাদের সাহায্যকারী, জয় আমাদিগের।" মুসলমানগণ ঘোর রবে এই বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ধাবিত হইল—মুসলমানদিগের পরাক্রম দর্শন করিয়া কোরেসগণ চঞ্চল হইল। একজন মুসলমানবীর হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া কোরেসদিগের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, তরবারীর আঘাতে বহু সংখ্যক লোকের প্রাণ-সংহার করিলেন—কোরেস সৈন্য পশ্চাদপদ হইল, পর মুহূর্ত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মুসলমানদিগের পশ্চাদ-ভাগ রক্ষা করিবার জন্য যে সকল ধনুকধারী সৈন্য ছিল, তাহারা বিজয় নিশ্চিত দেখিয়া স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোরসদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। এ দিকে কোরেসদিগের অন্যতম সেনাপতি খালিদ অশ্বারোহীদিগকে একত্রিত করিয়া মুসলমানদিগের পশ্চাতের ভূভাগ অধিকার এবং প্রবল বেগে তাহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে অক্রমণ করিল—মুসলমানগণ অকস্মাৎ পশ্চাতে আক্রান্ত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল—এ দিকে পলায়মান কোরেসগণ দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। মুসলমানগণ উভয়দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া দলে দলে প্রাণ হারাইতে লাগিল। হামজা এই যুদ্ধে নিহত হইলেন—আলি, আবুবেকার ও ওমার প্রভৃতি বীরপুরুষগণ আহত হইয়া রণস্থলে পতিত হইলেন। মুসলমানগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল। কিন্তু কোরেসগণ আজ

মহম্মদের প্রাণ সংহার না করিয়া নিবৃত্ত হইতে অস্বীকার করিল। যেখানে মহম্মদ কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, কোরেসবীরগণ সেই দিকে ধাবিত হইল—কতিপয় মুসলমান অসংখ্য কোরেসের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা একে একে মহম্মদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে শয়ন করিতে লাগিল—ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, বাদলের বারিধারার ন্যায় ধনুক নিক্ষিপ্ত তীর ও প্রস্তর খণ্ড মুসলমানদিগের উপর পতিত হইতে লাগিল। এক খণ্ড প্রস্তর লাগিয়া মহম্মদের ওষ্ঠ কাটিয়া গেল, একটী দন্ত সমূলে উৎপাটিত হইল, মহম্মদ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। কয়েক জন মুসলমান দূর হইতে মহম্মদের শঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া কোরেস সৈন্য ভেদ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন—ভীষণ পরাক্রমে মহম্মদ, আবুবেকার ও ওমারের আহত দেহ লইয়া তাহারা পর্ব্বতোপরি প্রস্থান করিলেন। মহম্মদ স্বয়ং কখনও অস্ত্রচালনা করেন নাই—অনেক যুদ্ধে তিনি উপস্থিত থাকিয়া সৈন্য চালনা করিয়াছেন বটে কিন্তু স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া কখনও যুদ্ধ বা কাহারও প্রাণ হরণ করেন নাই। এই যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে যখন তিনি নীত হইতেছিলেন, তখন এক জন অশ্বারোহী তীব্র বেগে বর্ষা লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছিল, তিনি তাহার হস্ত হইতে বর্ষা কাড়িয়া লইলেন। অশ্বারোহী সেই বর্ষার উপর পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

মোসাব নামক একজন মুসলমান দেখিতে ঠিক মহম্মদের ন্যায় ছিল—যুদ্ধ স্থলে সে পতিত হইবামাত্র কোরেসগণ জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল "মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে।" মুসলমান-গণ সে ধ্বনি শুনিয়া ভয়ে রণ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। কোরেসগণ মহম্মদ মনে করিয়া মোসাবের মৃত্যু দেহ ক্ষত বিক্ষত করিল—হেণ্ডা আসিয়া হামজার মৃত দেহ বিদীর্ণ করিয়া তাহার অন্ত্রগুলি বাহির করিল, তাহার হৃৎপিণ্ড নখে বিদীর্ণ করিয়া গ্রাস করিতে লাগিল। হেণ্ডার সহচরী-গণ রণে পতিত মুসলমানদিগের চক্ষু খুলিয়া তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া রণ ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল—তাহা-দের শোণিত মুখে ও বস্ত্রে মাখিয়া আনন্দে তাণ্ডব করিতে লাগিল। কোরেসগণ চির শত্রুকে সংহার করিয়াছে মনে করিয়া আনন্দে জয় ধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

এদিকে আলি বর্ম্ম ফলকে জল আনিয়া মহম্মদের রক্তাক্ত বদন প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। মহম্মদ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া রণক্ষেত্র দর্শনে গমন করিলেন। আত্মীয় স্বজনের বিকলিত দেহ দর্শন করিয়া, প্রিয়তম শিষ্যগণের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রণস্থল পূর্ণ দেখিয়া তিনি চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধে কোরেসদিগের মৃতদেহ গুলিও খণ্ড বিখণ্ড করিবার জন্য একবার আজ্ঞা-দিয়াছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলিলেন "ধৈর্য্যের সহিত উৎপীড়ন সহ্যকর। যাহারা উৎপীড়িত হইয়া

তাহার প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করে না, তাহারাই ধন্য।”
প্রাচীনকালের সমস্ত জাতিই রণে পতিত শত্রুদিগের মৃতদেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিত কিন্তু মহম্মদ এই নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। মৃত দেহ গুলি সমাধিস্থ করিয়া মহম্মদ মদিনা গমন করিলেন এবং অতিশীঘ্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কোরেসদিগের অনুসরণ করিলেন। আবুসোফিয়ান যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু বহুসংখ্যক বীর পুরুষ রণক্ষেত্রে হারাইয়া বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুসলমান সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তিনি জানিলেন, মহম্মদের মৃত্যু হয় নাই। তথাপি আর যুদ্ধ দিতে সাহস না করিয়া মক্কাভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে দুইজন মদিনাবাসীকে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন এবং মহম্মদকে বলিয়া পাঠাইলেন “কোরেসগণ অনতিবিলম্বেই তোমাকে ও তোমার শিষ্যদিগকে বধ করিবার জন্য আগমন করিবে।” মহম্মদ বলিয়া পাঠাইলেন “আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে বাস করিতেছি।”

ওহদের ভীষণ যুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশ জন মুসলমান প্রাণ হারাইয়াছিল। ইহাদের সহধর্ম্মিণীগণ নিরাশ্রয় হওয়াতে তাহাদের আত্মীয় স্বজন সযত্নে তাহাদিগকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু হিন্দনামক একটি রমণীর ত্রিসংসারে কেহই ছিল না। মহম্মদ অগত্যা ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিয়া আপনার পরিবারে তাহার স্থান করিয়া দিলেন

ওহদের যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতে চারিদিকে মহম্মদের শত্রুসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। অধাল ও করা নামক স্থানের অধিবাসীগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের অভিলাষ জানাইয়া তাহাদের দেশে কয়েক জন ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিতে মহম্মদের নিকট দূত পাঠাইল। মহম্মদ ছয় জন শিষ্যকে তাহাদের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন—একদিন পথ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া তাঁহারা এক নির্ঝরিণী তীরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দূতগণ তাঁহাদের চারি জনের প্রাণ সংহার করিয়া, অবশিষ্ট দুই জনকে কোরেসদিগের হস্তে সমর্পণ করিল। মক্কাবাসীগণ তাহাদিগকে অশেষ যাতনা দিয়া বধ করিল। ইহারই কিয়ৎকাল পরে নজেদ নামক স্থানের কতিপয় অধিবাসী মহম্মদের নিকট আসিয়া বলিল, "আমরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাই চতুর্দ্দিকের লোক আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। আপনি আমাদিগকে সাহায্য না করিলে আমরা সবংশে বিনষ্ট হই।" মহম্মদ তাহাদের সাহায্যের জন্য সত্তর জন মুসলমানকে প্রেরণ করিলেন। মদিনা হইতে তাহারা চারিদিনের পথ গমন করিয়াছে, এমন সময় সুলেম বংশীয় য়িহুদীগণ তাহাদিগকে বধ করিল। আমরু নামক এক-জন মুসলমান কৌশলক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া মদিনা পলায়ন করিল এবং পথিমধ্যে আমির বংশীয় দুইজন য়িহুদীকে শত্রুদিগের গুপ্তচর মনে করিয়া প্রাণভয়ে বিনাশ করিল।

আমির বংশীয় য়িহুদীগণ মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়ের পক্ষ হইয়া ক্ষতিপূরণের দাবী করিল। মহম্মদ তাহাদের ন্যায্য দাবী পরিশোধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া মদিনার সাধারণতন্ত্রভুক্ত জাতি সমূহের নিকট ক্ষতি পূরণের অংশ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন মহম্মদ আবু বেকার, ওমার, আলি ও অন্যান্য কতিপয় বন্ধুর সহিত নাধির নামক য়িহুদী জাতির নিকট ক্ষতিপূরণের টাকা সংগ্রহ করিতে গমন করিলেন। তাহারা টাকা দিতে স্বীকার করিয়া মহম্মদকে অপেক্ষা করিতে বলিল—মহম্মদের আহারের জন্য সুমিষ্ট খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিল। কিন্তু তিনি গোপনে সংবাদ পাইলেন, যখন তিনি বন্ধুদিগের সহিত আহার করিতে বসিবেন, অমনি য়িহুদীগণ তাঁহার প্রাণবধ করিবে। তিনি পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন য়িহুদীগণ বস্ত্র মধ্যে অস্ত্র লুকায়িত রাখিয়া তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহাকে পেষণ করিবার জন্য মস্তকোপরি বিশাল প্রস্তর ঝুলিতেছে। তিনি তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অমনি সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মহম্মদ গৃহে গমন করিয়া নাধির বংশীয় য়িহুদীদিগকে অবিলম্বে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ বা নগর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। নাধিরগণ কপটাচারী আব্দুল্লা ও অন্যান্য য়িহুদীদিগের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় মহম্মদের আদেশ তুচ্ছ করিল।

মুসলমানগণ তাহাদের বাসস্থান অবরুদ্ধ করিল, পঞ্চদশ দিনের অবরোধের পর কাহারও সাহায্য না পাইয়া অবশেষে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। মহম্মদ পরাজিত য়িহুদীদিগকে পুনরায় বলিলেন "হয় মুসলমান হও, না হয় মদিনা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।" নাধিরগণ অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল সম্পত্তি লইয়া প্রস্থান করিল। যাইবার পূর্ব্বে অগ্নি-সংযোগে তাহাদের গৃহগুলি দগ্ধ করিয়া ফেলিল। মক্কা হইতে যাহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, এতকাল তাহারা মদিনাবাসীদিগের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াছিল। তাহাদের নিজের গৃহ বা ভূসম্পত্তি কিছুই ছিল না। মহম্মদ মদিনাবাসীগণকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বলিলেন "নাধিদিগের পরিত্যক্ত ভূমি তোমাদের নির্ব্বাসিত গরিব ভ্রাতাদিগের মধ্যে বণ্টন করিতে ইচ্ছা করি, এবিষয়ে তোমাদের অভিপ্রায় কি?" তাহারা একবাক্যে বলিল "য়িহুদীদিগের ত্যজ্য সম্পত্তি আমাদের ভ্রাতাদিগকে দান করুন।" আমাদের নিজ সম্পত্তির কিয়দংশও তাহাদিগকে আহ্লাদের সহিত দিতে স্বীকৃত আছি।" মহম্মদ সকলের সম্মতি লইয়া সে সম্পত্তি মহাজরিণ ও দুইজন দরিদ্র আনসারের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন।

এই সময়েই মহম্মদ জৈয়দের পরিত্যক্তা পত্নী জেনাবকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের কথা তুলিয়া অনেকেই

মহম্মদকে তিরস্কার এবং তাঁহার চরিত্রের উপর গুরুতর দোষারোপ করিয়া থাকেন। যে সকল ইংরেজ মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে ইন্দ্রিয়াসক্ত প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কলঙ্ক প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জৈয়দ মহম্মদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন, বহু সদ্‌গুণে তিনি মহম্মদের পরম প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মহম্মদ তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন, তাই জেনাব নাম্নী এক পরম রূপবতী ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবা এক কামিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। জেনাবের যত বয়স বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তিনি আপনাকে দাস-পত্নী জানিয়া আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন—অবশেষে তিনি আর সে কলঙ্ক সহ্য করিতে পারিলেন না—স্বামী-স্ত্রীতে অনন্ত কোলাহল আরম্ভ হইল—সংসার বিষময় হইয়া উঠিল। একদিন মহম্মদ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমিই মনোমোহিনী।" মহম্মদ তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন, গর্ব্বিনী রমণী অহঙ্কারে আরও ফুলিয়া উঠিল—অহরহ স্বামীকে সে কথা শুনাইয়া তাঁহার হৃদয় মন দগ্ধ করিতে লাগিল। জৈয়দ অবিরাম অশান্তির মধ্যে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং মহম্মদের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিলেন "জৈয়দ! কেন স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে, সে কি তোমার নিকট

কোন অপরাধ করিয়াছে?'' জৈয়দ বলিলেন "না, কিন্তু আমি আর তাহার সহিত বাস করিতে পারি না।" মহম্মদ বলিলেন "গৃহে ফিরিয়া যাও, স্ত্রীকে রক্ষাকর, তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চল। কেননা তিনি বলিয়াছেন 'স্ত্রীকে সযতনে পালন কর এবং প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় কর'। জৈয়দ গৃহে গেলেন কিন্তু স্ত্রীর সহিত বাস করা অসম্ভব দেখিয়া অগত্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। মহম্মদ এ সংবাদ শুনিয়া পরিতপ্ত হইলেন। ইহারই কিয়ৎকাল পরে জেনাব মহম্মদকে জানাইলেন, তিনি স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, মহম্মদই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন সুতরাং এই বিপদ কালে তিনি মহম্মদেরই আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। বহু বিবাহ যে অধর্ম্ম কার্য্য এ কথা সে সময়কার লোকে বুঝিত না সুতরাং মহম্মদ দেশাচার অনুসারে জেনাবকে বিবাহ করিয়া আপনার অন্তঃপুরে আশ্রয় দিলেন।

মহম্মদের শত্রুগণ আবার দলবদ্ধ হইতে লাগিল—মদিনা নগর ধ্বংস করিবার জন্য সমস্ত আরব ভূমি ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। কোরেস-দূত পাহাড় পর্ব্বত ও মরুক্ষেত্র ভেদ করিয়া সকল স্থানের অধিবাসিদিগকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল। য়িহুদীগণ বৈরনির্য্যাতন স্পৃহায় অহোরাত্র যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। মরুভূমি-বাসী বেদুইনগণ পঙ্গপালের ন্যায় অকস্মাৎ মদিনা নগরে

পড়িয়া সম্মুখে যাহা পাইত তাহাই লুণ্ঠন করিয়া মরু ভূমিতে লুক্কায়িত হইতে লাগিল। মহম্মদ ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য নানাদিকে সৈন্য পাঠাইতে লাগিলেন। একবার মুসলমান সৈন্যগণ হানাফা জাতির অধিনায়ক থুমামকে বন্দী করিয়া লইয়া আইসে। থুমাম মহম্মদের সৌজন্যতা ও করুণা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল এবং চিরদিনের জন্য তাঁহার অনুগত হইল। হানাফা জাতির অধিষ্ঠান ভূমি ইমাম প্রদেশ হইতে খাদ্য সামগ্রী মক্কায় প্রেরিত হইত—ইহারই উপর মক্কাবাসীর জীবন নির্ভর করিত। থুমাম মক্কার সহিত বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলেন, মক্কাবাসী ক্ষুধার জ্বালা সহিতে না পারিয়া থুমামের নিকট কত অনুনয় বিনয় করিল কিন্তু কিছুতেই সফলকাম না হইয়া অবশেষে মহম্মদের শরণ লইল। তিনি মক্কাবাসীর দুর্গতিতে ব্যথিত হইয়া থুমামকে আবার আহার সামগ্রী প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন—মক্কাবাসী মহম্মদের করুণায় অনাহার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইল। কিন্তু কোরেসদিগের কঠোর হৃদয়ে কিছুতেই করুণার সঞ্চার হইল না। তাহারা মহম্মদের ধ্বংসের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিল।

শত্রুগণ একতাসূত্রে বদ্ধ হইলে তাহাদিগকে পরাজয় করা অসম্ভব হইবে, তাই মহম্মদ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য মদিনা হইতে বহির্গত হইলেন। লোহিত সাগরের তীরে হারেথ নামক এক রাজা যুদ্ধের আয়োজন

করিতেছিলেন, মহম্মদ ঝড়বেগে তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন, হারেথ এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইল— মহম্মদ দুই শত বন্দী, পাঁচ সহস্র মেষ ও এক সহস্র উষ্ট্র লইয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। বন্দীদিগের মধ্যে অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, বরা নাম্নী এক বন্দিনী মহম্মদের সহধর্ম্মিণী হইল।

এই যুদ্ধের পর মুসলমানগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক প্রস্রবণাভিমুখে ধাবিত হইল, মক্কাগত একজন মুসলমান দৌড়িয়া জলপানের জন্য যাইতেছিল, তাহাতে একজন খাজরাজের শরীরে আঘাত লাগে। খাজরাজগণ ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য মক্কাগত মুসলমানের প্রাণবধ করিবার আয়োজন করে, মহম্মদ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন। কপটাচারী আবদুল্লা সুযোগ পাইয়া মদিনাবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল "দেখ তোমরা এই দেশভ্রষ্ট কোরেসদিগকে আশ্রয় দিয়া এইরূপে অপমানিত হইলে। তোমরা যাহাদিগকে আপনার গৃহে স্থান দিয়াছ, তাহারাই তোমাদের অপমান করে। তোমাদের ঘরে থাকিয়াই তাহারা তোমাদের প্রভু হইবে। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, মদিনায় যাইয়া দেখাইব, কোরেস বড়, না আমরা বড়।" আবদুল্লা চিরদিনই মহম্মদের শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে, এবার মদিনাবাসীর মধ্যে সে বিশেষ অসন্তোষ উৎপাদন করিল।

মহম্মদ বিদ্রোহের চিহ্ন দেখিয়া সকলকে মদিনা যাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

মহম্মদ রণক্ষেত্রেও কোননা কোন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এই যুদ্ধে আয়েসা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। আয়েসা এক উষ্ট্রের পৃষ্ঠে স্থাপিত চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সঙ্গে একমাত্র অনুচর ছিল। একদিন রজনী অবসান না হইতেই সৈন্যগণ শিবির ভাঙ্গিয়া যাত্রা করিল। আয়েসার অনুচর শিবিকা আনিয়া তাঁহার শিবিরের সম্মুখে নামাইল। আয়েসা চতুর্দ্দোলের নিকট আসিয়া দেখিলেন তাঁহার কণ্ঠহার কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, তাহার অন্বেষণে শিবিরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। অনুচর মনে করিল, আয়েসা চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিয়াছেন, তাই শূন্য শিবিকা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া সে নিশ্চিন্তমনে চলিয়া গেল।

আয়েসা ফিরিয়া আসিয়া দেখেন উষ্ট্র চলিয়াগিয়াছে, সৈন্যগণ যাত্রা করিয়াছে। তিনি বস্ত্রাবৃত হইয়া বসিয়া রহিলেন; ভাবিলেন তাঁহাকে না দেখিয়া অনতিবিলম্বেই উষ্ট্র ও অনুচর ফিরিয়া আসিবে। মধ্যাহ্নকালে সকলে বিশ্রামার্থ পথপার্শ্বে উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিল। অনুচর চতুর্দ্দোল নামাইবার সময় দেখিল, আয়েসা তাহার মধ্যে নাই, সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সাফোয়ান নামক এক যুবক মুসলমান সৈন্যের সর্ব্বশেষে থাকিয়া প্রহরীর কার্য্য

করিতেছিল। সে আয়েসাকে একাকিনী দেখিয়া তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত উষ্ট্রে আরোহণ করাইল এবং দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া আয়েসাকে তাঁহার অনুচরের নিকট পৌঁছাইয়া দিল।

আবদুল্লা মদিনা পৌঁছিয়া সর্ব্বত্র আয়েসার নামে গ্লানি প্রচার করিতে লাগিল। মহম্মদ ক্ষুণ্ণমনে বাস করিতে লাগিলেন। আয়েসা দিবানিশি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহম্মদ কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া আলির নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। আলি বলিলেন, এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনি ব্যাকুল হইবেন না। পৃথিবীর অনেক পুরুষই এমন দুর্ভাগ্যবান। কিন্তু মহম্মদের মন ইহাতে সান্ত্বনা মানিলনা। তিনি আয়েসাকে পরিত্যাগ করিয়া একমাসকাল অবস্থিতি করিলেন, অবশেষে বিবিধ অনুসন্ধানের পর অনুচরের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আয়েসার নির্ম্মল চরিত্রের প্রমাণ পাইলেন, কিন্তু আলি যে আয়েসার চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছিলেন আয়েসা সে কথা জীবনে বিস্মৃত হইলেন না, এই হইতে আয়েসা আলির সর্ব্বনাশ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আব্দুল্লা নগর মধ্যে তাঁহার পরিবাদ করিতেও ক্ষান্ত হইল না। মহম্মদ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন সে অহরহ আয়েসার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতেছে, কেনইবা মক্কাগত ও মদিনাবাসী মুসলমানদিগের

মধ্যে বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে; কেন-ইবা রণক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ শত্রুতা সাধিতেছে। আব্দুল্লা সকল অপরাধই অস্বীকার করিল। কিন্তু আবদুল্লা যে প্রকৃত অপরাধী তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। তাহার বন্ধুগণ তাহাকে মহম্মদের নিকট ক্ষমা চাহিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিল কিন্তু সে ক্ষমা চাহিয়া আপনাকে হীন করিতে অস্বীকার করিল।

ওহদের যুদ্ধের পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে, আবু সোফিয়ান আরবের বিভিন্ন জাতির সহিত পরামর্শ করিয়া দশ সহস্র সৈন্যের সহিত মদিনা আক্রমণ করিতে যাত্রা করিল। মহম্মদ তাহাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক ঈশ্বরের নাম প্রচার যাঁহার জীবনের কার্য্য, আত্ম-রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। সলমান নামক একজন পারস্যবাসী মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মদিনায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে দিক হইতে শত্রুগণ আক্রমণ করিবে, সলমান সেই দিকে পরিখা খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। আরবগণ সর্ব্ব প্রথমে তাঁহারই নিকট যুদ্ধকালে পরিখা খননের উপযোগিতা শিক্ষা করিয়াছিল। পরিখা খনন শেষ হইয়াছে এমন সময় শত্রুগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইল। মহম্মদ তিন সহস্র সৈন্য লইয়া পরিখার নিকট গমন করিলেন। পরিখা পার হইতে

ভয় করিয়া শত্রুগণ দূর হইতে কয়েক দিন ধরিয়া তীর চালাইতে লাগিল। একদিন কয়েক জন মক্কাবাসী পরিখা পার হইয়া মুসলমানদিগকে বাহুযুদ্ধে আহ্বান করিল। মদিনার আউস জাতির দলপতি সাদ, আলি ও অন্যান্য অনেক মুসলমান বীর-পরাক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষের অনেক লোক হত হইল, সাদ আহত হইলেন। অবশেষে কোরেসগণ পলায়ন করিল। নাউফল নামক একজন পৌত্তলিক পরিখা পার হইতে অশ্বের সহিত তাহার মধ্যে পড়িয়া গেল। তাহার উপর পাষাণ ও তীর বর্ষিত হইতে লাগিল। সে পরিখা মধ্যে থাকিয়াই বাহু যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিল, অমনি আলি তরবারী হস্তে লম্ফ দিয়া পরিখা মধ্যে গমন করিলেন এবং তাহাকে বধ করিয়া পর মুহূর্ত্তেই মুসলমানদিগের সহিত মিলিত হইয়া কোরেসদিগকে তাড়াইয়াদিলেন। এ দিকে মহম্মদ শুনিতে পাইলেন বেনী কুরাইজা নামক সন্ধি-সূত্রেবদ্ধ য়িহুদী জাতি শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তাহাদিগকে পুনরায় স্বদলে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন কিন্তু তাহারা বলিল "মহম্মদ কে, যে তাহার আদেশ পালন করিব? তাহার সহিত আমাদের কোন সন্ধি বা সম্পর্ক নাই।" তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া মুসলমানগণ ভীত হইলেন। কুরাইজাগণ মদিনা নগরের সমুদয় তত্ত্ব অবগত ছিল, তাহাদের শত্রুতায় বিশ্বাসীদিগের

হৃদয় দমিয়া গেল। মহম্মদ শত্রুদিগের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইবার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। তাহারা বিভিন্ন জাতির মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে লাগিল। আবু সোফিয়ান মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, মরুভূমিবাসী আরবগণ ক্রমাগত বিংশতি দিন রণক্ষেত্রে বাস করিতেছে তথাপি কোন দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে পারিল না, তাই তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। ইহার মধ্যে একদিন রাত্রিকালে প্রবলঝটিকা উপস্থিত হইল, শিবিরগুলি উড়িয়া গেল, অগ্নি নির্ব্বাণ হইল, এদিকে রব উঠিল মহম্মদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, অমনি শত্রুগণ দলে দলে পলায়ন করিতে লাগিল। প্রভাতে দেখা গেল শত্রু শিবির ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, শত্রুগণ পলায়ন করিয়াছে, অনেকে বেনী কুরাইজাদিগের গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। মুসলমানগণ বিশ্বাসঘাতক কুরাইজাদিগের বাসস্থান অবরুদ্ধ করিলেন। পঞ্চবিংশতি দিনের অবরোধের পর তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। মহম্মদ তাহাদের বিচারের ভার সাদের উপর অর্পণ করিলেন। সাদ তাহাদের চিরবন্ধু ছিলেন, তাহারা আহ্লাদের সহিত সে প্রস্তাবে সম্মতি দিল। কিন্তু য়িহুদীদিগের বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া তিনি তাহাদের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ যুদ্ধে আহত হওয়াতে তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণিত

হইয়াছিল। সাদের নৃশংস বিচারে য়িহুদি পুরুষদিগের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইল,তাহাদের রমণী ও বালকগণ মুসলমান-দিগের সম্পত্তি হইয়া গেল। রাইহানা নাম্নী এক য়িহুদী রমণী মহম্মদের অংশে পড়িয়া তাঁহার সহধর্ম্মিনী হইল।

ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে মহম্মদ মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া মদিনায় আশ্রয় লইয়াছেন। নির্ব্বাসিতগণ জন্ম-ভূমির মুখদর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। যে কাবা মন্দিরে বাল্যকালে কত ক্রীড়া করিয়াছেন, যে স্থান সমস্ত আরবজাতির শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে, সেই স্থান হইতে ছয় বৎসর হইল তাড়িত হইয়াছেন, সকলেই তথায় গমন করিবার জন্য আকুল হইল। মহম্মদও জন্ম স্থান দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুণ্যমাসের আগমনে দেশ বিদেশ হইতে যাত্রীগণ মক্কাভি-মুখে যাত্রা করিয়াছে, মক্কা ও মদিনাবাসী ছয়শত মুসল-মানও নিরস্ত্র হইয়া তীর্থ যাত্রা করিলেন। কোরেসগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মক্কা প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিল, তাহারা প্রাণপণ করিয়া মুসলমানদিগের অগ্রগতি রোধ করিতে লাগিল। মহম্মদ তাহাদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, দূত নিগৃহীত হইয়া ফিরিয়া আসিল। কোরেসগণ ক্রমে মহম্মদের শিবির বেষ্টন করিয়া ফেলিল, কোন মুসলমান অতর্কিত ভাবে শিবিরের বাহিরে আসিলেই তাহার প্রাণবধ করিতে

লাগিল। একদিন মহম্মদও লোষ্ট্র ও তীরাঘাতে আহত হইলেন। পুণ্যমাসে যুদ্ধ করা মহম্মদের ইচ্ছা ছিলনা, শান্তির সহিত মক্কানগর দর্শন কয়িয়া মদিনায় ফিরিয়া যাইবেন ইহাই তাঁহার বাসনা ছিল। আপনার মনোগত অভিপ্রায় জানাইবার জন্য অথমানকে মক্কায় প্রেরণ করিলেন, বহুদিন অতীত হইল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। মুসলমানগণ দলে দলে মহম্মদকে ঘিরিয়া প্রতিজ্ঞা করিল অথমানের মৃত্যুর প্রতিশোধ না লইয়া তাহারা গৃহে ফিরিবে না। কিন্তু এদিকে অথমান নিরাপদে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "কোরেসগণ কিছুতেই মক্কানগরে প্রবেশ করিতে দিবে না।" মহম্মদ দেখিলেন, যাহাদের সহিত রক্তের সম্বন্ধ, তাহারা কেমন ঘোর শক্র হইয়া উঠিয়াছে। যেরূপে হউক এ শক্রতা দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। যিনি পরমেশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠা করাই জীবনের সারব্রত মনে করিয়াছেন, অবিরাম যুদ্ধকোলাহল তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? তিনি শান্তির ভিখারী হইয়া কোরেসদিগেয় সহিত সন্ধি স্থাপনের বাসনা প্রকাশ করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর দশবৎসরের জন্য সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধিপত্রে লিখিত হইল "মুসলমান ও কোরেসগণ দশ বৎসরের মধ্যে আর যুদ্ধ করিবে না। কেহ অভিভাবকের বিনা সম্মতিতে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলে, তাহাকে পৌত্তলিক-

দিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু কোন মুসলমান মক্কাবাসীর সহিত মিলিত হইলে তাহাকে মুসলমানদিগের নিকট প্রেরণ করা হইবে না। কোরেস অথবা মুসলমান-দিগের সহিত যে কোন জাতি বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে। মুসলমানগণ এবৎসর মক্কায় প্রবেশ না করিয়া মদিনায় ফিরিয়া যাইবে। তাহারা আগামী বৎসর মেলার সময় কোষবদ্ধ অসি লইয়া তিনদিন মক্কা নগরে বাস করিতে পারিবে।" মহম্মদ এই সন্ধি অনুসারে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন, এবং যাহারা অভিভাবকের অনুমতি না লইয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে কোরেসদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। কোরেসগণ মহম্ম-দের মহত্ত্ব দেখিয়া চমকিত হইল। কোরেস দূত মক্কায় যাইয়া বলিল "আমি পারস্যরাজ প্রবল প্রতাপান্বিত খস-রুর রাজদরবারে গমন করিয়াছি, কনষ্টাণ্টিনোপলের মহা-ক্ষমতাশালী সম্রাটের অতুল বিভব দর্শন করিয়াছি কিন্তু মহম্মদকে তাঁহার শিষ্যগণ যেমন সম্ভ্রম ও প্রীতি করে, কোনকালে কোন রাজা তাঁহার অধীনস্থ লোকের নিকট তেমন শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ কারিতে পারেন নাই।" মহম্মদের ক্ষমতার কথা শুনিয়া কোরেসগণ ভীত হইল।

মহম্মদ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইতে বিশ্রামলাভ করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। ছয় বৎসর হইল মক্কা ছাড়িয়া মদিনায় গিয়াছেন, একদিনের জন্যও নিশ্চিন্তমনে জীবনের

ব্রত সাধন করিতে পারেন নাই। এখন সুযোগ পাইয়া ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চারিদিকে দূত প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দূত পারস্য রাজ খসরুর নিকট পত্র লইয়া গমন করিল। মহম্মদ এই পত্রে তাঁহাকে পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। খসরু বহুযুদ্ধে রোমসম্রাটকে পরাভূত করিয়া পালেস্তাইন, আর্ম্মেনিয়া প্রভৃতি জয় করিয়াছেন, তাঁহার সাম্রাজ্য মিসর ও কার্থেজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তিনি ধনমদে মত্ত হইয়া পৃথিবীকে তুচ্ছ করিতেছেন, এমন সময় মহম্মদের পত্র তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। দোভাষী পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন "পরমদয়ালু পরমেশ্বরের নামে আবদুল্লার পুত্র ও ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদ পারস্যরাজ্য খসরুকে জানাইতেছেন।" পত্রের এই অংশ শ্রবণ করিয়াই খসরু চীৎকার করিয়া বলিলেন "কি. যে আমার দাস, সেই তাহার নাম আমার নামের পূর্ব্বে লিখিয়াছে।" এই বলিয়া পত্র খানি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং ইমেনের শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়া পাঠাইলেন "আমি শুনিয়াছি মদিনা নগরে কোরেস বংশীয় এক পাগল আছে, সে আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া প্রচার করিতেছে। তাহাকে শীঘ্র প্রকৃতিস্থ করিও। যদি না পার, তাহার মস্তক আমার নিকট পাঠাইও।" পৃথিবীর গর্ব্বিত সম্রাটগণ ধার্ম্মিকদিগকে চিরকালই এইরূপে অগ্রাহ্য করিবার

চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদিগকে উন্মত্ত বলিয়া যন্ত্রণা দিতেও ক্রটী করে নাই কিন্তু ইতিহাস বলিতে পারেন এ সংসারে কে উন্মত্ত, কাহারই বা জয় হইয়াছে। খসরু গর্ব্বভরে মহম্মদকে তুচ্ছ করিলেন কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহারই বংশধরের মস্তক মহম্মদের চরণে অবনত হইয়াছিল—খসরুর রাজ্য মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মের বিজয়-নিশান উড্ডীন হইয়াছিল। দূত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, খসরু তাঁহার পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, মহম্মদ বলিলেন "আল্লা তাঁহার রাজ্য এইরূপেই ছিন্ন ভিন্ন করিবেন।" আর এক দূত কনষ্টাণ্টিনোপলাধিপতি খ্রীষ্ট শিষ্য হিরাক্লিয়াসের নিকট গমন করিল। হিরাক্লিয়াস তখন খসরুর নিকট পরাভূত হইয়া মনোক্লেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি সম্মানের সহিত মহম্মদের পত্র গ্রহণ করিলেন—বহুমূল্য উপঢৌকনে পরিতুষ্ট করিয়া দূতকে বিদায় দিলেন। আর একদূত মিসর রাজের নিকট প্রেরিত হইল। মিসর-রাজও দূতকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বহু মূল্য দ্রব্য সামগ্রী মহম্মদের জন্য প্রেরণ করিলেন এবং প্রত্যুত্তরে লিখিলেন "ধর্ম্ম অতি গুরুতর কথা, গভীর চিন্তা ভিন্ন কোন্ ধর্ম্ম সত্য তাহা বুঝা যায় না।" আর এক দূত বস্রা নগরের খৃষ্টীয় শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরিত হইল। তিনি দূতকে নানা প্রকারে অপমানিত করিলেন, তাঁহারই এক আত্মীয় দূতের প্রাণবধ করিল। এই বিশ্বাস-

ঘাতকতাই মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত করিল।

য়িহুদিগণ বারংবার মহম্মদের শত্রুতা করিয়া তাহার ফলভোগ করিয়াছে, তথাপি তাহাদের হিংসা বিদ্বেষের হ্রাস হইল না। মদিনা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে যে সকল য়িহুদী নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তাহারা খাইবার নামক গিরি দুর্গ সমূহে আশ্রয় লইয়াছিল। ইহারা বহু সংখ্যক বেদুইন জাতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মহম্মদকে পরাস্ত করিবার আয়োজন করিল। মহম্মদ অবিলম্বে চৌদ্দ শত সৈন্য সজ্জিত করিয়া খাইবার অভিমুখে যাত্রা করিলেন—তিনি য়িহুদীদিগকে আত্ম-সমর্পণ করিতে আহ্বান করিলেন, তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। মুসলমান সৈন্য দুর্গের পর দুর্গ অধিকার করিয়া অবশেষে শৈল শৃঙ্গোপরি প্রতিষ্ঠিত আল কামস নামক অজেয় দুর্গ আক্রমণ করিল। বহু দিনের আক্রমণের পর দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল—আবুবেকার, ওমার প্রভৃতি বীরপুরুষগণ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। অবশেষে আলী ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া অগ্রসর হইলেন, দুর্গস্বামী ও তাহার পরাক্রান্ত ভ্রাতাকে সম্মুখ সমরে বধ করিয়া দুর্গের উপর বিজয় নিশান উড়াইয়া দিলেন। মুসলমানগণ হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল—ভীষণ রণ

বাধিয়া গেল—অকস্মাৎ এক শত্রু আসিয়া আলির হস্ত হইতে তাঁহার ঢাল কাড়িয়া লইল—আলি তৎক্ষণাৎ আপনার শরীর রক্ষার জন্য এক গৃহের কপাট খুলিয়া লইলেন—উভয় দলের বহুলোক প্রাণ হারাইল—মুসলমানগণ জয়ী হইল। যুদ্ধাবসানে মুসলমানগণ বড় ক্লান্ত হইয়া আহার অন্বেষণে বাহির হইল। এক য়িহুদী রমণী আহ্লাদের সহিত তাহাদিগকে ভোজন করাইতে সম্মত হইল। মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণ উপবেশন করিলেন—রমণী বিষমিশ্রিত আহার সামগ্রী প্রদান করিল। বাস্কার নামক এক জন মুসলমান এক গ্রাস উদরস্থ করিতে না করিতে অমনি ঢলিয়া পড়িল—মহম্মদ এক গ্রাস মুখে দিয়াই বিস্বাদ প্রযুক্ত তাহা ফেলিয়া দিলেন—কিন্তু কি যে মারাত্মক বিষ আহার সামগ্রীতে মিশ্রিত করা হইয়াছিল—সেই বিষের এক পরমাণু মহম্মদের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বিকল করিয়া ফেলিল—তিনি প্রাণে মরিলেন না বটে কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন, এই তীব্র বিষের জ্বালায় অনেক সময়ে অস্থির হইয়া পড়িতেন। মহম্মদের শিষ্যগণ সেই রমণীকে ধরিয়া আনিল—রমণী প্রভূত সাহসের সহিত বলিল "তোমরা আমার আত্মীয় স্বজনকে নিহত করিয়াছ, তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য খাদ্য দ্রব্যে বিষ মিশাইয়াছিলাম।" মহম্মদ এই রমণীর ভীষণ অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং য়িহুদীদিগের উপর কর নির্দ্ধারণ

করিয়া মদিনায় ফিরিয়া গেলেন। সোফিয়া নাম্নী এক য়িহুদী রমণী নিরাশ্রয়া হইয়া এখানেই মহম্মদের শরণাগত হইল—মহম্মদ তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আপনার সহধর্ম্মিণী করিয়া লইলেন। যে সকল মুসলমান আবিসিনিয়া রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল- তাহারা এই সময়ে মদিনায় উপস্থিত হইল। আবুসোফিয়ানের কন্যা ও হবিবার মাতাও ইহাদের মধ্যে ছিল। হবিবার মাতা বিদেশে বিধবা হইয়া নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছিল বিশেষতঃ তাহাকে বিবাহ করিলে প্রবল শত্রু আবুসোফিয়ানের কঠোর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইতে পারে, এই আশায় মহম্মদ তাহাকেও বিবাহ করিলেন।

আর এক বৎসর অতীত হইল। সন্ধি অনুসারে মহম্মদ মক্কা যাত্রা করিলেন। বহুদিনের পর জন্মভূমির মুখ দর্শন করিয়া মুসলমানগণের হৃদয় আনন্দে উচ্ছসিত হইল। মহম্মদের ঈশ্বর নিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি, অনন্ত বিশ্বাস ও করুণ ব্যবহার দর্শন করিয়া তাঁহার প্রবল শত্রুদিগের মধ্যেও অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। মহাবীর খালিদ--যাঁহার প্রবল প্রতাপে মুসলমানগণ ওহদের যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল; সুকবি আমরু যাঁহার বিদ্রুপ বাণ লৌহবাণ অপেক্ষাও সুতীক্ষ্ণ হইয়া মুসলমান হৃদয় বিদ্ধ করিত—তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। খালিদের অনুরোধ অনুসারে তাঁহার পিতৃব্যা

মেইমুনাকে মহম্মদ বিবাহ করিলেন। মেইমুনার বয়স তখন এক পঞ্চাশৎ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কেবল খালিদকে প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্যই মহম্মদ এই বিবাহে স্বীকৃত হন। মুসলমানগণ মক্কানগরে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিলেন, বহুলোকে পৌত্তলিকতা পরিহার করিল—কোরেসগণ বিপদ আশঙ্কা করিয়া ভীত হইল। চতুর্থ দিনে মহম্মদ মক্কাবাসীদিগকে ভোজ দিয়া তাহাদের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু কোরেসগণ তাঁহাকে মক্কানগরে আর একদিনও থাকিতে দিল না।

বস্রার শাসন কর্ত্তা যে মুসলমান দূতের প্রাণবধ করিয়াছিলেন, মহম্মদ সে কথা বিস্মৃত হন নাই। বস্রার শাসন কর্ত্তা রোমীয় সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতিনিধি ছিলেন। মহম্মদ প্রথমতঃ সম্রাটকে বস্রার শাসনকর্ত্তার দণ্ড করিবার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু কেহই সে অনুরোধ গ্রাহ্য করিল না। মহম্মদ তিন সহস্র সৈন্য তাহার শাস্তির জন্য প্রেরণ করিলেন। সিরিয়ার অন্তর্গত মূতা নগরে উভয় দলে এক যুদ্ধ হয়। অসংখ্য রোমীয় সৈন্য দর্শনে মুসলমানগণ প্রথমতঃ ভীত হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু আব্দাল্লা উৎসাহের সহিত বলিলেন "ধর্ম্মের জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি, ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হইবে—অগ্রসর হও, আজ আমরা জয় অথবা স্বর্গলাভ করিব।" মুসলমান সৈন্য ধর্ম্মের নামে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। প্রবল পরাক্রমে শত্রুদিগকে

আক্রমণ করিল—সেনাপতি জৈয়দ রণে পতিত হইলেন—আলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাফর হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া জৈয়দের হস্ত হইতে নিশান লইয়া আকাশে উড়াইয়া দিলেন। জাফরকে বধ করিবার জন্য রোম সৈন্য বিপুল যুদ্ধ করিল। জাফরের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইল, তিনি বাম হস্তে নিশান ধারণ করিলেন—বামহস্ত ছিন্ন হইল, তিনি রক্তাক্ত বাহু-দ্বয়ে পতাকা বেষ্টন করিয়া রহিলেন—খড়্গাঘাতে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূমিতে পতিত হইল—তথাপি বাহুদ্বয় পতাকা পরিত্যাগ করিল না। বড় ভীষণ রণ হইল। আব্দাল্লা সে পতিত নিশান আবার উড়াইয়া দিলেন—দেখিতে দেখিতে খড়্গাঘাতে তাঁহার দেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। খালিদ সে নিশান হস্তে লইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুসলমানদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন—যেখানে যুদ্ধ ঘনীভূত, সেখানেই গমন করিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—একে একে তাঁহার হস্তের নয়খানি তরবারী ভাঙ্গিয়া গেল—তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। ক্রমে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল—শত্রু মিত্র বাছিয়া লওয়া দুষ্কর হইল। রণ থামিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে অল্প সংখ্যক মুসলমান সৈন্য লইয়া খালিদ একবার শত্রুদিগের দক্ষিণে, একবার বামে, একবার, সম্মুখে একবার পশ্চাতে ধাবিত হইতে লাগিলেন। রোমীয় সেনাপতি মনে করি-লেন—অসংখ্য মুসলমান সৈন্য রণে আসিয়াছে—ভীত

হইয়া সৈন্যদিগকে পশ্চাদপদ হইতে আদেশ করিলেন—মুসলমানগণ সুযোগ বুঝিয়া প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিল—সে বেগ সহিতে না পারিয়া রোম সৈন্য পলায়নপর হইল—মুসলমানগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া অনেক সৈন্য হত ও বহু ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল। মুসলমান সৈন্য ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া মদিনায় উপস্থিত হইল কিন্তু কাহারও মুখে আনন্দের রেখা নাই গভীর বিষাদে সকলেরই মুখ কালিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আত্মীয় স্বজন বিশেষতঃ জাফরের মৃত্যুতে সমস্ত মদিনা বিলাপ করিতে লাগিল, জাফরের শিশু সন্তান কাঁদিয়া আকুল হইল, মহম্মদ তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জৈয়দের কন্যা ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, মহম্মদ আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, তাহার কণ্ঠধারণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেকে মহম্মদকে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় মৃত্যুশোকে অধীর হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল মহম্মদ বলিলেন "বন্ধুর বিরহে আজ প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছি।" কিয়দ্দিনের মধ্যে শোকের তীব্রতা হ্রাস হইয়া আসিল, জাফরের প্রেতকৃত্য সম্পন্ন হইল, মহম্মদ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিলেন। খালিদের অসাধারণ শৌর্য্যের জন্য তাহাকে "ঈশ্বরের তরবারী" এই উপাধি প্রদান করিলেন।

দশম অধ্যায়।

ব্রত উদ্‌যাপন।

মুসলমান ধর্ম্ম দিনে দিনে জয়যুক্ত হইতে লাগিল, সত্যের সম্মুখে অসত্য নিষ্প্রভ হইতে আরম্ভ করিল। সহস্র বীরপুরুষ মহম্মদের শিষ্য হইল, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অকাতর, অগ্নিসম সূর্য্যতেজে অক্লান্ত যোদ্ধাগণ চিরকালের দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদের সৈন্যদলে প্রবেশ করিল। দিনে দিনে সত্যের জয় দেখিয়া মহম্মদ পুলকিত হইলেন। সত্য আপনার বলে সমস্ত আরবদেশে পরিব্যাপ্ত হইবে, তাহার সূচনা দেখিয়া আরও কৃতজ্ঞতাভরে ভগবানের শরণাগত হইলেন। জন্মস্থান মক্কানগর কবে পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, কবে জীবন ব্রত উদ্‌যাপন হইবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কোরেসগণ মহম্মদের সহিত যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা লঙ্ঘন করিয়া মহম্মদের আশ্রিত বেনী খুজাদিগকে আক্রমণ করিল। কোরেসগণ খুজা বংশীয় অনেকগুলি লোককে হত্যা করিল, জীবিতদিগকে দেশছাড়া করিয়া তাড়াইয়া দিল। খুজাগণ শত্রু দমনের জন্য মহম্মদের সাহায্য ভিক্ষা করিল। তিনি অবিলম্বে কোরেসদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করিলেন। কোরেসগণ ভীত হইয়া মহম্মদকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আবুসোফিয়ানকে দূতরূপে মদিনায় প্রেরণ করিল। আবুসোফিয়ান আপনার চিরঔদ্ধত্য বিসর্জ্জন করিয়া মহম্মদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন। সন্ধি লঙ্ঘনকারীদিগকে মহম্মদ ক্ষমা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। আবুসোফিয়ান মহম্মদের নিকট বিফল মনোরথ হইয়া আবুবেকার, ওমার ও আলির নিকট গমন করিলেন। সেখানেও মনোরথ সিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া ফতেমার শরণাগত হইলেন, ফতেমার জেষ্ঠপুত্র ছয়বৎসর বয়সের বালক হাসনকে শত মুখে প্রশংসা ও তাহাকে আপনার আশ্রয়দাতারূপে স্বীকার করিয়া মাতার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ফতেমা তাঁহার চাটুবাদে না ভুলিয়া বলিলেন "আমার সন্তান অতি বালক, এ আপনার মত বীরপুরুষের আশ্রয়দাতা হইতে পারে না। আর মহম্মদের ইচ্ছারবিরুদ্ধে কে আপনাকে আশ্রয় দিবে।" সকলস্থানেই ব্যর্থকাম হইয়া আবুসোফিয়ান অবশেষে আপনার কন্যা মহম্মদের পত্নী হবিবার মাতার ভবনে গমন করিলেন। সেখানে এক আসনে বসিতে গিয়াছেন, অমনি তাঁহার কন্যা বলিলেন "ইহা সত্যধর্ম্ম প্রচারকের শয়নশয্যা, ইহা পৌত্তলিকের আসন হইতে পারে না।" কন্যার এই পরুষবাক্যে ব্যথিত হইয়া তিনি পুনরায় আলির নিকট গমন করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

আবুসোফিয়ান গর্ব্বিত মস্তক অবনত করিয়া মক্কায় ফিরিয়া গেলেন।

মহম্মদ দশসহস্র সৈন্য লইয়া মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত আলআব্বাস সপরিবারে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। মহম্মদ তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। আব্বাস পরিজনদিগকে মদিনায় প্রেরণ করিয়া স্বয়ং মক্কাভিমুখে চলিলেন। সৈন্যগণ মক্কার নিকটে গিয়া শিবির স্থাপন করিল। নিশীথ সময়ে প্রহরীগণ দুইজন কোরেসকে ধরিয়া ওমারের নিকট উপস্থিত করিল। ওমার আলো প্রজ্জলিত করিয়া দেখিলেন আবুসোফিয়ান ও তাঁহার একজন সহচর বন্দীবেশে আনীত হইয়াছে। ওমার তাহাদের মস্তক দ্বিখণ্ড করিবার জন্য তরবারী খুলিলেন, এমন সময় আব্বাস আসিয়া বলিলেন "মহম্মদ যতক্ষণ ইহাদের দণ্ডবিধান না করেন ততক্ষণ ইহাদিগকে আমি আশ্রয় দিলাম।" ওমার আবুসোফিয়ানের প্রাণদণ্ডের অনুমতি লইবার জন্য মহম্মদের নিকট গেলেন, আব্বাস আবুসোফিয়ানকে লইয়া ওমারের পূর্ব্বেই মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহম্মদ দেখিলেন যিনি তাঁহাকে গৃহ ও জন্মস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, পরিবার ও বন্ধু বান্ধবদিগের উপর নির্য্যাতন করিয়াছেন, তিনি আজ তাঁহার হস্তে বন্দী, কিন্তু বন্দী তাহার স্ত্রীর পিতা, এই কথা স্মরণ

করিয়া তিনি কঠোর হইতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে বিচারের জন্য উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন।

পরদিন আবুসোফিয়ান মহম্মদের নিকট আনীত হইলেন। মহম্মদ তাঁহাকে বলিলেন "আবুসোফিয়ান! এক ঈশ্বর ভিন্ন যে আর ঈশ্বর নাই একথা কি এখনও বিশ্বাস করিবে না।" আবুসোফিয়ান বলিলেন "এক ঈশ্বরই যে সত্য, একথা আমি অনেক দিন হইল বুঝিয়াছি।" মহম্মদ বলিলেন "ভাল। আমি যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, একথা কি স্বীকার করিবে না?" আবুসোফিয়ান বলিলেন "তুমি আমার পিতা মাতা অপেক্ষা প্রিয়তর কিন্তু তোমাকে এখন সত্যধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না।" ওমার তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু আব্বাসের প্রতিবন্ধকতায় সে চেষ্টা সফল হইল না। তরবারীতে যাহা হইলনা, আব্বাসের প্রখর যুক্তি, সস্নেহ কথা ও মহম্মদের সস্নেহ ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন হইল। আবুসোফিয়ান মহম্মদকে সত্য প্রচারক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তিনি অবিলম্বে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। মহম্মদ তাঁহাকে বলিলেন যদি মক্কাবাসী আমার হস্তে আত্মসমর্পণ অথবা শান্তভাবে গৃহে বাস করে তবে তাহাদের কোন ক্ষতি করা হইবে না। আল‌আব্বাসকে আপনার সৈন বল প্রদর্শন করিবার জন্য

মহম্মদ তাঁহাকে গিরিপথ প্রান্তে দণ্ডায়মান থাকিতে আদেশ করিলেন, সৈন্যগণ দলে দলে সে সঙ্কীর্ণ পথদিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের বিক্রম, শৃঙ্খলা ও রণকৌশল দর্শন করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। আব্বাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ সৈন্যের গতিরোধ কে করিবে নিশ্চয় তোমার ভ্রাতষ্পুত্র বড় ক্ষমতাশালী।" আব্বাস বলিলেন "তবে মক্কায় ফিরিয়া যাও, মক্কাবাসীদিগকে বল, কেহ মহম্মদের যেন বিরুদ্ধাচরণ না করে।" আবুসোফিয়ানই মহম্মদের প্রবল শত্রু ছিলেন, তাঁহার উত্তেজনাতেই মক্কাবাসী এত দিন মহম্মদের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া মক্কাবাসী অধিকাংশ নরনারী মহম্মদের বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ করিল।

মহম্মদ অতিসাবধানে মক্কার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দয়াগুণে মক্কাবাসীকে বশীভূত করিবার বাসনায় সৈন্যদিগকে বলিয়া দিলেন মক্কাবাসীগণ আক্রমণ না করিলে কেহ যেন যুদ্ধ না করে। তাহারা আক্রমণ করিলেও ধৈর্য্যের সহিত বহন করিবে। একজন সেনাপতি বলিলেন "যুদ্ধকালে কোন স্থানকেই পবিত্র বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে।" মহম্মদ সে সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া আলি পর্ব্বতের উপর মুসলমান পতাকা প্রোথিত করিলেন। মহম্মদ সেখানে আসিয়া শিবির

স্থাপন করিলেন, যোদ্ধারবেশ পরিত্যাগ করিয়া ফকি-রের বেশ পরিলেন। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে সমতল ভূমির দিকে চাহিয়া দেখেন, একদল কোরেসের তীরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মুসলমান সৈন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, মহাবীর খালিদ সৈন্য সামন্ত লইয়া কোরেসদিগকে আক্র-মণ করিয়াছেন। কোরেসগণ সে আক্রমণ সহিতে না পারিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, খালিদ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া রক্তস্রোতে বসুন্ধরা প্লাবিত করিতেছেন, মহম্মদ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে আদেশ দিলেন, সহস্র তরবারী মনুষ্য স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে থামিয়া-গেল। মহম্মদ উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন।

পূর্ব্বাকাশে তরুণ অরুণের প্রথম রেখা দেখা দিয়াছে, এমন সময় মহম্মদ মক্কার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। আবুবেকার তাঁহার পশ্চাতে সমাসীন। মহম্মদ আজ জেতা কিন্তু পরিধানে সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। তিনি কোরাণ আবৃত্তি করিতে করিতে মক্কার দ্বারে প্রবেশ করিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "স্বর্গ ও মর্ত্ত ঈশ্বরের রাজ্য, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও জ্ঞানস্বরূপ। ঈশ্বর বাণী আজ সফল হইল।" মহম্মদ আর কোথাও অপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বপ্রথমে কাবা মন্দিরে গমন করিলেন। সপ্তবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। সপ্তবার কৃষ্ণপ্রস্তর স্পর্শ করি-

করিলেন, মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দ্বাররক্ষক দ্বার বন্ধ করিয়া রহিল। আলি বলপূর্ব্বক চাবি কাড়িয়া লইলেন কিন্তু মহম্মদ তাহার হস্তে চাবি প্রত্যর্পণ করিলেন। দ্বারবান মহম্মদের সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং কিয়দ্দিন পরে স্বয়ং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। মহম্মদ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেস্থান একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনার উপযোগী করিলেন। মন্দির মধ্যে ৩৬০ দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর জ্ঞানে আরবজাতি ইহাদেরই ভজনা করিত। মহম্মদ বলিতে লাগিলেন "এতদিনে সত্য জয়যুক্ত মিথ্যা অন্তর্হিত হইল। সত্যসত্যই মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী।" তিনি ক্রমে ক্রমে দেব দেবীগুলি চূর্ণ করিয়া মন্দির হইতে দূরীকৃত করিলেন। যুগযুগান্ত হইতে যেসকল দেব দেবী আরবজাতি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছিল আজ তাহাদের ধ্বংস হইল। মক্কাবাসীগণ দেখিল যাহাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান জ্ঞানে এতদিন পূজা করিয়াছে, তাহারা আজ আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। তাহাদের হৃদয় হইতে দেব দেবীর প্রতি বিশ্বাস চলিয়া গেল। মন্দিরের শোভার জন্য যে সকল মূর্ত্তি খোদিত ছিল, তাহাও অপসারিত হইল, মন্দির হইতে পৌত্তলিকতার সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন দূর করিয়া তিনি জম্‌জম্ কূপের নিকট গমন করিলেন। এবং এই কূপের জলে হস্তপদ

প্রক্ষালন করিয়া সুস্থ হইলেন। মধ্যাহ্নকালে তাঁহার আদেশে একজন মুসলমান কাবা মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া সকলকে উপাসনার জন্য আহ্বান করিলেন। উপাসনান্তে তিনি ঈশ্বর সকলের পিতা ও মানবমণ্ডলী ভ্রাতা এই মহাসত্য সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। যাযাবরগণের নিকট ইহা সম্পূর্ণ নূতন সত্যরূপে প্রতীয়মান হইল। তাহারা নবালোক প্রাপ্ত হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল "ঈশ্বর মহৎ, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই এবং মহম্মদ সত্যধর্ম্মের প্রচারকর্ত্তা।" মুহুর্মুহু এই উচ্চধ্বনিতে চারিদিক শব্দায়মান হইতে লাগিল।

ইহার পর মহম্মদ সাফা পর্ব্বতের উপর গমন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। চারিদিকে মহাজনতা হইল। তিনি কোরেসদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা আমার নিকট কি চাও?" তাহারা সমস্বরে বলিল "ভাই! আজ তোমার নিকট দয়া ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করি।" তাহাদের এই কাতরোক্তি শ্রবণে মহম্মদের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন "আজ আমি তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না, ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্ষমা করুন, তিনিই একমাত্র দয়ালু ও কৃপাবান।" মহম্মদ আজ মক্কার অধীশ্বর, তাঁহার অধীনে দশ সহস্র বীর পুরুষ, ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহার প্রাচীন শত্রুদিগকে সবংশে নিহত করিয়া তাহাদের অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে

ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু জয়লাভ করিয়া তিনি মক্কা নগরে সর্ব্বাগ্রে এক ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিলেন, সৌজন্য ও বিনম্র ব্যবহারে শত্রুর প্রাণেও অধিকার স্থাপন করিলেন। দলে দলে লোক তাঁহার নিকট আসিয়া নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। সকলেই প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল "তাহারা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর পূজা করিবে না; ব্যভিচার, শিশুহত্যা ও অস্বাভাবিক অভিগমন করিবে না; মিথ্যা কথা বলিবে না অথবা স্ত্রীজাতির গ্লানি করিবে না।" নব শিষ্যগণ তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে, তাঁহাকে রাজ-সম্মানে সম্মানিত করিতে উৎসুক হইল; সকলে সভয়ে, কম্পিত পদে তাঁহার সম্মুখে আসিতে লাগিল, তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা কেন কম্পিত হইতেছ? আমার কি দেখিয়া তোমরা ভীত হইতেছ? আমি রাজা নই, আমি কোরেস বংশীয়া এক দরিদ্র রমণীর সন্তান—আমার মাতা এমন গরিব ছিলেন যে সূর্য্যতাপে মাংস শুষ্ক করিয়া আহার করিতেন। তবে আমাকে দেখিয়া কেহ ভয় করিও না; আমি তোমাদেরই একজন।" মহম্মদের দয়াগুণে শত্রুগণ পরাস্ত হইল।

কোরেস রমণীগণও দলে দলে আসিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। আবুসোফিয়ানের পত্নী হেণ্ডা, যিনি ওহদের যুদ্ধে হামজার হৃৎপিণ্ড নখে বিদীর্ণ করিয়া

ভক্ষণ করিয়াছিলেন তিনি গুপ্তবেশে মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মহম্মদ তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। হেণ্ডা আত্মগোপনে অসমর্থ হইয়া মহম্মদের চরণে পতিত হইল এবং বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। মহম্মদ আজ ঈশ্বর প্রেমে পূর্ণ হইয়াছেন, আজ ঈশ্বরের জীবন্ত কৃপার সাক্ষ্য চতুর্দ্দিকে দর্শন করিতেছেন, আজ আর কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে হইল না—যাহারা মহা অপরাধে অপরাধী ছিল, তাহাদিগকেও ক্ষমা করিলেন। সাদের পুত্র আব্দাল্লা লিপি চাতুর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল—মহম্মদ তাহাকে কোরাণ লিখিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহম্মদ এক কথা লিখিতে বলিতেন, আব্দাল্লা তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য তাহার বিপরীত কথা লিখিয়া বসিত এবং সে কথা তাহার সহচরদিগের নিকট বলিয়া সর্ব্বদা ঠাট্টা তামাসা করিত। আব্দাল্লা অল্প দিনের মধ্যেই ধরা পড়িয়া পলায়ন করে এবং মক্কা নগরে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পৌত্তলিক হইয়া যায়। মহম্মদ মক্কা অধিকার করার পর সে একদিন আসিয়া তাঁহার দ্বারে ক্ষমার ভিখারী হয়। অব্দাল্লার মত শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করিলেন।

মহম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে—পৌত্তলিকতার দুর্গ কাবা মন্দিরে একেশ্বরের ভজনা হইতেছে—নবধর্ম্মের সঞ্জীবনী শক্তিতে আরব সমাজের চির প্রচলিত

পাপরাশি প্রক্ষালিত হইবার সুযোগ হইয়াছে—মহম্মদ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। মদিনাবাসী অনেকগুলি মুসলমান মহম্মদের সহিত মক্কা অধিকার করিতে আসিয়াছিল—অনেক দিন গত হইল, মহম্মদ মদিনায় যাইবার নাম করেন না। তাহারা সন্দেহ করিতে লাগিল তিনি বুঝি আর মদিনায় যাইবেন না। একদিন স্বাফা পর্ব্বতে উপাসনার পর মক্কার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "তুমিই নগরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগর এবং ঈশ্বরের পরম প্রিয় স্থান। যদি আমার স্বজাতীয় লোকে আমাকে দূরীকৃত না করিত, তবে এমন স্থান ছাড়িয়া কখনও যাইতাম না।" মদিনাবাসীগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল "দেখ, মহম্মদ এখন তাঁহার জন্মস্থানের প্রভু হইয়াছেন। তিনি এখন এখানেই বাস করিবেন, আর মদিনায় যাইবেন না।" তিনি তাহাদের কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন "তোমরা যেদিন আমাকে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সেইদিন তোমাদের সহিত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাস করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। যদি আমি আজ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করি, তবে কি আমি ঈশ্বরের ভৃত্যরূপে আর পরিচিত হইতে পারিব?"

মহম্মদ মক্কা হইতে চতুর্দ্দিকে প্রেম ও শান্তি স্থাপনের জন্য প্রচারক প্রেরণ করিলেন। ইহারা পৌত্তলিক দেব দেবী ধ্বংস করিয়া ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল।

খালিদ নেকলা গমন করিয়া তথাকার দেব দেবী ও মন্দির ভূমিসাৎ করিলেন। তিনি তেহেমা নামক স্থানের অধিবাসীদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে অস্ত্র-সজ্জিত জাধিমা জাতীয় কতকগুলি লোককে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে অস্ত্রত্যাগ করিতে আদেশ করেন। যাহারা অস্ত্রত্যাগ করিল তাহাদিগকে কয়েদ করিলেন, যাহারা পলায়ন করিল তাহাদিগের অনেককে বধ করিলেন। খালিদের এই নৃশংস ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া মহম্মদ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন "ঈশ্বর তুমি জান, আমার কোন অপরাধ নাই।" তিনি অবিলম্বে অত্যাচরিত লোকদিগের সান্ত্বনার জন্য আলীকে প্রেরণ করিলেন—আলী লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরাইয়া দিলেন, মিষ্ট কথায় ও অর্থদানে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন।

মুসলমানের জয়নাদে আরবভূমি বিকম্পিত হইতেছে, বর্ব্বর দেশে নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে, দিনে দিনে আরব দেশের বহুজাতি মহম্মদের শরণাগত হইতেছে, মরুভূমিবাসী সাদ, তাকিফ প্রভৃতি বেদুইন জাতি সম্মুখে অধীনতার শৃঙ্খল দেখিয়া ভীত হইল। পরস্পর একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া মুসলমানের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার সঙ্কল্প করিল। তাইফ নগরের অধিপতি মালেক বেদুইন জাতির অধিনায়ক

হইয়া চারি সহস্র যোদ্ধা ও তাহাদের পরিবার পরিজন সহ হোনেন ও তাইফ নগরের মধ্যবর্ত্তী আউডান নামক উপত্যকায় গমন করিল। মহম্মদ তাহাদের অভিসন্ধি অবগত হইয়া দ্বাদশ সহস্র সৈন্যের সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। মুসলমান সৈন্য বিশৃঙ্খল ভাবে অন্ধকারময় গিরিপথ দিয়া গমন করিতেছে, এমন সময় বেদুইনগণ পর্ব্বত শিখর হইতে অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। মুসলমান সৈন্য হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া ভীত হইল, পর-মুহূর্ত্তেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। মহম্মদ তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া কত ডাকিলেন, তবু তাহারা ফিরিল না। আব্বাস গভীর গর্জ্জনে চারিদিক কম্পিত করিয়া মুসলমানদিগকে ফিরিয়া আসিতে আহ্বান করিলেন, তাঁহার বজ্র-ধ্বনি নিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুসলমান-প্রাণে বলের সঞ্চার হইল, তাহারা শ্রেণী বদ্ধ হইয়া উৎকট যুদ্ধ করিতে লাগিল। বেদুইন জাতি পরাভূত হইল। তাকিফ জাতি তাইফ নগরে এবং অবশিষ্ট লোক আউডান উপত্যকার শিবির মধ্যে আশ্রয় লইল। মুসলমানগণ অনতিবিলম্বে আউডান শিবির আক্রমণ করিয়া বহু ধন সম্পত্তি লাভ করিল, তাহাদের রমণীদিগকে বন্দিনী করিয়া লইয়া গেল। একটী রমণী মহম্মদের চরণে পতিত হইয়া বলিল "আমি তোমার পালিতা মাতা হালিমার কন্যা; বাল্যকালে তোমার সহিত কত ক্রীড়া করিয়াছি, আজ তোমারই হস্তে

আমি বন্দিনী।” মহম্মদ তাহাকে চিনিতে পারিলেননা। সে পৃষ্ঠের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া বলিল “স্মরণ থাকিতে পারে, বাল্যকালে একদিন আমার পৃষ্ঠে দংশন করিয়া রক্ত-পাত করিয়াছিলে, আজও তাহার চিহ্ন অপনোদিত হয় নাই” তাহার পৃষ্ঠে দংশনের চিহ্ন দেখিয়া মহম্মদ তাহাকে তৎ-ক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্য ও কয়েদী দিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া তাইফ নগর আক্রমণ করিলেন। তাইফ নগর সুদৃঢ় দুর্গে রক্ষিত ছিল। বিংশতি দিন পর্য্যন্ত মুসলমানগণ সে নগর অবরোধ করিয়া রহিল কিন্তু তাকিফ-গণ আত্মসমর্পণ করিল না। দুই এক দিন উভয় দলে যুদ্ধ হইল, বহু লোক হত আহত হইল, তথাপি নগর দখল হইলনা। মহম্মদ আর রক্তপাত দেখিতে না পারিয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বেদুইনগণ আউতাসের যুদ্ধে দ্রব্য সামগ্রী ও পরিবার-বর্গকে হারাইয়া মহম্মদের পালিতা মাতা হালিমাকে লইয়া মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইল এবং কাতর বচনে দ্রব্য সামগ্রী ও পরিজনদিগকে ফিরাইয়া দিতে প্রার্থনা করিল। হালিমা তখন বয়সগুণে জীর্ণা শীর্ণা হইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া মহম্মদের প্রাণ বিগলিত হইল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “দ্রব্য সামগ্রীই তোমাদের প্রিয়, না পরিবার তোমাদের প্রিয়। তাহারা বলিল “পরিবার গণই আমাদের প্রিয়।” মহম্মদ বলিলেন “আমার ও

আব্বাসের অংশে যে সকল কয়েদী পড়িয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি দিলাম। দুপ্রহরের উপাসনার পর আমার নিকট যাইয়া বলিও 'আপনি আপনার শিষ্যদিগকে আমাদের স্ত্রী পুত্রদিগের বন্ধন মুক্ত করিতে অনুরোধ করুন।' বেহু-ইনগণ মহম্মদের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিল। মহম্মদ ও আব্বাস তাঁহাদের বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন, শিষ্যগণও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। হালিমার অনুগ্রহে বেহুইন রমণীগণ দাসত্ব পাশ হইতে মুক্ত হইল।

মহম্মদের উদারতা ও দানশীলতা দেখিয়া মুসলমানগণ ভীত হইল। তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইবার জন্য কোলাহল উপস্থিত করিল। মহম্মদ দুঃখিত অন্তঃ-করণে বলিলেন "তোমরা কি আমাকে কখনও লোভ, প্রবঞ্চনা বা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দেখিয়াছ? ঈশ্বর জানেন, আমি সাধারণের সম্পত্তি হইতে আমার প্রাপ্য পঞ্চমাংশ ব্যতীত আর এক গাছ উষ্ট্রের লোমও গ্রহণ করি নাই। আমার নিজের পঞ্চমাংশও তোমাদেরই কল্যাণে ব্যয় করিতেছি।' ধর্ম্ম জগতের অনেক পরিচালক-কেই শিষ্যদিগের যন্ত্রণায় ব্যথিত হইতে হইয়াছে, মহম্মদও সে যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারেন নাই। তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্য মুসলমানদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন স্বয়ং পঞ্চমাংস গ্রহণ করিয়া তাহা শত্রুদিগকে বশী-ভূত করিবার জন্য ব্যয় করিলেন। তাইফ অবরোধ

সময়ে আবুসোফিয়ানের এক চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল তাহাকে নিজের অংশ হইতে একশত উষ্ট্র ও অনেক রৌপ্য দান করিলেন। কোরেসগণ সম্পূর্ণ রূপে প্রাচীন শত্রুতা ভুলিতে পারে নাই, তাই তাহাদিগকেই অনেক অর্থ দান করিলেন। আব্বাস নামক একজন কবি যে অংশ পাইয়াছিল, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মহম্মদের নামে কবিতা বাঁধিতে লাগিল। মহম্মদ বলিলেন "উহাকে এখান হইতে লইয়া গিয়া উহার রসনা কাটিয়া ফেল।" ওমার সত্য সত্যই তাঁহার রসনা কাটিবার জন্য অস্ত্র বাহির করিল। কিন্তু যাহারা মহম্মদের মনোগত ভাব অবগত ছিল তাহারা আব্বাসকে লইয়া পশুশালায় গমন করিল, আব্বাস কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাদের সঙ্গে যাইতে লাগিল। তাহারা বলিল "এখান হইতে যত ইচ্ছা ততটা পশু বাছিয়া লও।" আব্বাস আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল "মহম্মদ এইরূপে তাঁহার শত্রুর রসনা কাটিয়া ফেলেন। ঈশ্বরের নামে বলিতেছি আমি কিছুই লইবনা।" মহম্মদ তথাপি তাহাকে ষাটটা উষ্ট্র দান করিলেন। এই হইতে কবিবর মহম্মদের দানশীলতার প্রশংসা বই আর কখনও নিন্দা করে নাই।

মহম্মদ কোরেসদিগের মধ্যে বহু সম্পত্তি বিতরণ করিলেন। মদিনাবাসীগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, খল প্রকৃতি কোরেসগণ তাঁহার অনুগ্রদানের পাত্র হইল, আর

আমরা নিজের অংশ ব্যতীত কিছুই পাইলাম না।' মহম্মদ তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া বলিলেন "তোমরা পরস্পরের মধ্যে যে কথা বলিতেছ তাহা আমি শুনিয়াছি। যখন আমি তোমাদের মধ্যে গমন করিয়াছিলাম, তখন তোমরা অন্ধকারে ঘুরিতেছিলে, ঈশ্বর তোমাদিগকে এখন সুপথ দেখাইয়াছেন। তোমরা দুঃখ ভোগ করিতেছিলে, ঈশ্বর তোমাদিগকে সুখী করিয়াছেন। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কত হিংসা বিদ্বেষ ছিল, ঈশ্বর তোমাদের হৃদয় ভ্রাতৃভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। বল তোমাদের মধ্যে এইরূপ ভাব হইয়াছে কিনা ?' তাহারা বলিল "হাঁ, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য।' মহম্মদ বলিলেন "দেখ লোকে যখন আমাকে প্রবঞ্চক বলিত, তখন তোমরা আমাকে বিশ্বাস করিয়াছিলে, যখন আমি পলাইয়া স্বদেশ, হইতে গমন করিয়াছিলাম তখন তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে, আমি সহায় হীন ছিলাম, তোমরা আমার সাহায্য করিয়াছিলে; আমি দুঃখী ছিলাম, তোমরা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলে; তোমরা কি মনে কর আমি এসকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি? আমি কি এতই অকৃতজ্ঞ? আমি তোমাদিগকে কিছু না দিয়া কোরেসদিগকে অনেক ধন সম্পত্তি দিয়াছি, সে জন্য তোমরা অসন্তুষ্ট হইয়াছ। তাহাদের পার্থিব হৃদয় পার্থিব পদার্থ দ্বারা জয় করিতেছি—কিন্তু তোমাদিগকে আমি

আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি। তাহারা উষ্ট্রও মেষ লইয়া বাড়ী ফিরিবে—তোমরা আমাকে লইয়া গৃহে যাইবে। যদি সমস্ত পৃথিবী একদিকে এবং তোমরা অন্য দিকে যাও, নিশ্চয় জানিও আমি তোমাদের সহিতই যাইব। তবে বল কে আমার অধিক প্রিয়?" আনসারগণ মহম্মদের খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং সকলে যুগপৎ বলিয়া উঠিল "আমাদিগকে আপনি যাহা দিয়াছেন তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।" ইহার পর মক্কা নগর সুশাসনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মহম্মদ মদিনা যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে আবোয়া নগরে মাতার সমাধি দর্শন করিয়া মদিনায় উপস্থিত হইলেন।

মদিনায় পৌঁছিবার কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার কন্যা জেনাবের মৃত্যু হয়। মহম্মদ বহুবার মৃত্যু শোক ভোগ করিয়াছেন কিন্তু জেনাবের জন্য বড় ব্যথিত হইলেন। কন্যা শোকে তিনি কাতর আছেন, এমন সময়ে মেরিয়ার গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। মহম্মদ অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু খাদিজা ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে এপর্যান্ত কোন সন্তান হয় নাই। পুত্র লাভ করিয়া তাহার নাম ইব্রাহিম রাখিলেন এবং তাহারদ্বারাই বংশ রক্ষা হইবে, এই আশায় সুখী হইলেন।

পৌত্তলিকার দুর্গ মক্কা নগর মুসলমান হস্তে পতিত হইয়াছে তাইফ নগর হইতেও পৌত্তলিকতার শেষ চিহ্ন দূরীকৃত

হইয়াছে, আরব দেশ হইতে দেবদেবী পূজা উঠিয়া যাই-বার উপক্রম হইল। চারিদিক হইতে লোক জন আসিয়া মুসলমান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল অথবা মহম্মদের শরণাগত হইল। মহম্মদ চারিদিকে প্রচারক পাঠাইয়া মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মুসলমানদিগের নিকট দান ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট কর আদায় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। আরব দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত . পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ভূভাগ মহম্মদের বশ্যতা স্বীকার করিল। তাইফ-বাসীগণ চতুর্দ্দিকে মুসলমান বেষ্টিত হইয়া অবশেষে মহম্ম-দের শরণাগত হইল। তাইফদূত মদিনানগরে আগমন করিয়া মহম্মদের নিকট প্রাচীন অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিল। তাইফ নগরের অধিপতি আরোয়া ইতিপূর্ব্বেই মহম্মদের উজ্জ্বল বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুরাগ দর্শনে মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাইফ নগরবাসী-দিগকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগি-লেন। তাইফনগরবাসীগণ ঘোর পৌত্তলিক ছিল; তাহারা আরোয়ার মুখে পৌত্তলিকতার বিরোধী কথা শুনিয়া তাঁহাকে বধ করিল। মৃত্যু কালে আরোয়া এই প্রার্থনা করিলেন যেন তাঁহার রক্তস্রোতে সিক্ত হইয়া অবি-শ্বাসী তাইফনগরে শীঘ্রই বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হয়। ইহা-রই কিয়ৎকাল পরে আরোয়ার প্রার্থনা ফল প্রসব করিল

তাইফ দূত মদিনায় গমন করিয়া মহম্মদের হস্তে নগর সমর্পণ করিল। কিন্তু দেবদেবীগুলিকে যাহাতে অচিরেই ধ্বংস করা না হয় তজ্জন্য মহম্মদকে অনুরোধ করিল। মহম্মদ বলিলেন "পৌত্তলিকতা ও ইস্‌লাম এক সময়ে এক-স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না। মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে মৃণ্ময় মূর্ত্তি প্রদান করিয়া কি ঘোর মহাপাপ করিতেছে। মুসলমান ধর্ম্ম কখনও দেব পূজার প্রশ্রয় দিতে পারেনা। দেবদেবী রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া তাইফ বাসীগণ মুসলমান ধর্ম্মের অনুমোদিত দৈনিক প্রার্থনা হইতে অব্যা-হতি পাইবার জন্য চেষ্টা করিল। মহম্মদ বলিলেন "প্রার্থনা ভিন্ন ধর্ম্ম কোন কাযের কথাই নহে।" অবিলম্বে আবু সোফিয়ান ও আরোয়ার ভ্রাতষ্পুত্র মুঘিরা তাইফ নগরের দেব দেবী ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। তাইফ নগরের রমণীগণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল—তাহারা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া স্খলিত বসনে মুক্তকেশে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল—কিন্তু আবু সোফিয়ান ও মুঘিরা কাহারও কথা গ্রাহ্য না করিয়া কুঠারাঘাতে দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। আরব দেশ হইতে পৌত্তলিকতার দ্বিতীয় দুর্গ অন্তর্দ্ধত হইল।

মহম্মদের জীবনব্রত সফল হইয়াছে। সমস্ত আরব দেশে একেশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অনন্ত আহব মগ্ন লুণ্ঠনপ্রিয় আরবগণ একজাতিতে পরি-

মত হইয়াছে, স্ত্রীজাতির প্রতি আর অত্যাচর হয় না, শিশু-হত্যা নিবারিত হইয়াছে—স্বদেশের যে দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ অহর্নিশি ক্রন্দন করিত, ভগবানের কৃপায় সে দুঃখ চলিয়া গিয়াছে। মহম্মদ আরব জাতির ধর্ম্মগুরু ও শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। যুগ যুগান্তের অরাজকতা তিরোহিত হইয়া আরব দেশ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে স্বদেশে আর কেহ মহম্মদের শত্রু নাই কিন্তু বিদেশী লোক তাঁহার প্রতাপ দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। ধর্ম্ম প্রচার যাঁহার জীবনের লক্ষ্য, ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকে অবিশ্রান্ত যুদ্ধে নিমগ্ন হইতে হইয়াছিল।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মহম্মদের প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য আরব প্রান্তে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন—৬৩০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস—মহম্মদ অবিলম্বে সিরিয়া দেশে গমন করিয়া রোম সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিতে অভিলাষ করিলেন। কপটাচারী আব্দুল্লা চিরদিন মহম্মদের শত্রুতা করিয়াছে, এবারও সে যুদ্ধে যাইতে সকলকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। রোম সৈন্যের বিরুদ্ধে গমন করিতে অনেকেই ভীত হইল। এই দুঃসময়ে ওমার, আব্বাস, আব্দালরহমান, অথমান ও আবুবেকার আপনাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন; নারীগণ আপনাদের বসন ভূষণ বিক্রয় করিয়া

স্বদেশ রক্ষার্থে বহু অর্থ দান করিলেন। ইহাঁদের উৎসাহ দেখিয়া অনেকের ম্লান হৃদয়ে আশা ও সাহসের সঞ্চার হইল—দেখিতে দেখিতে দশ সহস্র অশ্বারোহী ও বিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য সজ্জিত হইল। উৎসাহে উৎসাহ আনয়ন করে। মুসলমান সৈন্য মরুভূমির অশেষ ক্লেশ সহিয়া সিরিয়া গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে বহু লোক ভয়ে মদিনায় ফিরিয়া গেল। আর যাঁহারা পথশ্রমে ভীত হইয়া মদিনায় বাস করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া মহম্মদের অনুসরণ করিল। দশ দিনে মুসলমান সৈন্য তাবক নামক স্থানে গমন করিয়া শিবির স্থাপন করিল। এখান হইতে মুসলমানগণ চারিদিকে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। অনেক রাজ্য মহম্মদের অধীন হইল। এখানে মহম্মদ শুনিতে পাইলেন, রোম সম্রাট আপনার রাজ্য লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—পররাজ্য আক্রমণ করিবেন, সে ভাবনা ভাবিবার অবসর মাত্র নাই সুতরাং তাবক হইতে বহু সংখক লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া মদিনায় গমন করিলেন।

যাহারা মহম্মদকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল, বিশ্বাসী মুসলমানগণ তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল তাহারা লজ্জায় মৃত প্রায় হইয়া গেল—অনুতাপের দাবদাহে দগ্ধ হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। মহম্মদ প্রকৃত অনুশোচনা দেখিয়া

অনেককেই ক্ষমা করিলেন—কিন্তু সাত জনকে আর কোন ক্রমেই ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তাহারা বন্ধুবান্ধবের স্নেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া সংসার শূন্য দেখিতে লাগিল। মহম্মদ তাবক জয় করিয়া বিচিত্র দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গৃহে আসিয়াছেন, মদিনায় আনন্দ স্রোত বহিতেছে, এ আনন্দের মধ্যে তাহারাই কেবল বিষন্ন। ঘৃণার বিষম কশাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা আপনাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল এবং যত কাল মহম্মদ তাহাদের প্রতি সদয় না হন, ততদিন সেই অবস্থায় মসজিদে পড়িয়া থাকিতে সঙ্কল্প করিল। বহুদিন পরে সাতজনের মধ্যে চারি জনের অপরাধ ক্ষমা হইল—কিন্তু কাব, মুরারা ও হিলাল নামক তিন ব্যক্তি ক্ষমা পাইল না। ইহারা পূর্ব্বে অত্যন্ত বিশ্বাসী মুসলমান ছিল—তাহাদের অবিশ্বাস মহম্মদ সহজে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ইহারা নানা প্রকার অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিল, মহম্মদ তথাপি সদয় হইতে পারিলেন না। সর্প দেখিয়া লোকে যেমন দূরে পলায়ন করে, ইহাদিগকে দেখিয়া লোকে তেমনি পথ ছাড়িয়া দূরে যাইত। ইহারা মসজিদে যাইয়া উপাসনা করিত, সকলকে বিনম্র ভাবে অভিবাদন করিত কিন্তু কেহই ইহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিত না। চল্লিশ দিন অতীত হইল—তাহার পর মহম্মদ আদেশ করিলেন "ইহারা স্ত্রী পুত্রের মুখ দর্শন করিতে পারিবেনা। ইহারা নগর

ছাড়িয়া পর্ব্বত কন্দরে বাস করিতে লাগিল. যাতনায় ইহাদের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল, পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিল। পঞ্চাশ দিন এইরূপ তীব্র যাতনা ভোগ করিল। ইহাদের গুরু পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হইল পরদিন মহম্মদ উহাদিগকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হইলেন ইহারা দৌড়িয়া মহম্মদের নিকট গমন করিল এবং বহুদিন পরে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

ইহারই কিয়ৎকাল পরে কপটাচারী আবদুল্লা মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হইল। যদিও সে দিবানিশি মহম্মদের সর্ব্ব-নাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে তথাপি মহম্মদ তাহার সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই পীড়াতেই আবদুল্লার কালপূর্ণ হইল, মৃত্যুকালে মহম্মদ তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার প্রাণে সান্ত্বনা দিলেন। মহম্মদের মহানুভাবতা দর্শনে আব্দুলার দলস্থ লোক গুলি বৈরভাব পরিত্যাগ করিল মদিনা নগরে আর মহম্মদের শত্রু রহিল না। সমস্ত আরব ভূমি একই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এক হইয়া গেল।

একাদশ অধ্যায়।

অন্তিম কাল।

আর এক বৎসর অতীত হইল। আবার পুণ্য মাস আসিয়া দেখা দিল। মহম্মদ আরব দেশে সুশাসন প্রচলিত করিবার উপায় অবধারণ করিতেছেন, মদিনা ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবার তাঁহার অবসর নাই। আবু বেকারকে তীর্থ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য মক্কায় প্রেরণ করিলেন তিন শত মুসলমানসহ আবুবেকার মক্কা নগরে গমন করিয়া অগণিত তীর্থ যাত্রিদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহার পর আলি দণ্ডায়মান হইয়া মহম্মদের আদিষ্ট ঘোষণা পত্র পড়িতে লাগিলেন। এ বৎসরের পর আর কোন পৌত্তলিক মক্কা নগরে তীর্থ করিতে আসিতে পারিবেন না। কেহই উলঙ্গ হইয়া কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে পারিবেনা। যাহাদের সহিত মহম্মদ সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আর কাহারও সহিত তাঁহার কোন বাধ্য বাধকতা থাকিবেনা। যাত্রীগণ ঘোষণা পত্রের মর্ম্ম দেশ দেশান্তরে প্রচার করিল। হিজিরার দশম বৎসরে নানা দেশীয় দূতগণ আসিয়া মদিনা নগর পরিপূর্ণ করিল। বিভিন্ন জাতি মুসলমানদিগের শরণাগত হইল। মহম্মদ নানা দেশে প্রচারক প্রেরণ করিলেন। তাহাদিগকে

বলিয়া দিলেন "সকলের সহিত মধুর ব্যবহার করিবে, কাহাকেও কর্কশ কথা বলিওনা। সকলকে আনন্দিত করিও, কাহাকেও ঘৃণা করিওনা। শাস্ত্রবাদীগণ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'স্বর্গের পথ কি?' তোমরা বলিও ঈশ্বরের সত্যে বিশ্বাস করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য করাই স্বর্গের পথ।" প্রচারকগণ পর্ব্বত ও মরুভূমি অতিক্রম করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং নামে চারিদিক মাতাইয়া তুলিল।

চারিদিক হইতে প্রচারকগণ আনন্দ সমাচার প্রেরণ করিতেছেন—যুদ্ধবিগ্রহের শান্তি হইয়াছে—মহম্মদ মহানন্দে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন—৬৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্র ইব্রাহিম কালগ্রাসে পতিত হইল—ইব্রাহিমের বয়স পঞ্চদশ মাস অতিক্রম করিয়াছিল—মহম্মদ ভাবিয়াছিলেন এই পুত্রের দ্বারা তাঁহার বংশ রক্ষা হইবে—কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য রূপ ছিল। বৃদ্ধকালে এই পুত্রশোক তাঁহার প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হইল কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত থাকাই যাঁহার জীবন ব্রত, তিনি শোকে মুহ্যমান হইতে পারেননা। তিনি মৃত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমার হৃদয় বিষাদ ভারে অবনত, চক্ষু শোকাশ্রু পরিপূর্ণ; কিন্তু আমিও তোমার অনুসরণ করিতেছি সুতরাং আমার দুঃখভার লঘু

হইয়াছে। আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, তিনিই আমাদিগকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, মৃত্যুর পর তাঁহারই নিকট গমন করিব।" আব্দলরহমান তাঁহাকে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়া বলিলেন মৃতের জন্য ক্রন্দন করিতেত আপনিই নিষেধ করিয়াছেন। মহম্মদ তাঁহাকে বলিলেন শোকে আচ্ছন্ন হইয়া চীৎকার করা, বক্ষস্থল করাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করা, গাত্র বস্ত্র ছিন্ন করাই নিষেধ করিয়াছি। কিন্তু শোকাশ্রু দগ্ধ হৃদয়ের অবলেপ, দুঃখী জনের সন্তাপ নিবারণে ঈশ্বরের দান। ইব্রাহিমের ক্ষুদ্র দেহ সমাধিস্থ হইল, মহম্মদ শোকাচ্ছন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন "হে আমার প্রিয় পুত্র! আজ বল ঈশ্বরই তোমার প্রভু এবং মুসলমান ধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম।" মহম্মদ একমাত্র পুত্রকে জন্মের মত বিদায় দিয়া গৃহে ফিরিলেন। এমন সময় সূর্য্য গ্রহণ আরম্ভ হইল। চরাচর জগৎ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। বিশ্বাসী ভক্তগণ মহম্মদকে বলিতে লাগিল—সমস্ত জগৎ আজ ইব্রাহিমের শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু মহম্মদ বলিলেন চন্দ্র ও সূর্য্য নভোমণ্ডলে ঈশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টি—তাঁহার বিশ্বাসী সন্তান সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্য দিয়া তাঁহার ইচ্ছা জানিতে পারে কিন্তু সামান্য মানুষের জন্ম মৃত্যুর সহিত গ্রহগণের সম্বন্ধ নাই। মহম্মদ কেমন কুসংস্কার বিবর্জ্জিত ছিলেন, প্রকৃত ঈশ্বরে তাঁহার কেমন জলন্ত বিশ্বাস ছিল!

সময় কাহারও মুখাপেক্ষা করেনা—দেখিতে দেখিতে আর এক বৎসর উত্তীর্ণ হইল—আবার পুণ্যমাস ফিরিয়া আসিল। মহম্মদ মক্কা যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিলেন। নগর, জনপদ, গিরিসঙ্কট, মরুভূমি ও উপত্যকা হইতে নানা জাতীয় লোক আসিয়া মক্কা নগরে উপস্থিত হইল। প্রায় লক্ষ লোক সমভিব্যাহারে, ফকিরের বেশে তিনি তীর্থ যাত্রায় বাহির হইলেন। প্রথমদিন মদিনার অনতি-দূরবর্ত্তী এক গ্রামে পৌছিয়া রাত্রি যাপন করিলেন—পর দিন প্রত্যুষে এক বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে লক্ষ লোক এক কণ্ঠে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "হে ঈশ্বর! আমরা তোমারই সেবক। তুমি অদ্বিতীয়, তুমিই মানবের একমাত্র উপাস্য। তুমি মঙ্গলদাতা—তুমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর—তোমা ভিন্ন এ জগতের আর কেহ স্বামী নাই।" লক্ষ লোকের কণ্ঠ হইতে একই প্রার্থনা বাহির হইতে লাগিল—বিশ্বাসীগণ ভক্তির আবেগে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল—অনেকে গলদশ্রু লোচনে হতচেতন হইয়া স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান রহিল। বিশ্বাসের যে মহিমা, মহম্মদই তাহা জগৎকে উজ্জলরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। যাত্রীগণ মরুভূমি, পর্ব্বত ও উপত্যকা ভেদ করিয়া চলিল—চতুর্দ্দিক তাহাদের প্রার্থনার উচ্চরবে নিনাদিত হইতে লাগিল। আরব দেশে মহা শান্তি বিরাজ করিতেছে—সর্ব্বত্র একেশ্বরের বিজয় নিশান উড্ডীন হইয়াছে—বিশ্বাস

কি মহিয়সী শক্তি ধারণ করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে দেশ দ্বন্দ্ব, কোলাহলের আবাসভূমি ছিল, একজন লোকের বিশ্বাস বলে সে দেশ আজ একপ্রাণ, একমন হইয়া গিয়াছে।

মহম্মদ ক্রমে মক্কানগরে উপনীত হইলেন। বেণী সেবা নামক দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন—স্বয়ং অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন সুতরাং উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন এবং সাফা পর্ব্বত হইতে মারোয়া শৈল পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। বহু সংখ্যক উষ্ট্র বলিদান করিয়া আপনার মস্তক মুণ্ডন করিলেন। শিষ্যগণ ভক্তির সহিত তাঁহার কেশ গুচ্ছ সযতনে রক্ষা করিল।

ক্রিয়া কলাপ সমাপনান্তে মহম্মদ মুসলমানদিগকে আরাফত্ পর্ব্বতে সমবেত হইতে অনুরোধ করিলেন। লক্ষ মুসলমান আগ্রহের সহিত তাঁহার প্রাণস্পর্শী কথা শ্রবণ করিবার জন্য গমন করিল। মহম্মদ এক উন্নত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন "আর এক বৎসর বাঁচিব কিনা, আবার তোমাদের সহিত এখানে এই ভাবে মিলিতে পারিব কিনা তাহা জানিনা। আমি এক-জন সামান্য মানুষ, মৃত্যু যে কোন সময় আমাকে ইহ-লোক হইতে লইয়া যাইতে পারে। অতএব আমার মনের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা মনোযোগের

সহিত শ্রবণ কর। অদ্যকার দিন ও এই মাস যেমন তোমাদের নিকট পবিত্র, তোমরা তেমনি পরস্পরের জীবন ও ধন সম্পত্তি পবিত্র জ্ঞানে সম্মান করিও। স্মরণ রাখিও, তোমরা ঈশ্বরের নিকট তোমাদের কার্য্যের জন্য দায়ী। স্ত্রীর উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের উপরও স্ত্রীর তেমনই অধিকার আছে। নারীদিগকে সম্মান ও তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই স্ত্রীলাভ করিয়াছ, তাঁহারই দাস বলিয়া স্ত্রীর উপর তোমাদের অধিকার রহিয়াছে।

"তোমরা নিজে যাহা আহার কর, দাসদিগকেও তাহাই আহার করিতে দিও। তোমরা যেরূপ বস্ত্র পরিধান কর, দাসদিগকেও তদনুরূপ বস্ত্র পরিতে দিও। তাহারা যদি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করে, তবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও কিন্তু কখনও তাহাদিগকে যাতনা দিওনা, স্মরণ রাখিও তাহারা প্রভু পরমেশ্বরের ভৃত্য।

"মুসলমানগণ পরস্পরের ভ্রাতা—তাহারা একই ভ্রাতৃমণ্ডলীর লোক। দাতা সদিচ্ছার সহিত দান না করিলে তাঁহার সম্পত্তিতে আর কাহারও অধিকার নাই। কখনও ভ্রাতার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিওনা।

"যাহারা আজ এখানে উপস্থিত আছ, তাহারা অনুপস্থিত ভ্রাতাদিগকে আমার শেষ কথা শুনাইও।" এই কথা বলিতে বলিতে মহম্মদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল—তিনি

লক্ষ লোকের উৎসাহপূর্ণ বদনের দিকে দৃষ্টি করিয়া ভাবের উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হইলেন। ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রভু! আমার জীবনের কার্য্য শেষ হইল, আমাকে যে ক্ষমতা দিয়া এ সংসারে পাঠাইয়াছিলে আমি তাহার যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়াছি কিনা, তুমিই তাহার সাক্ষী।" মুসলমানদিগকে কর্ত্তব্য কার্য্যের উপদেশ দিয়া মহম্মদ সশিষ্য মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দূর হইতে মদিনা নগর দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে বিভোর হইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন "ঈশ্বরই মহৎ; এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, তাঁহার সমানও কেহ নাই। তাঁহারই এই বিশাল জগৎ, প্রশংসা কেবল তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি সর্ব্বশক্তিমান। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন। তিনি তাঁহার ভৃত্যের সহায় হইয়া অসত্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। চল আমরা গৃহে যাইয়া কেবলই তাঁহারই আরাধনা ও প্রশংসা করি।"

মদিনায় আসিয়া মহম্মদ দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। অশেষ ক্লেশে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, যৌবনে স্বজাতি কর্তৃক উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, প্রাণভয়ে বন্য জন্তুর ন্যায় বিজন পাহাড় পর্ব্বতে প্রচ্ছন্নভাবে আশ্রয় লইয়াছেন, প্রৌঢ়বয়স অবিশ্রান্ত যুদ্ধ বিগ্রহে কাটিয়া গিয়াছে, মনের ক্লেশ ও শারীরিক শ্রমে তাঁহার দেহ ভগ্ন হইয়াছে, তথাপি একদিনের জন্য তিনি তাহা

গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু খাইবারের য়িহুদী রমণী তাঁহাকে যে বিষপান করাইয়াছিল, সে মারাত্মক বিষ তাঁহার শরীর জীর্ণ করিয়াছিল, শেষে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে তাঁহাকে আরও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই সময়ে আরবদেশে আসোয়াদ ও মোসেলমা নামক দুই ব্যক্তি আপনাদিগকে ঈশ্বর প্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া ঘোষণা করিল—তাহাদের যাদু কৌশল দেখিয়া অনেক লোক তাহাদের শিষ্য হইল কিন্তু অবিলম্বেই তাহারা প্রাণ দানে আপনাদের প্রবঞ্চনার প্রায়শ্চিত্ত করিল।

সিরিয়া দেশে মুসলমান দূত হত হইয়াছিল এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতিকার করা হয় নাই। মহম্মদ জৈয়দের পুত্র ওসামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া একদল সৈন্য সিরিয়া প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ মদিনা নগর হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাত্রি যাপনের জন্য শিবির স্থাপন করিল, এমন সময় সংবাদ আসিল মহম্মদ ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। সৈন্যগণ মদিনায় ফিরিয়া আসিল।

সেই দিন নিশীথকালে হঠাৎ মহম্মদের নিদ্রাভঙ্গ হইল—মস্তকের গুরুতর ব্যথায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন—সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া এক ভৃত্যের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইলেন—সমস্ত নগর গভীর নিদ্রায় অচেতন—

তাঁহারা দুইজন নগর ছাড়িয়া শ্মশান ভূমিতে উপনীত হইলেন—মহম্মদ মনের আবেগে মৃত লোকদিগের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় শান্ত ও সমাহিত হইল—তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পীড়া কিছু মাত্র হ্রাস হইল না। মহম্মদ আয়েসার গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিন ভীষণ জ্বর আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল—গাত্র দাহে তিনি বড় যাতনা পাইতে লাগিলেন, শীতল জলে তাঁহার শরীর কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তিনি অমনি আলি ও ফধুলের স্কন্ধে ভর দিয়া উপাসনালয়ে গমন করিলেন। অতি কষ্টে বেদীর উপর উপবেশন করিয়া প্রাণ মন খুলিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিলেন। উপাসনান্তে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যদি কেহ জ্ঞাতসারে কোন অপরাধ করিয়া থাক, যদি বিবেকের দংশনে যাতনা পাইয়া থাক তবে আজ তাহা স্বীকার কর"। উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে এক জন দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "আমাকে লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানে কিন্তু আমার মত কপট ও দুরাচার লোক অতি বিরল। তাই বিবেকের দংশনে আমি ক্লিষ্ট হইয়াছি।" ওমার এই কথা শুনিয়া বলিলেন "ঈশ্বর যাহা গোপনে রাখিয়াছেন, কেন তাহা জন-সমাজে প্রকাশ করিয়া আপনাকে হীন করিতেছ।" মহম্মদ ওমারের কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "পরকালে

ক্লেশ পাওয়া অপেক্ষা এই পৃথিবীতে লজ্জিত হওয়াই শ্রেয়স্কর।' অতঃপর মহম্মদ সেই বিবেক ক্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন "হে প্রভু পরমেশ্বর ইহাকে বিশ্বাস ও বল দেও, ইহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার কারণ উৎপাটিত কর।" আবার উপাসকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যদি তোমাদের কাহাকেও কখনও প্রহার করিয়া থাকি, তবে এই আমার পৃষ্ঠ উন্মোচন করিলাম, আমাকে আজ প্রহার করিয়া ঋণ মুক্ত কর। যদি তোমাদের কাহারও নিকট হইতে কিছু অন্যায় করিয়া লইয়া থাকি, তবে তিনি আজ তাহা প্রকাশ করুন, আমি ঋণ দায় হইতে মুক্ত হই।" এই কথা বলিবামাত্র উপাসকমণ্ডলীর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "আপনার আদেশানুসারে আমি কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রা এক দরিদ্রকে দিয়াছিলাম, আজ আপনাকে ঋণ মুক্ত করিবার জন্য সেই কথা স্মরণ করিয়া দিলাম।" মহম্মদ অমনি তাহার ঋণ পরিশোধ করিলেন। ইহার পর তিনি সমস্ত উপাসকমণ্ডলী ও ধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত মুসলমানদিগের জন্য কাতর হইয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে মক্কা বাসীদিগকে বলিলেন "তোমরা আনসারদিগকে সম্মান করিও— এখন কালে বিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে কিন্তু আনসারের সংখ্যা আর বাড়িবেনা। তাহারাই আমার পরিবার, তাহারাই আমাকে আশ্রয় দিয়াছিল। যাহারা

তাহাদের বন্ধু, তাহাদের কল্যাণ সাধন কর—যাহারা তাহাদের শত্রু তাহাদের সহিত সকল প্রকার বন্ধুতা ছিন্ন কর"। সমস্ত উপাসককে সম্বোধন করিয়া আবার বলিলেন "আরব দেশে কোন প্রকার পৌত্তলিকতার চিহ্ন থাকিতে দিওনা, যাহারা মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিবে তাহাদিগকে ভ্রাতাজ্ঞান করিয়া তোমাদের তুল্য অধিকার প্রদান করিও। সর্ব্বোপরি অনুরোধ এই অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিও। ঈশ্বর বলিয়াছেন "যাহারা কোন অন্যায় কার্য্য করে না, যাহারা পৃথিবীর ধনমদে মত্ত হয় না, তাহারাই পরকালে সুখী হইবে—কেবল ধার্ম্মিকগণই সুখের অধিকারী।"

মহম্মদ মনের আবেগে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন—তাহার দুর্ব্বল শরীর বিশ্বাস বলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল—উপাসনান্তে আবার অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল—আলির স্কন্ধে ভর করিয়া তিনি আয়েসার আগারে গমন করিলেন—তিনি এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে শয্যায় শয়ন করিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহু যত্নে তাঁহার চেতনা সম্পাদিত হইল। কিন্তু পীড়ার প্রকোপ দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। শুক্রবার দিন মুসলমানগণ একত্র হইয়া সামাজিক উপাসনা করিতেন—মহম্মদ মস্‌জিদে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; মস্তকে ও বক্ষে শীতল জল ধারা নিক্ষেপ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থতা

লাভ করিয়া ভাবিলেন আজও উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইবেন। কিন্তু শয্যাত্যাগ করিয়া যেমন চলিবার উপক্রম করিলেন অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি সে দিনকার উপাসনার ভার আবুবেকারের উপর অর্পণ করিলেন। মহম্মদকে সেদিন বেদীতে না দেখিয়া মুসলমানগণ বড় আকুল হইয়া পড়িল, অনেকে তাহাকে মৃত মনে করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। আবু-বেকার মুসলমানদিগের ক্রন্দন নিবারণ করিতে অসমর্থ হইলেন। মহম্মদ বহু কষ্টে শয্যাত্যাগ করিয়া আলী ও আব্বাসের সাহায্যে মস্‌জিদে গমন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া মুসলমানগণ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মহম্মদের আগমনে আবুবেকার বেদী হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন কিন্তু মহম্মদ তাঁহাকে আচার্য্যের কার্য্য করিতে বলিয়া স্বয়ং বেদীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনায় যোগদান করিলেন। উপাসনান্তে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি অবগত হইলাম, তোমরা আমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইয়াছিলে। কিন্তু বল দেখি কোন্ কালে কোন্ সাধু লোকের মৃত্যু হয় নাই—তবে আমি কি অমর হইয়া তোমাদের সহিত চিরকাল থাকিতে পারি? সকলই ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পন্ন হয়। কেহই তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারেনা—যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহারই নিকট প্রতিগমন

করিব। তোমাদের প্রতি আমার শেষ অনুরোধ এই যে তোমরা একতা সূত্রে বদ্ধ হইয়া থাকিও—পরস্পরকে প্রেম ও সম্মান ও বিপদে সাহায্য করিও। পরস্পরকে দৃঢ় বিশ্বাসী ও ধর্ম্ম কার্য্য সম্পন্ন করিতে উৎসাহিত করিও। প্রার্থনা, বিশ্বাস ও সাধু কার্য্য দ্বারাই এলোকে মানুষ সৌভাগ্যবান হয়—অন্য সকল কার্য্য তাহাকে নরকগামী করে।”

মহম্মদের উপদেশ শুনিয়া ও তাঁহার অন্তিম কাল সন্নিকট জানিয়া শিষ্যগণ কান্দিয়া আকুল হইল—যাঁহার উপদেশে তাহারা প্রাণ পাইয়াছে, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা ও সামাজিক অশেষ দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে, এত কাল পরে তাঁহাকে জন্মের মত হারাইবে এই চিন্তায় তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িল। মহম্মদ তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন “আমি যে লোকে গমন করিতেছি তোমরাও সেই লোকে গমন করিবে—মৃত্যু কাহাকেও ক্ষমা করে না। জীবনে তোমাদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, মরণান্তেও আমি তোমাদেরই থাকিব।”

শিষ্যদিগকে সান্ত্বনা দিয়া মহম্মদ গৃহে গমন করিলেন। পরদিন তাঁহার রোগ যন্ত্রণা কমিয়া গেল, আবার মধুর হাসি তাহার নয়ন কোণে দেখা দিল—আলি, আবুবেকার, ওমার প্রভৃতি শিষ্যগণ বহুদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ মহম্মদকে সুস্থ দেখিয়া

তাঁহারা বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন—কেবল আয়েসা তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলেন। নির্ব্বান প্রায় প্রদীপ যেমন ক্ষণকালের জন্য উজ্জল হইয়া অকস্মাৎ অন্ধকারে মিশিয়া যায়—মহম্মদেরও আজ সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে—কিঞ্চিৎকাল পরেই তাঁহার যন্ত্রণা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল—মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া তিনি দাসদিগকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন—এবং আপনার যাহা কিছু ছিল গরিবদিগকে দান করিতে বলিলেন। ইহার উপর উর্দ্ধ-দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "হে ঈশ্বর মৃত্যু যন্ত্রণায় তুমি আমার সহায় হও।" আয়েসা ভীতা হইয়া আবুবেকার ও হাফজার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন—মহম্মদের মস্তক আপনার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার বদনে শীতল জল-ধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহম্মদের চক্ষু বিস্তৃত হইল—হস্ত দুইটী জোড় করিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—আমি স্বর্গস্থ সহচর-দিগের সহিত আজ সম্মিলিত হই।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু নিমীলিত হইল—হস্ত শীতল হইল—প্রাণপক্ষী উড়িয়া গেল—আয়েসা চীৎকার করিয়া উঠি-লেন—তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া মহম্মদের অন্যান্য স্ত্রীগণ দৌড়িয়া আসিলেন—ক্রন্দনের রোল আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিদ্যুৎবেগে নগর মধ্যে প্রচারিত হইল—মহম্মদ আর নাই। সকলে ক্ষণকালের জন্য বজ্রাহত হইল। যে

যে কায করিতেছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে মহম্মদের গৃহ পানে ধাবিত হইল। তাঁহার মৃতদেহ দেখিয়াও অনেকে বলিতে লাগিল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, আমাদিগকে ছাড়িয়া কি তিনি যাইতে পারেন। মহম্মদের গৃহে লোকারণ্য হইল—বিলাপধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া গেল। ওমার সুতীক্ষ্ন তরবারী নিকোষিত করিয়া বলিতে লাগিলেন "যে কেহ বলিবে মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে, আজ এই তরবারীতে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিব। মহম্মদ কিয়ৎকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন অবিলম্বে আবার ফিরিয়া আসিবেন" মহম্মদ যে মুসলমানদিগকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যাইবেন একথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিলনা। আর্ত্তনাদ শুনিয়া আবুবেকার দৌড়িয়া আসিলেন—মহম্মদের বদনাবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহার ম্লান গণ্ড বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং গদ্‌গদ্‌ স্বরে বলিলেন "তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মাতা ছিলে" আবুবেকারের অশ্রুজল মহম্মদের মৃত দেহ প্রক্ষালণ করিতে লাগিল। মৃতদেহ আবার বস্ত্রাবৃত করিয়া তিনি ওমারকে সান্ত্বনা করিতে গমন করিলেন কিন্তু ওমার কিছুতেই সান্ত্বনা মানিলনা। আবুবেকার জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যদি মহম্মদ তোমাদের উপাস্য হন, তবে শোন, আজ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। যদি ঈশ্বর তোমাদের উপাস্য হন, তবে

এই কথা বিশ্বাস কর যে তাঁহার কখনও মৃত্যু হয় না। মহম্মদ ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। প্রাচীন ধর্ম্মপ্রচারকগণ যেমন কাল পূর্ণ হইলে ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তিনিও তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়াছেন। ঈশ্বর কোরাণে প্রকাশ করিয়াছেন যে মহম্মদ তাঁহার দূত ও মৃত্যুর অধীন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এখন কি তোমরা তাঁহার উপদেশ ও ধর্ম্ম অবহেলা করিবে? স্মরণ রাখিও, যদি তোমরা বিধর্ম্মী হও, তাহাতে ঈশ্বরের কোন ক্ষতি হইবেনা, তোমাদেরই অধোগতি হইবে। যাহারা বিশ্বাসে অটল থাকিবে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তাহাদেরই উপর বর্ষিত হইবে। মুসলমানগণ আবুবেকারের কথা শুনিয়া আরও বিলাপ করিতে লাগিল। ওমার ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া "হা আমার বন্ধু, হা! আমার সহায়" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন সোমবার, মুসলমানী প্রথম রবি মাসের ১২ই তারিখ মহম্মদ এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। মহা সূর্য্যের ন্যায় যিনি আরবদেশে জ্বলিতেছিলেন, তিনি আজ অস্তমিত হইলেন—গভীর তমসে আরবদেশ আচ্ছন্ন হইল।

আলি প্রভৃতি আত্মীয়গণ মহম্মদের শরীর সুবাসিত জলে প্রক্ষালিত করিয়া তদুপরি সুগন্ধ দ্রব্য প্রক্ষেপ করিলেন। দুইখানি শুভ্র বসনে তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া

একখানি বিচিত্র বস্ত্রে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডিত করিলেন। বস্ত্রের উপর আবার নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য দিয়া মৃতদেহ বাহিরে আনায়ন করিলেন। সহস্র কণ্ঠ হইতে প্রার্থনার ধ্বনি উঠিতে লাগিল—তিন দিন দিন রাত্রি তাঁহার শব রক্ষা করা হইল—এই কয়দিন মদিনা নগরে কেহ নিদ্রা গেলনা, কেহ আহার করিলনা। অনাহারে অনিদ্রায় সহস্র সহস্র লোক তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিল। তিন দিন পর তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা স্থির হইল। মহাজরিণগণ তাহাকে মক্কা নগরে, আনসারগণ মদিনা নগরে ও কেহ কেহ জেরুজালেমে তাঁহার সমাধি দিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু আবুবেকারের আদেশে আয়েসার গৃহে মহম্মদের মৃত্যু শয্যাতলে সমাধি প্রস্তুত হইল। মুসলমানগণ তাঁহাকে সমাধিস্থ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল—নরনারীর হাহাকারে মদিনা শ্মশানবেশ ধারণ করিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধর্ম্ম বৃক্ষে মধুর ফল।

প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত হইতে চলিল জ্বলন্ত বিশ্বাস ও অদম্য উৎসাহের অবতার মহম্মদ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে আল-জিরিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের মুসলমান হৃদয় আজও তাঁহারই নামে নৃত্য করে, তাঁহারই নাম দিবানিশি প্রাণ মন খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে। আফ্রিকার বিজন প্রান্তর, আরবের মরুভূমি, ভারতের প্রতিজনপদ, আফগান রাজ্যের প্রত্যেক শৈলশৃঙ্গ, তুর্কিস্থানের বিশাল উপত্যকা পারস্যের মনোহর উদ্যান, তুরুষ্কের প্রত্যেক নগর হইতে আজও দিবানিশি মহম্মদের জয় ঘোষণা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন মহম্মদ কপটাচারি ছিলেন। এই ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরিয়া যাঁহার কথা কোটি কোটি লোকের অন্নপান হইয়া রহিয়াছে তিনি কপটাচারী ছিলেন? যাঁহারা তাঁহার অন্তর বাহির সুন্দররূপে অবগত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার অতি নিকট আত্মীয় ছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার অনুরাগী শিষ্য ছিলেন—কপটাচারী হইলে তাঁহার নিকট আত্মীয়গণেরই তাহা বুঝিবার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুবিধা ছিল। যাদুকরের ইন্দ্রজালে পৃথিবীর দুই দশ জন লোক

মুগ্ধ হইতে পারে কিন্তু অষ্টাদশ কোটি ঈশ্বরের সন্তান তাহা ইহকাল পরকালের একমাত্র সম্বল করিতে পারে না। বঞ্চনা দ্বারা কেহ কখনও কোন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই, প্রবঞ্চকের ধর্ম্ম জলবুদ্বুদের ন্যায় দেখিতে না দেখিতে মিশাইয়া যায়। জগৎও জীবন-প্রহেলিকার গভীর মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে গিয়া তিনি আরব দেশে নবধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তিনি স্বদেশের অনন্ত দুর্গতি দর্শনে ব্যথিত হইয়া দগ্ধ হইতেছিলেন, শুভক্ষণে জগতের পরিত্রাতা পরমেশ্বর তাঁহাকে দর্শন দিয়া নবজীবন দান করিলেন, তাহারই বলে তিনি নব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ধন মান বা গৌরবের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। রাজ মুকুট তাঁহার নিকট তুচ্ছ ছিল—পৃথিবীর সিংহাসন তিনি পদতলে ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর তুচ্ছ যশের ভিখারী ছিলেন না—জীবন মৃত্যুর গভীর তত্ত্ব প্রচার করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছিলেন। ধনমান তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইত কিন্তু স্বয়ং তাহা স্পর্শ করেন নাই। সমস্ত আরব দেশ তাঁহার অঙ্গুলী সঙ্কেতে কম্পিত হইত, বিজিত জাতির অতুল সম্পত্তি তাঁহারই চরণ তলে অর্পিত হইত কিন্তু স্বয়ং কখনও ভিখারীর দশা পরিত্যাগ করেন নাই। সামান্য

বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেন, খর্জ্জুর খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন, মাদুর শয্যায় শয়ন করিতেন, নিজের বস্ত্র, নিজের পাদুকা নিজে মেরামত করিতেন, নিজের গৃহ নিজে সম্মার্জ্জনী হস্তে পরিষ্কার করিতেন, গৃহ কার্য্য আপনিই সম্পন্ন করিতেন—রাজ মুকুট তাঁহার পদতলে অবনত হইত তথাপি তিনি এমনি গরিব বেশে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন—তাঁহার চক্ষু পৃথিবীর নশ্বর ধনমানের উপর পতিত হয় নাই, সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখে ঈশ্বরে সংলগ্ন হইয়াছিল। সত্যের সেবক হইয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সত্যের বলেই তিনি একাকী সহস্র শত্রু পরাজয় করিয়াছেন। লোকে বলে তরবারী বলে মুসলমান ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইয়াছে। যখন মহম্মদ ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়া খাদিজার নিকট মনের মর্ম্ম কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তরবারী কোথায় ছিল? যখন ধীরে ধীরে এক দুই করিয়া তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল তখন তরবারী কোথায় ছিল? যখন কোরেসদিগের যত অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই মুষ্টিমেয় মুসলমানের বিশ্বাস ও বীর্য্য অক্ষয় হইল, তখন তরবারী কোথায় ছিল? যখন দলে দলে লোক বিশ্বাসের জন্য স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া মরুভূমিতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল তখন তরবারী কোথায় ছিল? যখন মদিনার লোক গভীর নিশীথে

তাঁহার নিকট অমোঘ প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত হইয়াছিল তখনই বা তরবারী কোথায় ছিল? বিশ্বাসবলে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে—বিশ্বাস বলে বলীয়ান হইয়াই মুসলমানগণ অনন্ত শত্রুসাগরে সাঁতার দিয়াছে—বিশ্বাসের বলেই মুষ্টিমেয় মুসলমান শত্রুতা সাগর পার হইয়া আপনাদের বিজয় নিশান স্বদেশে উড্ডীন করিয়াছে।

যে ধর্ম্মের সঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে নিরক্ষর বর্ব্বর যাযাবরগণ সভ্যতার চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে ধর্ম্মকে প্রবঞ্চকের রচিত বলিয়া কে বিশ্বাস করিতে পারে? মুসলমানগণ নবজীবন লাভ করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার উন্নতির জন্য জীবন মন উৎসর্গ করিয়াছিল। আব্দাল্লা আল-মামুন যখন বাগদাদের অধীশ্বর, সেই সময়ে মুনা নামক একজন মুসলমান জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতে অক্ষয় যশ রাখিয়া গিয়াছেন। খলিফা মুতাজিদের সময়ে মুসলমান পণ্ডিতগণ বীজগণিত দ্বারা কিরূপে ক্ষেত্র পরিমাপ করা যায় তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। বাতানি নামক এক পণ্ডিত ত্রিকোণমিতির সাইন কোসাইন, আবুলওয়াকা নামক আর একজন পণ্ডিত সেক্যাণ্ট ও ট্যানজেণ্ট আবিষ্কার করেন। রসায়ন বিদ্যা, বনস্পতি বিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা প্রভৃতিও মুসলমানদিগের দ্বারা অনেক উন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছে। কুফা নগরের আবুমুসা জাফর রসায়ন বিদ্যার

আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া সুবিখ্যাত। শরীর বিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যাতেও মুসলমানগণ অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কর্ডোবা ও কাইরো, বাগদাদ ও ফেজ নগরে বিশাল উদ্যান হইতে নানা জাতীয় বৃক্ষলতা সংগ্রহ করিয়া মুসলমান হাকিমগণ ছাত্রদিগকে বনস্পতি বিদ্যা শিক্ষা-দান করিতেন।

কৃষি বিদ্যায় তাঁহারা যেরূপ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন প্রাচীন কোন্ জাতি সেরূপ উন্নতির ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। অর্থনীতি শাস্ত্রেও মুসলমানগণ অসাধারণ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। ধাতু বিদ্যায় তাঁহাদের কিরূপ জ্ঞান ছিল টলিডো, ডামাস্কস ও গ্রেনাডার সুবিখ্যাত তরবারীই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। ইউরোপে ব্যব-হারিক বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছে কিন্তু তেমন তরবারী নির্ম্মাণ করিতে কেহ সক্ষম হয় নাই। স্থপতি বিদ্যায় যে মুসলমানগণ উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন তাহাতে আর কাহারও সন্দেহের কারণ নাই ভুবন বিখ্যাত তাজমহল তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। প্রাথ-মিক মুসলমানগণ চিত্র বিদ্যা ও মূর্ত্তিগঠন বিদ্যার প্রতি অমনোযোগী ছিলেন। পাছে চিত্র বিদ্যা ও মূর্ত্তিগঠন বিদ্যার উৎকর্ষতার সহিত পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় সেই ভয়ে তাঁহারা ঐ সকল বিদ্যার চর্চ্চা করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু যখন মুসলমানদিগের মধ্যে পৌত্ত-

লিকতার প্রবেশের আশঙ্কা দূরীকৃত হয়, সেই সময় হইতেই মুসলমান রাজ্যে ঐ সকল বিদ্যার উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। খলিফা ও মুসলমান ধনীদিগের প্রাসাদ সমূহ সেই সময় হইতে বিচিত্র চিত্র সমূহে ভূষিত হইতে আরম্ভ হয়। কাব্য, ইতিহাস, উপন্যাস, শব্দশাস্ত্র ও বাগ্মীতায় মুসলমান সাহিত্য পরিপূর্ণ। নির্ম্মম শত্রুর অস্ত্র ভয়ে ভীত হইয়া যিনি স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারই পরম উপদেশে জীবন লাভ করিয়া আরব জাতি জ্ঞানের এবম্বিধ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বর্ত্তমান অথবা ভবিষ্যতে যাহাদের উন্নতির বিন্দুমাত্র আশা ছিলনা, বর্ব্বরতা ও মূর্খতার অতলস্পর্শ কূপে যাহারা ডুবিয়াছিল, মহম্মদের আহ্বানে তাহারা জীবন পাইয়া জগতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম, সভ্যতা ও উন্নতির বীজ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল; অনন্ত দুর্গতিগ্রস্ত ও পরপদানত জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছিল। ইউরোপ যখন অসভ্য জাতির লৌহ নিগড় গলায় পরিয়া মহা অন্ধকারে ডুবিয়াছিল, তখন মুসলমানগণ জ্ঞান জ্যোতি প্রজ্জলিত করিয়া অন্ধ নরনারীর পথ প্রদর্শক হইয়াছিল। মুসলমান হইতেই বর্ত্তমান ইউরোপের উন্নতির সূত্রপাত হয়।

প্রাচীন অধিকাংশ জাতির মধ্যে স্ত্রীজাতি অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়াছে। শক্তি সেবক প্রাচীন জাতি সমূহ অবলা নারী জাতীকে কাষ্ঠ লোষ্ট্র অশ মেষের অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত না। মহম্মদের জন্মকালে আরব দেশে বহু বিবাহ অথবা অবিবাহ প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল। নারীজাতি পুরুষের ক্রীড়া সামগ্রী অথবা দাসী হইয়া জীবন যাপন করিত। এ সংসারে কোনও বস্তুর উপর তাহাদের কোন অধিকার ছিলনা। মহম্মদ অগণিত বিবাহের পথ বন্ধ করিবার জন্য নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন কেহই চারি বিবাহের বেশী বিবাহ করিতে পারিবেনা। মহম্মদ ইহাও আদেশ করিয়া গিয়াছেন, যাহারা সকল স্ত্রীকে সমভাবে ভাল বাসিতে ও সমান অধিকার প্রদান করিতে অক্ষম তাহারা এক বিবাহের বেশী করিতে পারিবে না। এই নিয়ম করিয়া তিনি বহু বিবাহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদের সময় পুরুষগণ কারণে বা বিনা কারণে স্ত্রীদিগকে অহর্নিশি পরিত্যাগ করিত। কোরাণ পুনঃ পুনঃ স্ত্রী পরিত্যাগের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীর কলহে ও বিশ্বাসঘাতকতায় সংসার ছার খার যাইবার উপক্রম হয়, তবেই মহম্মদ স্ত্রী পরিত্যাগের আদেশ করিয়া গিয়াছেন। স্বামী যদি এক এক মাস ব্যবধানে ক্রমান্বয়ে তিন বার স্ত্রী পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবেই মহম্মদের ব্যবস্থানুসারে স্ত্রী পরিত্যাগ আইন সিদ্ধ হইতে পারে।

মহম্মদের সময়ে কন্যাগণের পিতৃ ধনে কোন অধিকার ছিল না। পুত্র বর্ত্তমানে মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন দেশে

পিতৃ সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার নাই। সুসভ্য খৃষ্টান ও সুসংস্কৃত হিন্দু জাতি পুত্র বর্ত্তমানে কন্যাকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। কিন্তু সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত মহম্মদ যেমন পুত্রকে তেমনই কন্যাকে পিতার ধনে অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। নারী জাতির সাংসারিক অধিকার প্রাচীন কোন ধর্ম্ম প্রচারকই এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মহম্মদের সময়ে দাসত্ব প্রথার ভীষণ প্রকোপ ছিল। মহম্মদ বলিয়া গিয়াছেন, "দাসদিগকে স্বাধীনতা দান করা অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য আর নাই।" দাসদিগকে মুক্তি দান করাই তিনি অনেক অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কোরাণের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ শ্লোক হইতে পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, দাসগণ আপনাদের উপার্জ্জিত অর্থদানে স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিবে। যাহারা স্বোপার্জ্জিত অর্থে স্বাধীনতা ক্রয় করিতে না পারিবে সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থদান করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দানের ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। কখনও কখনও প্রভুর অসম্মতিতে দাসের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, প্রভু দাসের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারিবেনা, তাহাকে কর্কশ কথা বলিতে পারিবে না,

প্রভু যেরূপ বস্ত্র পরিধান করেন, যেরূপ দ্রব্য আহার করেন দাস দাসীকেও সেইরূপ বস্ত্র ও সেইরূপ আহার দিতে হইবে। ভ্রাতাকে ভ্রাতা হইতে, সন্তানকে জনক জননী হইতে, আত্মীয় স্বজনকে বন্ধু বান্ধব হইতে, স্বামীকে স্ত্রী হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে পারিবেনা। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমান রাজ্যে দাসত্বের ভীষণ অবস্থা দেখিয়া যাহারা মহম্মদের উপর দাসত্ব প্রথা স্থাপনের কলঙ্ক নিক্ষেপ করেন তাহাদের মত ভ্রান্ত আর কেহই নাই।

যে ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা প্লাবিত আরব দেশে একমাত্র পরমেশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, নারী জাতির দুর্গতি নিবারণ করিয়াছেন, বর্ব্বর জাতির মধ্যে জ্ঞান চর্চ্চার সূত্রপাত, করিয়াছে, দাসত্বের অচ্ছেদ্য নিগড় শিথিল করিয়াছে, সে ধর্ম্ম দ্বারা কি মধুর ফল উৎপন্ন হয় নাই? ইস্‌লাম জগতে এই মধুর ফল উৎপন্ন করিয়াছে—সে ফল অস্বাদন করিয়া কোটি কোটি নরনারী বর্ব্বরতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কোরাণ।

কোরাণ মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থ এক শত চতুর্দ্দশ স্থরা অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। মহম্মদ ভাবের উত্তেজনায় বা ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া অপূর্ব্ব বাগ্মীতা সহকারে যে মনোমোহিনী কবিতায় উপদেশ দান করিতেন, শিষ্যগণ তাহাই ঈশ্বর প্রেরিত বিশ্বাস করিয়া স্মৃতি পটে অঙ্কিত করিয়া অথবা তালপত্র, শ্বেত প্রস্তর, চর্ম্মখণ্ড বা অস্থির উপর লিখিয়া রাখিতেন। কখনও সমস্ত অধ্যায়, কখনও বা তাহার অংশ বিশেষ প্রকাশিত হইত, শিষ্যগণ তাহা একস্থানে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন—সে সংগ্রহে কোন শৃঙ্খলা ছিলনা, সময়ানুক্রমে তাহা লিপিবদ্ধ হইত না। ভক্তগণ মহম্মদের উপদেশ আমূল-কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন, উপাসনার সময় তাহাই আবৃত্তি করিতেন, বিপদের সময় তাহাই বিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ করিয়া ভয় ভাবনা হইতে পরিত্রাণ পাইতেন, কোরাণের অপূর্ব্ব গাথা গাহিতে গাহিতে বিশ্বাসীদল শত্রু হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। মহম্মদের জীবিত কালে কোরাণ গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয় নাই, আবুবেকার যখন মুসলমানদিগের খলিফা, সেই সময়ে ওমারের অনুরোধ অনুসারে আবিতের পুত্র জেইদের

দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে সম্পূর্ণ কোরাণ একস্থানে লিখিত হয়। মুসলমানগণ আপনাদের ব্যবহারের জন্য জেইদের কোরাণ হইতে প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু প্রতিলিপিতে নানা প্রকার ভ্রম থাকিয়া যায়। খলিফা অথমানের রাজত্ব কালে প্রকাশ পাইল যে মূল কোরাণ হইতে নকল কোরাণে বহু পার্থক্য ঘটিয়াছে। অথমান নকল কোরাণ সমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলেন এবং মূল কোরাণ বিশুদ্ধরূপে নকল করাইয়া দেশ বিদেশে পাঠাইয়া দেন।

কোরাণ মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, আইন ও বিজ্ঞান। কোরাণ পাঠ করিলে ঈশ্বর বিশ্বাস জাগ্রত হয়, অনন্ত জগৎ অনন্ত ঈশ্বরে অনুপ্রাণিত বলিয়া অনুভূত হয়, দ্যুলোক ও ভূলোক যে একমাত্র ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করিতেছে তাহা দেদীপ্যমান বলিয়া বোধ জন্মে।

কোরাণ হইতে কয়েকটী ধর্ম্মোপদেশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। তিনি জীবন্ত ও অদ্বিতীয়, তিনি সর্ব্বদা জাগ্রত হইয়া রহিয়াছেন। দ্যুলোক ও ভূলোকে যাহা কিছু দেখিতে পাই তিনি সে সকলের প্রভু। তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ দর্শী। মানুষ তাঁহার অনন্তজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারে না, তিনি যাহা জানিতে দেন, মানুষ কেবলমাত্র তাহাই জানিতে পারে। স্বর্গ ও

মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া তাঁহার সিংহাসন, তিনি অক্লেশে সৃষ্টির ভার বহন করেন। তিনি মহান্ ও সর্ব্বশক্তিমান। চক্ষু তাঁহাকে সম্যকরূপে বুঝিতে পারে না কিন্তু তিনি চক্ষুর চক্ষু। ঈশ্বর যেমন দণ্ডদাতা তেমনই তিনি করুণার আধার।

জগতে এমন কোন প্রাণী নাই, ঈশ্বর যাহার আহার বিধান না করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর বাসস্থান অবগত আছেন।

তিনি আমার প্রভু, তাঁহা ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, আমি তাঁহাতেই নির্ভর করি, জীবনান্তে আমি তাঁহারই নিকট প্রতিগমন করিব।

যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি মেঘ হইতে জলধারা বর্ষণ করেন, যিনি বৃষ্টিজলে ফল উৎপন্ন করিয়া তোমাদের জীবন রক্ষা করেন, তিনিই পরমেশ্বর। তাঁহারই আদেশে সমুদ্র অর্ণবতরী বক্ষে লইয়া তোমাদের সেবা করিতেছে, তাহারই আদেশে নদ নদী তোমাদের প্রয়োজন সাধন করিতেছে, তাঁহারই আদেশে চন্দ্র সূর্য্য আকাশে পরিভ্রমণ করিয়া তোমাদের ভৃত্যের কার্য্য করিতেছে, তাঁহারই আদেশে দিবা রজনী তোমাদের চিত্তবিনোদন করিতেছে। তোমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন তিনি তাহা দান করেন, যদি তোমরা তাঁহার দানের সংখ্যা করিতে প্রয়াসী হও, তোমরা ব্যর্থকাম হইবে। নিশ্চয়ই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ ও অন্যায়াচারী।

তোমরা কিছুই জানিতে না কিন্তু ঈশ্বর তোমাদিগকে মাতার গর্ভ হইতে এ সংসারে আনয়ন করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে রসনা, কর্ণ ও বুদ্ধিদান করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দেও।

যাহা তোমাদের তাহা ধ্বংস হইবে, যাহা ঈশ্বরের তাহা চিরস্থায়ী থাকিবে।

তাঁহাকে দয়ালু অথবা ঈশ্বর যে নামে ডাক না কেন তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাঁহার সুন্দর নামের শেষ কে করিতে পারে?

বস্ত্রের ন্যায় আচ্ছাদন করিবার জন্য তিনি রাত্রি দান করিয়াছেন, তোমার ক্লান্তদেহ সরস করিবার জন্য নিদ্রা দিয়াছেন।

তাহারাই ঈশ্বরের পুরস্কার লাভ করিবে, যাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস ও সৎকার্য্য করে, যাহারা সাধুকার্য্যে চঞ্চল তাহারা পুরস্কার পাইবে না। প্রকৃত বিশ্বাসী স্বর্গ মর্ত্ত্যে ঈশ্বরের শক্তি দর্শন করেন। জ্ঞানীগণ মানব ও পৃথিবীময় প্রাণীপুঞ্জের সৃষ্টিতে তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষ করেন। দিন রাত্রির পরিক্রমণে, শুষ্ক ধরাতলের জীবন-দায়িনী বারিধারার পতনে, বায়ুর প্রবাহে বুদ্ধিমান লোক তাঁহারই শক্তি উপলব্ধি করেন। ইহারাই মানবের নিকট ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে তাঁহারই রাজ্য, তিনিই জীবন দান

করেন, তিনিই জীবন হরণ করেন, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান, তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশিত, তিনি গুপ্ত, তিনি সর্ব্বদর্শী।

যাহারা অজ্ঞাতসারে অপরাধ করিয়া শেষে তজ্জন্য অনুতাপিত হয়, ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জ্ঞাতসারে পাপ করিয়া শেষে মৃত্যুভয়ে অনুতপ্ত হয় তাহারা ক্ষমা প্রাপ্ত হয় না।

পাপীদিগের কার্য্য ভস্মের ন্যায়, ঝড় উঠিলে তাহা চারিদিকে উড়িয়া যায়। তাহারা যে কার্য্য করে তদ্দ্বারা পুণ্য লাভ করিতে পারে না।

ভাল কথা সেই বৃক্ষের ন্যায় যাহার মূল মৃত্তিকার গভীর তলে অবস্থিত, যাহার শাখা আকাশে বিস্তৃত, যাহার কাণ্ড হইতে বৎসরের সকল সময়েই সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়।

জ্ঞান গর্ভ বাক্য প্রয়োগে ও উপদেশ দ্বারা লোক-দিগকে ঈশ্বরের পথে আকর্ষণ কর—যদি কখনও তর্ক করিতে হয়, সাবধান, মৃদুতা অতিক্রম করিও না।

পিতা মাতাকে ভক্তি করিও-কখনও তাঁহাদের প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ বা তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিও না—সম্মানের সহিত তাঁহাদের সহিত কথা বলিও—তাঁহাদের নিকট সর্ব্বদা অবনত হইয়া থাকিও এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও "হে ঈশ্বর আমি যখন ছোট

ছিলাম, তখন ইহাঁরা আমাকে স্নেহ করিয়া বাঁচাইয়াছেন তুমি ইহাঁদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।”

সম্পত্তি ও সন্তান ইহলোকের অলঙ্কার কিন্তু সৎ-কার্য্য চিরস্থায়ী ও ঈশ্বরের চক্ষে অধিক মূল্যবান।

তোমরা যে পুত্তলিকার আরাধনা করিতেছ, তাহারা একটী মক্ষিকাও সৃষ্টি করিতে পারে না—একটা সামান্য মক্ষিকা যদি তাহাদের গাত্র হইতে কিছু লইয়া যায় তাহারা তাহা রক্ষা করিতেও পারে না। তোমাদের উপাস্য দেবতা সহায়হীন—তাহাদের উপাসকগণও দুর্ব্বল।

যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্ত পদার্থের আশ্রয় লয় তাহারা মাকড়শার ন্যায় তন্তু-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনা-দিগকে নিরাপদ মনে করে; কিন্তু তন্তু-গৃহের ন্যায় জীর্ণ গৃহ এ জগতে আর কি আছে?

এক ধর্ম্ম ভিন্ন আর ধর্ম্ম নাই কিন্তু মানুষ ধর্ম্মকে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে—যে যাহার অনুসরণ করে, সে তাহা লইয়াই আনন্দ করিতেছে।

সত্যের দ্বারা অসৎকে পরাজয় কর—যাহার সহিত শক্রতা সে তোমার হৃদয়ের বন্ধু হইবে।

যাঁহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁহারা যেন হীন পুরুষদিগকে উপ-হাস না করেন। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ নারী তাঁহারা যেন হীন দশাগ্রস্ত নারীদিগকে বিদ্রুপ না করেন।

ইহ সংসার ক্রীড়ণক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃথা

আমোদ, পার্থিব জাকজমক, যশোভিলাষ, ধনতৃষ্ণা ও বংশ বৃদ্ধি বৃষ্টি জল বর্দ্ধিত ওষধির ন্যায়। তাহা দেখিয়া কৃষক-গণের মনে কত আহ্লাদ হয় কিন্তু অচির কাল মধ্যেই তাহা শুকাইয়া পীতবর্ণ হইয়া যায় এবং শুষ্ক হইয়া ধ্বংস পায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ইস্‌লাম।

মহম্মদ যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক তাহার নাম ইস্‌লাম। ইস্‌লাম অর্থ ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। এই ধর্ম্মাবলম্বীগণ মুসলমান অর্থাৎ ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণকারী নামে বিখ্যাত। ইস্‌লামের দুই বিভাগ। ইমান অর্থাৎ বিশ্বাস এবং দিন অর্থাৎ অনুষ্ঠান। সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ, অনন্ত দয়ার আধার, সকল মঙ্গলের আকর একমাত্র পরমেশ্বরে বিশ্বাস; মহম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস; কোরাণের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস; পরি, জীন, আত্মার অমরত্ব, আত্মার পুনরুত্থান, বিচারের দিন ও স্বর্গ নরকে বিশ্বাস ইমানের অন্তর্গত।

কোরাণ পাঠ, প্রক্ষালন দ্বারা দেহশুদ্ধি ও প্রার্থনা,উপবাস,দান ও তীর্থযাত্রা এই পঞ্চ অনুষ্ঠান দিনের অন্তর্গত।

একমাত্র ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠা করাই মহম্মদের জীবন-ব্রত ছিল—কোরাণের নানা স্থানে নানা রূপে তিনি একেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কোরাণের ১১২ অধ্যায়ে "ঈশ্বরের একত্ব" ঘোষণা করা হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ে লিখিত আছে "বল ঈশ্বর একমাত্র, তিনি অনন্ত-কাল স্থায়ী। তাঁহার জন্ম নাই, তিনি কাহারও জন্ম-দাতাও নহেন। তাঁহার সমানও কেহ নাই।" এই অধ্যায় মুসলমানদিগের নিকট পরম পবিত্র। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের ৯১ শ্লোকে লিখিত আছে "ঈশ্বর কোন সন্তান উৎপাদন করেন নাই—তাঁহার সহকারী আর ঈশ্বরও নাই।" এই শ্লোকের দ্বারা তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের হীনতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

মুসলমানগণ মহম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টকে যেমন ঈশ্বরের সমান বা সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করেন, মুসলমানগণ মহম্মদকে সেভাবে দর্শন করা পাপ মনে করিয়া থাকেন।

মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে গ্রেব্রিয়েল সময়ে সময়ে মহম্মদের নিকট কোরাণের বচন প্রকাশ করেন। কোরা-ণের সমুদয় শ্লোকই ঈশ্বরের বাক্য রূপে লিখিত হইয়াছে।

আরবদেশের লোক অতি প্রাচীন কাল হইতে পরী ও জীনে বিশ্বাস করিত। মহম্মদও তাহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। কোরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি

শ্লোকে লিখিত আছে যে "তাহারা ঈশ্বরের সেবা করিবার জন্য চঞ্চল অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।" পরীদিগের মধ্যে স্বর্গীয় সংবাদ প্রকাশক গ্রেবিয়েল, বিশ্বাসী যোদ্ধা মাইকেল, মৃত্যুপতি আজরাইল, পুনরুত্থান দিনে ভেরীবাদক ইজরাফিল বিখ্যাত।

আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে একশত এক অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে "শেষ দিনে মানুষ কীটের ন্যায় চারিদিকে বিস্তৃত হইবে—পর্ব্বত সকল তুলার ন্যায় বায়ুভরে ইতস্ততঃ উড়িয়া যাইবে—কিন্তু যাহারা সৎকর্ম্মশীল তাহারা সুখজীবন যাপন করিবে—দুষ্কর্ম্মকারীগণ নরক গহ্বরে পড়িয়া অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিবে।

কোরাণের দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ে বিচারের দিনের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বিচারের দিনে "আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে—নক্ষত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে—সমুদ্র সকল একাকার হইবে—সমাধিস্থান বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে—প্রত্যেক আত্মা তখন বুঝিতে পারিবে সে জীবিত কালে কি কার্য্য করিয়াছে, আর কোন্ কার্য্য করিতেই বা অবহেলা করিয়াছে।

অনেকে বলেন মহম্মদের স্বর্গ কেবল ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের স্থান, আর নরক অগ্নি দাহের ভীষণ দৃশ্য। মহম্মদ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, কোরাণের অনেক উপদেশ উপমালঙ্কারে বিজড়িত। কোরাণের তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম

শ্লোকে লিখিত আছে "ঈশ্বর স্বয়ং কোরাণ প্রেরণ করিয়াছেন। কোরাণের মূলভাগের শ্লোক সহজ বোধ্য এবং অবশিষ্ট অংশ অলঙ্কার পূর্ণ।" মহম্মদ এইরূপে স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন "ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রগণ দিন রাত্রি ঈশ্বরকে দর্শন করিবে। মহা সমুদ্রের সহিত যেমন ঘর্ম্মবিন্দুর তুলনা হয়না, সেইরূপ স্বর্গের বিমলানন্দের সহিত ইন্দ্রিয় সুখের তুলনা সম্ভবে না।"

অনেকে বলেন মুসলমানগণ অদৃষ্টবাদী—কিন্তু এ অভিযোগের কোন মূল নাই। সত্য বটে মহম্মদ ঈশ্বরকে জীবণ মরণের একমাত্র কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, জী নের প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরের মহিমার চিহ্ন দর্শন করিতেন, তথাপি মানুষের উন্নতি অবনতি যে তাহার নিজের কার্য্যের উপর নির্ভর করে একথা ভুয়োভূয়ঃ বলিয়া গিয়াছেন। কোরাণের দশম অধ্যায়ের ২৩-২৮ শ্লোকে লিখিত আছে "যাহারা সৎকার্য্য করে তাহারাই পুরস্কার পাইবে—লজ্জা তাহাদিগের বদনকে কথনও আচ্ছন্ন করিবে না—তাহারাই স্বর্গে বাস করিবে, কিন্তু যাহারা কুকার্য্য করে তাহারা কুকর্ম্মের ফলভোগ করিবে, লজ্জা তাহাদের বদন ঢাকিয়া রাখিবে—তাহাদের মুখ ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন থাকিবে।"

মহম্মদ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী মানিতেননা। কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে লিখিত

আছে "একজন আর একজনের অপরাধ খণ্ডন করিতে পারে না। কাহারও পরিত্রাণের জন্য মধ্যবর্ত্তীতা অথবা অন্য কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা যাইবে না।"

ভক্তির সহিত প্রতিদিন কোরাণ পাঠ করা মুসলমান ধর্ম্মের এক প্রধান অনুষ্ঠান। মুসলমানগণ কোরাণের প্রথম অধ্যায় প্রতিদিন সামাজিক ও নির্জ্জন উপাসনায় পাঠ করিয়া থাকেন। কোরাণের প্রথম অধ্যায়ের মর্ম্ম এই—"সকল প্রাণীর প্রভু, বিচার দিনের রাজা, পরম দয়ালু পরমেশ্বর ধন্য। আমরা তোমারই আরাধনা করি, আমরা তোমারই নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। আমাদিগকে সৎ পথে লইয়া যাও—যাহাদের উপর তুমি দয়ালু আমাদিগকে তাহাদেরই পথে লইয়া যাও—যাহাদের উপর তুমি অসন্তুষ্ট অথবা যাহারা বিপথে গমন করে তাহাদের পথে লইয়া যাইওনা।"

অবিশ্রান্ত প্রার্থনা মুসলমান ধর্ম্মের প্রাণ। কোরাণের ৭৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"হে বস্ত্রাবৃত পুরুষ! উত্থান করিয়া প্রার্থনা কর—রাত্রির অল্লাংশ ব্যতীত আর সকল সময়ে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর। অর্থাৎ অর্দ্ধেক রাত্রি অথবা তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন বা অধিক সময় প্রার্থনায় যাপন কর, আর কোরাণ পাঠ কর।" "দিনের বেলায় নানা কায কর্ম্ম আছে, অতএব রাত্রিকালে জাগ্রত হইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া কল্যাণকর।" কোরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ের

অষ্টম শ্লোকে লিখিত আছে "মধ্যাহ্নে, দিবাবসানে, প্রভাত কালে নিয়মিত রূপে প্রার্থনা করিও।" মহম্মদ প্রার্থনাকে "ধর্ম্মের স্তম্ভ" ও "স্বর্গের চাবি" বলিয়া গিয়াছেন, কোরাণের বহু স্থানে প্রার্থনার উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। ভক্ত মুসলমানগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্ন কালে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে, সূর্য্যাস্তের পরে এবং রাত্রিতে এই পাঁচবার প্রার্থনা করিয়া থাকেন। প্রার্থনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুসলমানগণ পথে ঘাটে কার্য্যালয়ে যেখানে যে অবস্থায় থাকুননা কেন অমনি একটু লোক কোলাহল হইতে অবসর লইয়া একখানি বস্ত্র বিস্তৃত করেন, পদদ্বয় বিনামা মুক্ত করিয়া মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার অবনত, একবার উপবিষ্ট, একবার দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনায় নিযুক্ত হন। ধার্ম্মিক মুসলমানগণ নির্দ্দিষ্ট পঞ্চবার ব্যতীত রাত্রিকালে আরও একবার উপাসনা করিয়া থাকেন।

আরাধনার পূর্ব্বে মুসলমানগণ দেহ শুদ্ধির জন্য অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া থাকেন। উপাসকগণ কোন কারণে শরীর অপবিত্র মনে করিলে তাহা ধৌত না করিয়া উপাসনায় যোগ দান করেননা। উপাসনার পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিতে করিতে মুসলমানগণ হাত, বাহুর কনুই পর্য্যন্ত, মস্তক, বদন ও পদদ্বয় ধৌত করিয়া থাকেন। জলশূন্য স্থানে ও পীড়ার সময় জলের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম বালুকাচূর্ণ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

শুক্রবার দিন মুসলমানগণ মস্‌জিদে মিলিত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মস্‌জিদে এক এক জন ইমাম নিযুক্ত আছেন, তিনি সামাজিক উপাসনা ও উপদেশের কার্য্য সম্পন্ন করেন। মুসলমানদিগের মধ্যে পৌরহিত্য নাই। প্রতি মস্‌জিদে এক এক মুয়েজ্জিন থাকেন, তিনি নির্দ্দিষ্ট উপাসনার সময়ে মস্‌জিদের চূড়া হইতে উচ্চৈঃস্বরে মুসলমানদিগকে প্রার্থনার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন।

ধার্ম্মিক মুসলমানগণ জপমালা ব্যবহার করেন। তাহাতে ৯৯টি মালা থাকে। "ঈশ্বর ধন্য" "ঈশ্বর মহৎ" এই সকল কথা উচ্চারণ করিতে করিতে মালা জপ করিয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ গৃহে বসিয়াই আরাধনা করিয়া থাকেন। কোন কোন মস্‌জিদে তাঁহারা কখনও প্রবেশ করিতে পারেন না—অন্যান্য মস্‌জিদে সাধারণ উপাসনার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁহারা গমন করিয়া উপাসনা করিতে পারেন। মহরম উৎসবে বিশেষতঃ উৎসবের দশম দিনে তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত যোগ দিয়া থাকেন।

মহম্মদ অনেক সময়ে নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিতেন। "হে প্রভু! বিশ্বাস দৃঢ় কর ও সৎপথ দেখাইয়া দাও। তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে ও সৎপথে থাকিয়া তোমার

আরাধনা করিতে আমাকে সাহায্য কর। আমি এমন নির্ম্মল হৃদয়ের জন্য প্রার্থনা করি যে হৃদয় দুষ্ট পথে ধাবিত হইবে না। আমার রসনা পবিত্র কর—আমাকে সেই পুণ্য দান কর যাহা তুমি ভাল মনে কর। আমাকে সেই পাপ হইতে রক্ষা কর যদ্দ্বারা আমার হৃদয় কলুষিত। আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর, যে অপরাধে তুমি আমাকে অপরাধী বলিয়া জান। হে আমার রক্ষাকর্ত্তা! আমি যেন আমার সমুদয় বলের সহিত তোমাকে স্মরণ করি, তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হই ও তোমার আরাধনা করি। হে প্রভু! আমি আমার আত্মার অকল্যাণ করিয়াছি। তুমি ব্যতীত তোমার ভৃত্যের অপরাধ আর কেহই ক্ষমা করিতে পারে না। তুমি দয়াগুণে আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে কৃপা কর। একমাত্র তুমিই অপ-রাধের ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে পার।"

সকল মুসলমানই মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। মক্কাই মুসলমানদিগের কিব্‌লা। কিন্তু মহম্মদ কোন বিশেষ দিককে পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন না। কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১০৯ শ্লোকে লিখিত আছে "পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ঈশ্বরের রাজত্ব; সুতরাং তোমরা যে দিকে ফিরিয়া উপাসনা কর, সেই দিকেই ঈশ্বরের মুখ বর্ত্তমান। কারণ ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ।" কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে ঐক্য স্থাপনের জন্য

বিশেষতঃ জন্মস্থান মক্কানগরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩৯ শ্লোকে নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন "মক্কার পবিত্র মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাও, তোমরা যেখানে থাক সেই দিকে ফিরিয়া উপাসনা করিও।" এই সময় হইতেই মক্কা মুসলমানের কিব্‌লা হইয়া যায়।

আরবদিগকে ইন্দ্রিয় সংযম শিক্ষা দিবার জন্য মহম্মদ উপবাসের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যাহারা বালক, যাহাদের শরীর মন অসুস্থ অথবা যাহারা প্রবাসে তাহারা উপবাস না করিলেও পারে। মুসলমানগণ দিনে অনাহারে থাকিয়া রাত্রিকালে প্রার্থনা ও ধ্যান, আহার ও পান করিয়া শরীরকে সুস্থ করিয়া থাকেন। এই সময়ে তাঁহারা শারীরিক সর্ব্বপ্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। রমজান মাস এই উপবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "ইদ-আল-ফিতর" উৎসবান্তে উপবাসের শেষ হয়। এই দিন আমোদ উৎসব, ধ্যান ধারণা, দেখা সাক্ষাৎ ও ভিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের দ্বিতীয় উৎসবের নাম "ইদ-আল-জোহা"। এই উৎসব জলহিজ্জ মাসের দশম দিনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের তৃতীয় উৎসবের নাম বক্রা ইদ—ইহা তিন দিন স্থায়ী। প্রথম দিনে ছাগবধ করিয়া তাহার মাংস গরিবদিগকে দান করা হয়—অপর দুই দিনে দেখা

সাক্ষাৎ ও উপহার দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মহ-রম নামে আর এক উৎসব আছে। মহম্মদ এ উৎসব স্থাপন করিয়া যান নাই। মুসলমান বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দশ দিনে এই উৎসব হয়। সুন্নিগণ এই সময় উপবাস করিয়া থাকেন। সিয়াগণ মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের মৃত্যুদিন স্মরণার্থ এই উৎসব করিয়া থাকেন।

দান মুসলমান ধর্ম্মের আর এক প্রধান অনুষ্ঠান। দান না করিলে কেহ মুসলমান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বোধ হয় কোন ধর্ম্মই দানের সম্বন্ধে এমন সুন্দর নিয়ম করিয়া যান নাই। নিতান্ত দরিদ্র ভিন্ন প্রত্যেক মুসলমানই তাহার সম্পত্তির মূল্যের উপর শতকরা আড়াই টাকা দান করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রমজান মাসের শেষ দিনে প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তা নিজের, পরিবারের প্রত্যেক লোক ও রমজান মাসে যাহারা তাহার বাড়ীতে আহার করিয়াছে কি নিদ্রা গিয়াছে, তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাউল গোধূম ইত্যাদি দান করিতে বাধ্য। যাহারা গরিব ও নিরাশ্রয়, যাহারা জকাৎ সংগ্রহ করে, যে সকল দাস স্বাধীনতা ক্রয় করিতে অক্ষম, যাহারা ঋণশোধ করিতে অসমর্থ, যাহারা পথিক ও অপরিচিত, মহম্মদ বলিয়াছেন তাহারাই দানের উপযুক্ত পাত্র। যে দান মুসলমানগণ ধর্ম্মার্থে দান করিতে আইনানুসারে বাধ্য, তাহাকে জকাৎ ও যাহা তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে দান

করেন তাহা সদাফৎ বলিয়া কথিত হয়। খলিফা দ্বিতীয় ওমার বলিয়া গিয়াছেন "প্রার্থনা মানুষকে স্বর্গের অর্দ্ধ-পথে, উপবাস স্বর্গের দ্বারদেশে এবং দান তাহাকে ঈশ্বরের সমীপস্থ করে।"

মক্কা দর্শন মুসলমানদিগের আর একটি প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। দেশ বিদেশস্থ মুসলমানদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্য স্থাপনের জন্য এই তীর্থযাত্রার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই, যাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই, তীর্থের ব্যয় বহন করিতে সামর্থ্য নাই, নিজের অনুপস্থিতিতে যাহাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের উপায় নাই, যাহারা তীর্থযাত্রার ক্লেশ সহিতে অসমর্থ, তাহারা তীর্থ গমন করিতে বাধ্য নহে। মহম্মদ আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তীর্থযাত্রীগণ কাহারও সহিত বিবাদ করিতে পারিবেনা, তিরস্কার ও নিন্দা নম্রতার সহিত সহ্য করিবে, সহযাত্রীদের সহিত শান্তি ও সদ্ভাব বর্দ্ধন করিবে।

মহম্মদ মুসলমানদিগকে কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য সেবন ও স্ফূর্ত্তি ও জুয়াখেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কোরাণের পঞ্চম অধ্যায়ের ৯২ ও ৯৩ শ্লোকে লিখিত আছে "মদ ও স্ফূর্ত্তি খেলা সয়তানের ক্রীড়া, অতএব তাহা পরিত্যাগ কর। সয়তান ইহাদের সহায়ে তোমাদিগকে ঈশ্বর ও প্রার্থনা হইতে দূরে লইয়া যায়।" মহম্মদ সুদ গ্রহণ

করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৭৬ শ্লোকে লিখিত আছে "যে সুদগ্রহণ করে সে নরকাগ্নির চির সহচর হইবে। সে নরকেই চিরকাল বাস করিবে।" ইচ্ছা করিয়া কাহারও প্রাণবধ করিতে মহম্মদ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কোরাণের চতুর্থ অধ্যায়ের ৯৫ শ্লোকে চির নরকাগ্নি জ্ঞানকৃত বধের শাস্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

মুসলমানগণ প্রধানতঃ সিয়া ও সুন্নি নামক দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মুসলমানগণ সর্ব্ব বিষয়েই কোরাণের অনুগমন করিয়া থাকেন কিন্তু সুন্নিগণ কোরাণে যাহা নাই সে সকল বিষয়ে চিরাগত প্রথা অর্থাৎ সুন্না মানিয়া চলেন এবং আবু হানিফা, মালিক, আল সেফি, ও ইবন হাম্বালের ব্যাখ্যানুসারে কোরাণের অর্থ করিয়া থাকেন। সিয়াগণ আর এক প্রকার চিরাগত প্রথায় বিশ্বাস করেন। ইহাঁরা আলীকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন। সিয়া মত পারস্য-দেশে অত্যন্ত প্রবল। তুরুস্কের মুসলমানগণ সুন্নি। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান সুন্নামতাবলম্বী।

মুসলমানদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর সাধক আছেন তাঁহাদিগকে সুফি বলে। ইহাঁরা ঈশ্বরকে সকল পদার্থের প্রাণরূপে দর্শন করেন এবং প্রেম, নির্জ্জন সাধন, উল্লাস, স্পর্শ ও মিলনের দ্বারা তাঁহার সহিত লীন হইয়া যাইতে চেষ্টা করেন

মুসলমানদিগের মধ্যে ওয়াহাবি নামে আর এক সম্প্রদায় আছে, আরব দেশের অন্তর্গত নেজদ প্রদেশের সেখ মহম্মদ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। মহম্মদের পিতা আবদুল ওয়াহাব হইতে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। সেখ মহম্মদ নানা কুসংস্কার দূর করিয়া কোরাণের উল্লিখিত পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম পুনরায় প্রচলিত করিবার জন্য এক দল গঠন করেন। তাঁহার মত আরবদেশে দ্রুতবেগে প্রচলিত হয়। সমস্ত আরব দেশে ওয়াহাবীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তুরুস্কের সুলতানের আদেশে মিসরের পাশা মহম্মদ আলী ওয়াহাবীদিগকে দমন করিবার জন্য স্বীয় পুত্র ইব্রাহিম পাশাকে প্রেরণ করেণ। তিনি ১৮১৮ অব্দে ওয়াহাবীদের দলপতি আব্দাল্লাকে ধরিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রেরণ করেন, সেখানে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। সমুদয় মুসলমান দেশেই ওয়াহাবী দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বেরেলীর সৈয়দ আহম্মদ ভারতের ওয়াহাবীদিগের দলপতি ছিলেন।

মুসলমান সাধকদিগের আর এক শ্রেণীর নাম দরবেশ অথবা ফকির। ইহাঁরা প্রধানতঃ বাসরা ও বেসরা এইদুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। বাসরাগণ ইসলাম ধর্ম্মানুসারে সকল কার্য্য করেন। বেসরাগণ বিশেষ কোন ধর্ম্ম মতানুসারে চলেন না। তথাপি ইহাঁরা আপনাদিগকে মুসলমান

বলিয়া থাকেন। দরবেশগণ নানা ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত, এক এক শ্রেণী এক এক রকম বেশ পরিধান করিয়া থাকেন। ইহাঁদের গুরুগণকে মুরসিদ ও শিষ্যগণকে মুরিদ বলিয়া থাকে। দরবেশদিগের মধ্যে যাঁহারা পুণ্যাত্মা তাঁহাদিগকে ওয়ালি ও ওয়ালিদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে ঘাউস বলিয়া থাকে। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থিত সোয়াটের আখুন্দ দরবেশদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।

দরবেশগণ শ্বাস গ্রহণের সময় ইল-লাল-লা-হো অর্থাৎ এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই এবং শ্বাস ত্যাগের সময় লা-ইল-লা-হা এই শব্দ অনবরতঃ শত সহস্র বার কেহ উচ্চৈঃস্বরে কেহ মৃদু স্বরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ইহাকে জিকর বলিয়া থাকে। যখন দরবেশগণ জিকর করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়েন তখন মুরাকাবা অর্থাৎ ধ্যান ও সমাধিতে মনোনিবেশ করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ইস্‌লামের বিস্তার।

মহম্মদের মৃত্যুর পর আলীর বন্ধুগণ ফতেমার গৃহে সম্মিলিত হইয়া আলীকে খলিফার পদে অভিষিক্ত করিবার মন্ত্রণা করিতেছিলেন। এদিকে আয়েসা ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ আবুবেকারকে খলিফা পদ প্রদান করিলেন। মহম্মদের মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইবামাত্র মুসলমানের শত্রুগণ আবার মস্তক উন্নত করিল কিন্তু আবুবেকার অতি শীঘ্রই তাহাদিগকে করতলস্থ করিলেন। আবুবেকারের সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ ইরাক প্রদেশ জয় করিয়া রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে এজনাদিনের যুদ্ধে পরাভূত করেন। দুই বৎসর চারি মাস রাজত্বের পর আবুবেকারের মৃত্যু হয়। আবুবেকারের মৃত্যুর পর ৬৩৪ খৃঃ অব্দে ওমার খলিফা পদে আরোহণ করেন। ইহাঁর রাজত্বকালে মুসলমানের পদতলে সমস্ত সিরিয়া দেশ অবলুণ্ঠিত হইল। ইয়ার মাউকের যুদ্ধাবসানে পালেস্তাইন ও জেরুসালেম নগর তাঁহাদের হস্তগত হইল। ৬৩৬ খৃঃ অব্দে পারস্য মুসলমান হস্তে পতিত হইয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ৬৪০ অব্দে মিসর দেশে মুসলমান বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল। ওমারের সময়ে মুসল-

মান রাজ্য ওরণ্টিস হইতে আরব সাগর এবং কাস্পিয়ান সাগর হইতে নীলনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এমন বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইয়াও ওমার মৃণ্ময় কুটীরে বাস করিতেন,ভিখারীর সঙ্গে একপাত্রে আহার করিতেন। এইরূপ সদ্গুণ ও ঈশ্বর প্রেমিকতার প্রভাবে মুসলমানগণ অচিরকাল মধ্যেই দিগন্তব্যাপী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

৬৪৩ অব্দে একজন অগ্নিউপাসক পারসী দাস ওমারের প্রাণহত্যা করে। অথমান তাঁহার পদে খলিফা নির্ব্বাচিত হইলেন। মুসলমানদিগের অভূতপূর্ব্ব বীর্য্যবলে ইহাঁর রাজত্ব কালে ইসলামের প্রভাব পশ্চিমে জিব্রাণ্টার, দক্ষিণে নিউবিয়া, পূর্ব্বে খোরাসান রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। ৬৫৪ অব্দে অথমান সপ্ততিবর্ষ বয়সে হত হইলেন। ইহার পর আলী খলিফার পদে আরোহণ করিলেন। আবুসোফিয়ানের পুত্র মোয়াবিয়া বিদ্রোহ ধ্বজা উড্ডীন করিয়া ডামাস্কস নগরে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল। ইহার বংশধরগণ ৭৫২ অব্দ পর্য্যন্ত সিরিয়া দেশে রাজত্ব করিয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের রাজ্যাবসানে আব্বাস বংশীয় নরপতিগণ বাগদাদ নগরে রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। মোয়াবিয়া বংশের অবদুল রহমান নামক এক রাজপুত্র স্পেন দেশে গমন করিয়া ৭৫৬ অব্দে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই

সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ১০৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত স্পেন দেশে প্রবল প্রতাপের সহিত জীবিত ছিল।

৬৬০ অব্দে আলী এক ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হাসন পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। হাসন শান্তিপ্রিয় ছিলেন—রাজ্য পিপাসা তাঁহার প্রাণে স্থান পাইল না। ছয় মাস রাজত্ব করিয়া তিনি মোয়াবিয়ার হস্তে রাজ্যপাট ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং ধ্যান ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মোয়াবিয়া ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না—তাহার উত্তেজনায় হাসন অকালে হত হইলেন। ৬৭৯ খৃঃ অব্দে মোয়াবিয়ার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার পুত্র য়েজিদ খলিফা হইলেন কিন্তু মক্কা, মদিনা ও কুফা নগরবাসীগণের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আলীর দ্বিতীয় পুত্র হোসেন বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিলেন। হোসেন মক্কা হইতে ইউফ্রেটিস নদী তটস্থ বন্ধুদিগের নিকট গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে য়েজিদ তাঁহাকে ও তাহার দ্বিসপ্ততিজন সহচরকে আক্রমণ করিয়া প্রাণে বধ করে। এই বিষাদপূর্ণ ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্যই মহরমের সৃষ্টি হয়। হোসেনের মৃতদেহ কারবেলা-নামক স্থানে সমাধিস্থ হয়।

প্রথম ওয়ালিদের রাজত্ব কালে ৭০৫ হইতে ৭১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমান রাজত্ব বিস্তৃতির চরম সীমায় উপনীত হয়। উত্তরে গ্যালেসিয়া ও জর্জ্জিয়া; পূর্ব্বে ক্যাসগার

ও সিন্ধুনদী; পশ্চিমে স্পেন ও দক্ষিণে নিউবিয়া মুসলমান দিগের জয় নিনাদে বিকম্পিত হইয়াছিল। মহম্মদ যে রাজ্যের সূত্রপাত করিয়া যান একশত বৎসর গত না হইতেই সে রাজ্য সিন্ধু নদ হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আবুজিয়াফরের সময়ে বাগদাদ নগর অতুল বিভব ও অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্যের জন্য ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিল। আরব্য উপন্যাসে বিখ্যাত হারুন আলরসিদের সন্তানদের রাজত্ব কালেই বাগদাদের গৌরব হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। এই বংশের শেষ নরপতি ১১৪৮ অব্দে একজন তুর্কি মুসলমানের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। তুর্কিগণ মুসলমানদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহারা প্রথমতঃ খলিফাদিগের শরীর রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইত, কালে খলিফাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করে। ১২৯৯ অব্দে অথমান নামক একজন তুর্কী ফ্রিজিয়ার অন্তর্গত ইনকোমিয়মের স্থলতান হইলেন। ১৩২৮ অব্দে তাঁহার বংশধরগণ ব্রসা নগরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং হেলেসপণ্ট পর্য্যন্ত সমুদয় এসিয়া মাইনারের অধীশ্বর হন। ১৩৫৫ অব্দে প্রথম সলিমান ইউরোপ আক্রমণ করেন। ১৩৬০ অব্দে প্রথম আমুরাথ এড্রিয়ানোপল দখল করিয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং অচিরকাল মধ্যেই ম্যাসিডোন, আলবানিয়া ও সার্ব্বিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। ১৩৮৯

অব্দে বজাজৎ বোহেমিয়া ও হঙ্গারির নরপতিকে নিকো-পলিসের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ১৪৫৩ অব্দের ২৯এ মে দ্বিতীয় মহম্মদ খৃষ্টিয় সম্রাট নবম কনষ্টানটাইনকে পরা-জিত করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলের অধীশ্বর হন। ইহারই তিন বৎসর পরে মোরিয়া, ইপাইরস, বসনিয়া ও ট্রেবিজণ্ড তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। চারিদিক মুসলমানের জয়নাদে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সমস্ত ইউরোপ মুসলমানের নামে কাঁপিতে লাগিল। মোলডাবিয়া মুসলমানের করদ হইল। মুসলমান রণতরী ভূমধ্য সাগর করায়ত্ত করিল। রাজত্বের সীমা বহু বিস্তৃত হইল কিন্তু নরপতিগণ সে বিশাল রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে বিমুখ হইলেন; রাজন্যবর্গ আপনার ধ্বংসের পথ আপনারাই প্রশস্ত করিলেন।

১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সেলিম বাগদাদের পঞ্চত্রিংশৎ খলিফা মুতাবক্কেল বিল্লাকে কাইরো হইতে কনষ্টাণ্টিনোপল লইয়া যান। এবং তিনি সেলিমকে আপনার ক্ষমতা প্রদান করেন। সেই সময় হইতে তুরুষ্কের সুলতান মুসলমানদিগের নেতৃত্বপদ লাভ করিয়াছেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সলিমান মহাকজের যুদ্ধে অর্দ্ধ হঙ্গেরী অধিকার করেন—সমুদয় ইউরোপ মুসলমানদিগেরই করা-য়ত্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল, এমন সময় ১৫২৯ অব্দে মুসলমান বীর্য্য অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভায়েনা নগরে

খর্ব্ব হইল। মুসলমানদিগের ইউরোপ বিজয়াশা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ৭০৫ হইতে ৭১৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রথম ওয়ালিদের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশ মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয় কিন্তু ৭৫০ অব্দে রাজপুতগণ জেতাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দেয়। ইহার পর দুইশত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, অবশেষে সবক্তিজিন ও তাঁহার পুত্র সুলতান মামুদ হইতে আরম্ভ করিয়া দলে দলে আফগান, পাঠান ও মোগলগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ক্রমান্বয়ে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল—সমুদয় ভারতবর্ষ মুসলমান দিগের পদতলে লুণ্ঠিত হইল। মুসলমান প্রচারকগণ ভারত ছাড়িয়া পূর্ব্ব প্রায়োদ্বীপে উপনীত হইলেন। মালাক্কা, সুমাত্রা, ফিলিপাইন, জাবা সিলিবিস দ্বীপে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হইল। পশ্চিমে স্পেন, পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের রাজ্য বিস্তৃত হইল।

যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসে জীবন্ত হইয়া মুসলমানগণ এক প্রাণতার গুণে ভূমণ্ডলে অতি বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, সে বিশ্বাস ক্রমে বিচলিত হইল, মুসলমানদিগের মধ্যে সোহার্দ্দ্য ও ভ্রাতৃভাবের অভাব হইল—পরস্পর শত্রুতা করিয়া ক্ষীণবল হইয়া পড়িল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তাহাদের স্পেনের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ধ্বংস হইল—মুসলমান

বৈজয়ন্তী পরাভূত হইয়া ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য সমুদয় অধিকৃত স্থান হইতে বিদূরীত হইয়া এতদিন তুরুষ্ক রাজ্যে আধিপত্য করিতেছিল, তাহাও ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ভারতের সুবিস্তৃত রাজ্য ইংরেজ হস্তে পতিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে, তুরুষ্ক, আরব, পারস্য, তুর্কিস্থান, আফগানিস্থানে মুসলমান নরপতিগণ রাজত্ব করিতেছেন, এখনও ভারতবর্ষ ও মালয় দেশে বহুসংখ্যক মুসলমান বাস করিতেছেন। যদিও মুসলমানদিগের গৌরবের দিন অস্তমিত হইয়াছে, তথাপি এখনও ভূমণ্ডলে ১০ কোটি লোক "আল্লা হো আকবর" রবে একমাত্র পরমেশ্বরের ভজনা করিতেছে। পৃথিবীতে প্রায় ১৩০ কোটি লোকের বাস, তন্মধ্যে ৪৯ কোটি বৌদ্ধ, ৩৬ কোটি খৃষ্টান, ১০ কোটি মুসলমান এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন। এক ভারতবর্ষেই প্রায় ৫ কোটি মুসলমান বাস করিতেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই স্ফুলিঙ্গ ক্রমে সহস্র যোজন ব্যাপী হইয়া অন্ধকার পৃথিবীকে আলোকিত করিয়াছিল। সরল বিশ্বাস মানব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া জগতে কি অভূতপূর্ব্ব মহাব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারে, মুসলমান ধর্ম্ম তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছে— বিশ্বাস নিষ্প্রভ হইলে মহাসমৃদ্ধিশালী বিশাল রাজ্যও যে চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, মুসলমান ইতিহাসের মধ্য দিয়া

বিধাতা অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাহাই জগৎকে দেখাইতেছেন. বিশ্বাসের অবতার মহম্মদ একমাত্র পরমেশ্বরকেই মানবে উপাস্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—সন্তাপের বিষ যে তাঁহারই ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া যাঁহারা জগতে আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এ-প্রকার পৌত্তলিকতায় ডুবিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ স্বদেশে দুঃখে ব্যথিত হইয়া, পৌত্তলিকতা ও উপধর্ম্মের প্রবল প্রকোপ দর্শনে কাতর হইয়া যেরূপে ঈশ্বরের দ্বারে ভিখারী হইয়াছিলেন, কবে আবার সেই বিশ্বাস, সেই ব্যাকুলতা সেই নিষ্ঠা উপস্থিত হইয়া জগতের দুঃখ হরণ করিবে?